চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিষ্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 20 January, 2020 ■ আগরতলা, ২০ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ৫ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৪২তম ককবরক দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার আগরতলায় আয়োজিত হয় বর্নাঢ্য র‍্যালি। ছবি- নিজস্ব।

# সিএএ, এনআরসি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় : শেখ হাসিনা

**মনির হোসেন, ঢাকা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.)** ।। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিকত্ব পঞ্জী নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মোদী সরকারের এই পদক্ষেপকে পুরোপুরি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে চিহ্নিত করেছেন তিনি। যদিও সিএএ-র প্রয়োজনিয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মুজিব-কন্যা।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবু ধাবিতে এক সাক্ষাৎকারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, সিএএ প্রয়োজন ছিল না। ভারত সরকার কেমন এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমিন জানিয়েছিলেন যে সিএএ ও এনআরসি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও জানিয়েছেন, ভারত থেকে এখনই কেউ বাংলাদেশে চলে আসছে না। কিন্তু ভারতে বহু মানুষ এই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। বাংলাদেশ সব সময় বলে এসেছে সিএএ ও এনআরসি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ২০১৯ সালে অক্টোবর দিল্লি সফরে তাঁকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন বলে জানা হাসিনা। দুই দেশের সম্পর্ক যে খুব ভাল জায়গায় রয়েছে সেই বিষয়ে আশ্বস্ত করে মুজিব-কন্যা বলে একাধিক ক্ষেত্রে নতুন করে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হওয়ার পর আইনে পরিণত হয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানে থেকে ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত হয়ে আসা অমুসলমানদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা এই আইনে বলা হয়েছে।

## সীমান্ত হাঁটে পণ্য পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে গুরুত্ব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।।** রাজ্যের সীমান্ত হাঁটগুলিতে পণ্য পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের তাগিদ দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী সীমান্ত হাঁটে পণ্য পরীক্ষা কেন্দ্র বাধ্যতামূলক। সেই মোতাবেকই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু, হাঁটগুলিতে কোনও পণ্য পরীক্ষা কেন্দ্র আজ পর্যন্ত স্থাপন করা হয়নি।

নিয়মানুযায়ী সীমান্ত হাঁটে পণ্য বিক্রেতারা পরীক্ষা কেন্দ্রের গুণমান উত্তীর্ণ হলে তবেই তা বিক্রি করতে পারবেন। রাজ্যে সীমান্ত হাঁটে ফল, সাকসব্জী, খাদ্যদ্রব্য, মশলা, বনজ্যপণ্য, গামছা, লুঙ্গি, দা, কুদাল, ফলের রস, প্রসাধনি, এলুমিনিয়াম দ্রব্য সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। ওই সমস্ত পণ্য বিক্রয়ের পূর্বে পরীক্ষা কেন্দ্রে গুণমান উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক। কারণ, সীমান্ত হাঁটে দুই দেশের ক্রেতারা পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে থাকেন। গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং সুরক্ষার তাগিদে প্রত্যেক পণ্যের গুণমান যাচাই করার বিধান রেখেছে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক।

কিন্তু, রাজ্য সহ পশ্চিমবঙ্গেও সীমান্ত হাঁট গুলিতে কোনও পণ্য পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়নি। ফলে, সম্প্রতি পণ্য পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের গ্রাহকরা সীমান্ত হাঁটে বাংলাদেশের মাছ ক্রয়ে বিশেষ ভাবে উৎসাহি। বাংলাদেশের মাছের ভিষণ চাহিদাও রয়েছে। কিন্তু, পণ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের অভাবে ওই মাছ গুণমান যাচাই না করেই বিক্রি হচ্ছে। ইতিপূর্বে এই পণ্য পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের তাগিদ লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু, বর্তমানে এই বিষয়ে বিশেষ জোড় দেওয়া হয়েছে। তবে, কবে নাগাদ পণ্য পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন হবে তা নিশ্চিত ভাবে কেউ বলতে পারছেন না।

# বড়মুড়া-র নাম বদলে হল ‘হাতাই কতর’, ঘোষণা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।।** বড়মুড়া পাহাড়ের নাম বদলে হল ‘হাতাই কতর’। ককবরক দিবসে রাজ্যবাসীকে এই উপহার দিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এখানেই যথেষ্ট নয়, আজ তিনি ককবরকে ভাষণ দিয়ে উপস্থিত সকলকে গুণমুগ্দ করে তুলেছেন। অবশ্য, আজ প্রথমবার তিনি ককবরকে ভাষণ দিয়েছেন এমনটা নয়। শুক্রবার বিধানসভা অধিবেশনে এসটি, এসসি সংরক্ষণ দশ বছর বৃদ্ধি নিয়ে বিলের উপর আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী ককবরকে বক্তব্য রেখেছিলেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষ চাইলে যে কোন ভাষা শিখতে পারেন। তবে, সেই ভাষা মন থেকে গ্রহণ করতে হবে। তার জন্য মানসিকতার পরিবর্তন চাই। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় ৩২ শতাংশ জনজাতি অংশের মানুষের বসবাস। তাদের মধ্যে ২৯ শতাংশ জনজাতি ককবরকে কথা বলেন।

আজ ককবরক দিবসের অনুষ্ঠানে ককবরকে ভাষণ দিতে পেরে মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। তিনি মনে করেন, তাঁর এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে ককবরক ভাষার জনজাতিরা খুশি হবেন।

৪২তম ককবরক দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার আগরতলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে বড়মুড়া পাহাড়ের নাম বদলে হাতাই কতর নামের ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে বরাদ্দ অর্থ সঠিক রূপায়নের দাবি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।।** ব্রু শরণার্থীদের রাজ্যে পুনর্বাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ আর্থিক প্যাকেজ সঠিক ভাবে রূপায়নে দাবি জানিয়েছে ব্রু মথহ তথা কাসকাউ ও রাই পরিষদ।

রাজধানী আগরতলার মালঞ্চ নিবাসে ব্রু মথহ তথা কাসকাউ ও রাই পরিষদের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে নেতৃত্বরা দীর্ঘ ২২ বছর পর রাজ্যে ‘ব্রু শরণার্থীদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছে। ১৬ জানুয়ারি ব্রু-শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বারাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত সাহার উপস্থিতিতে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন সহ মিজোরাম সরকারের নিকট ঐ রাজ্যে অবস্থানরত রিয়াংদের আত্মসামাজিক উন্নয়নে উদ্যোগী হওয়ার ও আহ্বান জানানো হয় সাংবাদিক সম্মেলনে। এদিন সংগঠনের নেতৃত্বরা ওই ঐতিহাসিক চুক্তিতে ৬শ কোটি টাকার প্যাকেজ সঠিক ভাবে রূপায়নে দাবি জানিয়েছেন।

# পূর্ত ঘোটালায় ধৃত প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী বাদল চৌধুরী হাসপাতালে ভর্তি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।।** জেলের শৌচালয়ে পড়ে গিয়ে হাতে চোট পেয়েছেন পূর্ত ঘোটালায় অভিযুক্ত প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরী। তাঁকে আজ জি বি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বাদল চৌধুরীর শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। কেন তিনি পড়ে গেলেন তাঁর শারীরিক পরীক্ষা দেখা হবে অন্য কোন সমস্যা রয়েছে কিনা। তবে, আপাতত তিনি বিপদমুক্ত।

পূর্ত ঘোটালায় বাদল চৌধুরীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তিনি বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন। কারণ, দায়রা আদালত এবং ত্রিপুরা হাইকোর্টে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে। বাদলবাবুর স্ত্রী নমিতা গোপ জানিয়েছেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। তবুও তাঁকে জামিন দেওয়া হয়নি।

জেল সূত্রে খবর, গতকাল রাতে শৌচালয়ে গিয়ে পড়ে যান বাদল চৌধুরী। আজ সকালে জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে জি ভি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। খবর পেয়ে তাঁর স্ত্রী নমিতা গোপ, তাঁর ভাই ডাঃ অজিত চৌধুরী হাসপাতালে ছুটে যান। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শৌচালয়ে পড়ে গিয়ে বাদলবাবু বাম হাতে চোট পেয়েছেন। তাঁর হাতের স্ক্ল-রে করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, হাত ভাঙেনি। তবে, তিনি পড়ে গেলেন কেন, তার জন্য কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। চিকিৎসক জানিয়েছেন, বাদলবাবু বর্তমানে সুস্থই আছেন। তবে, চিকিৎসকদের নজরদারিতে তাঁকে রাখা হয়েছে। বর্তমানে তিনি জি বি হাসপাতালের ২০ নম্বর কেবিনে ভর্তি আছেন।

প্রসঙ্গত, আগামী ২১ জানুয়ারি বাদল চৌধুরীকে পুনরায় আদালতে তোলা হবে। এদিকে, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি জেল হেফাজতে তাঁর ৯০ দিন পূরণ হচ্ছে। আগামীকাল বাদল চৌধুরীর আইনজীবী আদালতে পুনরায় জামিনের আবেদন জানাবেন।

# আজও ককবরক ভাষার বিকাশ ঘটেনি ক্ষোভ প্রকাশ উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।।** রাজ্যে ককবরকের বিশিষ্ট লেখক এবং শিল্পীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ওই দিবস উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও ককবরক ভাষার আশানুরূপ বিকাশ না হওয়ায় আজ সন্ধ্যায় আগরতলা টাউন হলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া।

আজ সন্ধ্যায় আগরতলা টাউন হলে ৪২তম ককবরক দিবস উদযাপন উপলক্ষে ককবরকের বিশিষ্ট লেখক শিল্পীদের সম্বর্ধনা প্রদান ও সাংসৃকতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। ককবরক এবং সংখ্যালঘু ভাষা অধিকার এবং উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, ককবরক ভাষা স্বীকৃতির ৪২ বছর অতিক্রান্ত হলেও এই ভাষার আশানুরূপ বিকাশ ঘটেনি। তাই, এ-বিষয়ে এই ভাষার লেখক, বুদ্ধিজীবি সহ যুব সমাজকে ভাবতে হবে। তিনি সকল ভাষার লেখক ও গবেষকদের এই কাজে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ’পূর্বোদয়া’র সাধারণ সম্পাদক নিতি দেব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ককবরক ভাষা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক ডাঃ অতুল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী এবং ককবরক ও সংখ্যালঘু ভাষা অধিকারের অধিকর্তা সুনীল দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ দেন ট্রাইবেল রিসার্স এণ্ড কালচারেল ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ধনঞ্জয় দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ ৪২তম ককবরক ভাষা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত মরণিকা ’সাইমা’ এবং ’ইয়াকপাই’-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে ককবরকের বিশিষ্ট লেখক নরেন্দ্র দেববর্মাকে রাধামোহন ঠাকুর এওয়ার্ড, বিনয় দেববর্মাকে অলিন্দ্রলাল এওয়ার্ড এবং বিশিষ্ট জনজাতি লোকশিল্পী তরুবালা দেববর্মাকে মহেন্দ্র দেববর্মা মেমোরিয়াল এওয়ার্ড দেওয়া হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে জনজাতি সম্পদায়ের মেধাবি ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে একাংশ মানুষ নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরোধিতা করছেন : বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।।** ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে একাংশ মানুষ নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরোধিতা করছে। অন্তত, ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনে কৃতিত্ব নেওয়ার প্রতিযোগিতায় এমনটাই মনে হচ্ছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরোধীদের এইভাবেই বিঁধলেন বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যী।

ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন, শাসক

জোট আইপিএফটি সহ বিভিন্ন অ-বিজেপি জনজাতি রাজনৈতিক দল নাগরিকত্য(সংশোধনী) আইনের বিরোধিতায় ক্রমাগত আন্দোলন জারি রেখেছে। এমনকি, তাঁরা ওই আইনের বিরোধিতায় ত্রিপুরাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রয়াস নিয়েছিল। অথচ, ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের সিদ্ধান্তে তারাই কৃতিত্ব নেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন।

নবেন্দুবাবু বলেন, ব্রু

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১০২ ▫ ২০ জানুয়ারি ২০২০ ইং ▫ ৫ মাঘ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

## বেকারদের সামনে কঠিন সময়

বেকার সমস্যা সমাধানে বিজেপি জোট সরকার আন্তরিক নহেন এমন অভিযোগ কতখানি সত্যি তাহা নিয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে। একথা সত্যি যে, সরকার আর কর্মচারীদের বিরাট বোঝা নিতে আগ্রহী নহে। ইতিমধ্যে সরকারী চাকুরীতে পেনশন প্রথা বন্ধ হইয়াছে। বাম আমলেও যেসব সরকারী ক্ষেত্রে নিয়োগ হইয়াছে তাহাদের পেনশনের সুবিধা বাদ পড়িয়াছে। শুধু তাই নহে সরকারী চাকুরীর প্রথম কয়েক বছর নির্ধারিত বেতনই দেওয়া হয়। সোজা কথায় দেড় দশক আগেও যাহারা সরকারী চাকুরীতে যুক্ত হইয়াছেন তাহাদের স্কেল ও পেনশন উভয় সুবিধাই ছিল। বামফ্রন্ট আমল হইতেই সরকারী চাকুরীতে আনা সুবিধাই কাটছাঁট করা হইয়াছে। রাজ্যের বিজেপি জোট সরকার ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের শাসনে নয়া উদারীকরণ নীতির মারাত্মক প্রভাব পড়িয়াছে দেশবাসীর উপর। বিভিন্ন দপ্তরের স্থায়ী নিয়োগ তুলিয়া দিয়া আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ঠিকা প্রথায় লোক নিয়োগ করিতেছে কেন্দ্রের সরকার। নির্বাচনের আগে ভিশন ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি মতো প্রথম বছরে ৫০ হাজার শূন্যপদ পূরম চুক্তি বদ্ধ কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারও নিয়োগের মাধ্যমে সরকারের উপর বোঝা বাড়াইবার পক্ষে নহে। আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়াছে রাজ্যের জোট সরকার। প্রথম অবস্থায় বিদ্যুৎ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর দিয়া শুরু হইয়াছে। ইহাতে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের সামনে তৈরী হইতেছে অনিশ্চিত ভবিষ্যত।

আসলে সরকারের উপর হইতে কর্মচারী বেতন ইত্যাদি বিরাট বোঝা হইতে বাঁচিতে বিজেপি জোট সরকার নতুন পথ ধরিয়াছে। কেন্দ্রের মোদি সরকারের ঘোষিত নীতি চাকুরীতে স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ করিয়া আউট সোর্সিং এর নামে ঠিকেদারী প্রথা চালুর পথেই হটিতেছে কেন্দ্রের সরকার। দেশ জুড়িয়া বিশাল সরকারী কর্মচারীদের পাওনা মিটাইতে গিয়াই তো সরকারের দফারফা। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে সরকারী কাজের মান এবং উৎপাদন অনেক ভালই থাকে। একথা ঠিক, বেকারদের মধ্যে সরকারী চাকুরীর প্রতি আকর্ষণ প্রবল। কারণ, মাইনে ও সুযোগ সুবিধা ভাল থাকে। আজকাল বেসরকারী সংস্থায় প্রচুর বেকার চাকুরী করেন। তাহাদের কাজের দক্ষতায় বেতন হয়। ছুটিছাটা অন্যান্য সুবিধা খুবই সামান্য। সরকারও সেই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পথ ধরিয়াছে। আসলে, কেন্দ্রের মোদি সরকারের বেসরকারী ঝোঁক প্রবল। বিভিন্ন সংস্থা ক্রমেই নিলামে উঠিয়াছে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান বিক্রি হইয়া যাইতেছে। রেলের মতো প্রতিষ্ঠানও এখন বেসরকারী পরিচালনায় যাইতেছে। মোদি সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, দপ্তর সামান্য রুগ্ন হইলেই বিক্রি করিবার ধান্দায় মাতিয়া উঠে।

কেন্দ্রের মোদি সকার সরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে দরাজ হইতে নারাজ। যেখানে আউট সোর্সিং দিয়া কাজ চলিতেছে সেখানে সেই ব্যবস্থাই নেওয়া হইতেছে। ত্রিপুরার বিজেপি সরকারও সেই অনুসৃত পথেই চলিতেছে। রাজ্য সরকার সরকারী ক্ষেত্রে চাকুরীর বোঝা বাড়াইতে চান না। এই অবস্থার বিরুদ্ধে বামপন্থীরা, বামপন্থী চারটি সংগঠন সিআইটিইউ, ডিওয়াইএফআই, টিওয়াইএফ এবং ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির ডাকে গণডেপুটেশান উপলক্ষে জমায়েত ইত্যাদিতে সামিল হইতেছেন। আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ প্রথম শুরু হয় বিদ্যুৎ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরে। এর মাধ্যমে বেকারদের ভয়ংকর অবস্থার দিকে নিয়া যাইতেছে বলিয়া আন্দোলনকারীরা অভিমত দিয়াছেন। ঠিকা প্রথায় চাকুরীতে কোনও স্থায়ীত্ব না থাকায় তাঁহাদের সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যতই দেখা দিতেছে। এদিকে, একটি প্রতিবেদনে জানা গিয়াছে ভারতে কাজ না পাইয়া প্রতিদিন গড়ে ৩৫ জন বেকার আত্মহত্যা করিতেছে। একইভাবে লোকসানে ডুবিয়া গিয়া ছোটখাট কারবারীরা এই পথ বাঁচিয়া নিতেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্টে গভীর হতাশার চিত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সোজা কথায় দেশে বেকার সমস্যা তীব্রতর। বেকার আর ক্ষুদ্র উদ্যোগীর মতোই আত্মঘাতি হইতেছেন দেশের কৃষিজীবিরাও। দেশে কৃষি সংকটও চরমে উঠিয়াছে। সব মিলিয়া আগামী দিনে দুঃখ আর বেদনার মাঝেই দেশবাসীকে চলিতে হইবে। বেকার সমস্যার সমাধানে বিজেপি সরকারের সামনে আশ্চর্য্য কোনও প্রদীপ নাই। সমস্যা যেভাবে চারিদিক দিয়া বিদ্ধ করিয়াছে সেই অবস্থা হইতে যে সহসা মুক্তি নাই তাহাই স্পষ্ট হইয়াছে।

## কলকাতার বুকে তৈরী হচ্ছে আরও এক চিড়িয়াখানা

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি(হি.স):পশু প্রেমীদের জন্য সুখবরঊ খোদ কলকাতাতেই তৈরি হতে চলেছে আরও এক চিরিয়াখানা।আলিপুরের পাশাপাশি নিউটাউনেও এবার তৈরি হতে চলেছে চিড়িয়াখানা।

স্টেট জু অথরিটির সূত্রে খবর, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী আর্থিক বর্ষে নতুন চিড়িয়াখানা তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে।নিউটাউনের ইকো পার্ক সংলগ্ন ১০ একর জমির উপর বর্তমানে একটি হরিণালয় রয়েছে। সেখানেই এই নয়া চিড়িয়াখানাটি তৈরি করা হবে বলেই খবর। তবে,পূর্ণাঙ্গ চিড়িয়াখানা নয়, মিনি-জু হিসেবেই তৈরি করা হবে। মিনি জুতে থাকবে জিরাফ, জেব্রা, জলহস্তি, কুমির,এছাড়াও বিভিন্ন বিদেশি পাখিরাও। হরিণের জন্য আলাদা আলাদা খাঁচা তৈরি করা হচ্ছে। একটি খাঁচায় সম্বর, চিতল, বার্কিং ডিয়ার রাখা হচ্ছে। অন্যদিকে, নীলগাই, চিতল সহ অন্যান্য হরিণ রাখা হবে।

## নির্ভয়া কাণ্ডে ইন্দিরা জয়সিংয়ের আর্জির নিন্দায় সরব বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : নির্ভয়া কাণ্ডে দোষীদের ক্ষমা করে দেওয়ার আহ্বান জানানোর জন্য বর্ষীয়ান আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং-এর নিন্দায় মুখর হল বিজেপি।

সম্প্রতি নির্ভয়ার মাকে ধর্ষকদের ক্ষমা করে দেওয়ার আর্জি জানান আপ ঘনিষ্ঠ এই আইনজীবী। রবিবার এর নিন্দায় মুখর হন বিজেপি নেত্রী সরোজ পাণ্ডে। এদিন দলের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ইন্দিরা জয়সিং নিজে একজন মহিলা। পাশাপাশি আইনি নিয়মটাও তিনি ভালই বোঝেন, তা সত্বেও তাঁর এমন এমন আর্জি থেকে স্পষ্ট যে নির্ভয়ার মায়ের দুঃখ তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেনি। আম আদমি পার্টির সঙ্গে ইন্দিরার ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিধিত। কথা যত হবে তত বেশি মুখোশ খসে পড়বে। এমন ধরণের আর্জি করার আগে তাঁর একবার ভেবে নেওয়া উচিত ছিল। গোটা দেশের মানুষ মামলাটাকে নিয়ে ন্যায়ের অপেক্ষায় রয়েছে।

অন্যদিকে নির্ভয়ার মা আশা দেবী পাল্টা জানিয়েছেন, 'এমন ধরণের পরামর্শ দেওয়ার কে ইন্দিরা জয়সিং? গোটা দেশ চাইছে দোষীদের ফাঁসি হোক। এমন ধরণের মানুষের(ইন্দিরা) জন্য ধর্ষকরা উৎসাহ পাচ্ছে। এমন ধরণের পরামর্শ তিনি দেন কোনও সাহসে।'

## প্রতিবাদ এবার গঙ্গাবক্ষে

হাওড়া, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : অভিনব প্রতিবাদ গঙ্গাবক্ষে ঊ সাঁতার কেটে সিএএ এবং এনআরসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঊ রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই অভিনব প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন বেলুড়মঠ জেটি ঘাট থেকে হাওড়া রামকৃষ্ণপুর ঘাট পর্যন্ত সাঁতার কাটলেন সাঁতারু মুকেশ গুপ্তা।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে একমাসে বেশ কয়েকবার রাস্তায় নেমেছে তৃণমূল। মিছিলে হেঁটেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। একাধিক পদযাত্রায় সিএএ এবং এনআরসি-র বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন তিনি। এবার সেই প্রতিবাদ নামল গঙ্গাবক্ষেও ঊ রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই অভিনব প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হলেন সাঁতারু মুকেশ গুপ্তা।

# হাসিনা সরকারের গোঁসার চাপ ও ভারত

মোশারফ হোসেন

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনের পুণ্যপ্রভাতে তাঁর স্বপ্নের বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। এবং অনেককে অবাক করে দিয়ে ওই ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশের কেন্দ্রে নজিরবিহীনভাবে রাজনীতির কথা তুললেন। শুধু তুললেনই না, যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করলেন। সেই রাজনীতির বিষয়টির নাম সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ। ওই আইন নিয়ে এই মুহূর্তে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তাল। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের ভাবমূর্তি আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে, লজ্জিত হচ্ছে সংবিধানের মূল সুর বলে অভিযোগ উঠছে। ওই আইনটি প্রত্যাহারের দাবিতে ছাত্র-যুব থেকে শুরু করে সর্বস্তরের হাজার হাজার সাধারণ মানুষ পথে নেমেছেন। কেবল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলই নয়, বহু অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বহু অন্তঃপুরচারিণী গৃহবধূ, কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরাও সমান হয়তবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেশি সরব। সিএএ-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পথে নামা মানুষের ওপর প্রধানমন্ত্রীর দল বিজেপিশাসিত একাধিক রাজ্যে লাঠি, গুলি চলেছে। পুলিশের গুলিতে নয় নয় করে জনা তিনিশের কাছাকাছি সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অনেককে গ্রেফতার করে কারাগারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় না থাকা রাজ্যেও পুলিশকে নিয়ন্ত্রণের এক্তিয়ারকে ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের ওপর জোরজুলুম চালানো হয়েছে। মারমুখী পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে পর্যন্ত ঢুকে পড়াশোনার ব্যস্ত ছাত্রছাত্রীদের ওপর লাঠি, টিয়ার গ্যাস চালিয়েছে। এতসব করেও পরিস্থিতি নিজেদের মুঠোয় আনতে পারছে না মোদি সরকার। ফলে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের ব্যাপারে ঘরোয়া রাজনীতিতে যথেষ্ট চাপে রয়েছে বলাই যায়।

অপরদিকে, সম্ভবত বাইরের চাপেও বহু আলোচিত ওই আইনটি নিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী খানিক অবস্থান বদল করছেন। ব্যাপারটাকে কৌশলও বলা যেতে পারে। বিষয়টি অনেকটাই ধরা পড়েছে বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে তাঁর বক্তৃতায়। সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনটির মূল প্রতিপাদ্য এখন দেশের অতি সাধারণ মানুষেরও জ্ঞাত বিষয়। ওই আইনের মূল কথা হল-পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত হয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রিস্টান ও পার্সি সম্প্রদায়ভূক্ত যেসব মানুষ ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের এদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। সংসদে এ সংক্রান্ত বিলটি পেশ করার সময় থেকে আলোচনার প্রতিটি ধাপেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বার বার এই তিনটি দেশের নাম উল্লেখ করেছেন। তিন দেশেই ওই ছ'টি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ নির্যাতিত বলে দাবি করেছেন। সংসদের বাইরেও প্রধানমন্ত্রীসহ তাঁর দলের নেতামন্ত্রীরা একই কথা বার বার উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। সংসদের বাইরেও প্রধানমন্ত্রীসহ তাঁর দলের নেতামন্ত্রীরা একই কথা বার বার উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। যেখানেই সিএএ নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেখানেই গেরুয়া শিবিরের নেতারা এক নিঃশ্বাসে ওই তিনি দেশের কথা উল্লেখ করেছেন। এটাই দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।





আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ বাগ্মিতা দেশবিদেশে সুপরিচিত। কোথায় কোন কথা কী ভঙ্গিমায় বলতে হয়, তার প্রমাণ অসংখ্যাবার দিয়েছেন তিনি। কখন কোন বিষয়ে সরব হতে হয়, কখন নীরবতা অবলম্বন করতে হয়, সে ব্যাপারে তিনি বহু তাবড় রাষ্ট্রনেতাকে দশ গোল খাওয়ানোর হিম্মত রাখেন বলেই সাধারণের বিশ্বাস। সেই নরেন্দ্র মোদি গত ১২ জানুয়ারি বেলুড় মঠে সিএএ নিয়ে এত কথা বললেন, পাকিস্তানের নাম করে অত অভিযোগ তুললেন, কিন্তু বাংলাদেশের নামটি একটিবারের জন্যও উচ্চারণ করলেন না। নীরবতা অবলম্বন করলেন আফগানিস্তানের ব্যাপারেও। তা কি নেহাত অসচেতনভাবে? খেয়ালের বশে? গত প্রায় ছ'বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভারতের মানুষ তাঁকে দেখছেন, তামা তুলসী ছুঁয়ে বলেলেও একথা কেউ বিশ্বাস করবেন না। তাহলে?

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি গত ছ'বছরে যতবার বিদেশ সফর করেছেন, অতীতের কোনও প্রধানমন্ত্রী তাঁর ধারে কাছে আসতে পারেনি। এতবার এত দেশে যাওয়া, আলাপ আলোচনা করা, নানা মঞ্চে বক্তৃতা দেওয়া, সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদির আমালে ভারতের নির্ভরযোগ্য বন্ধুদের সংখ্যা কমেছে। বিশেষ করে প্রতিবেশী বলয়ে ভারত একের পর এক দীর্ঘকালের বিশ্বস্ত বন্ধুদেশকে তেমন সুদৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আটকে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তান তো তার জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের সঙ্গে বৈরিতা করে আসছে। একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বলে বলীয়ান হয়ে আমাদের চোখ রাঙাত। ইদানিং চিনকে পাশে পেয়ে পাকিস্তান আরও বেপরোয়া হয়েছে। সাড়ে চার দশক আগেই চিনের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়েছিল। ফের বছর দুয়েক আগে ডোকালামকে কেন্দ্র করে চিন তার ভারতবিরোধী অবস্থানের নতুন নমুনা দিয়েছিল। চিনা পণ্যের একটি বিরাট বাজারে পরিণত হয়েছে ভারত। কিন্তু ভারতকে চাপে রাখতে ওই দেশটির প্রয়াস অব্যাহত। আমাদের অরুণাচলের বিস্তীর্ণ এলাকাকে সেদেশের শাসকরা তাঁদের বলে দাবি করে থাকেন। অরুণাচলের কয়েকটি এলাকায় ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কেরা পা রাখলেও চিন ভ্রূ কোঁচকায়। দীর্ঘকাল ধরে ভারতের বিশ্বস্ত বন্ধু ভূটানের সুর ও ইদানিং অন্যরকম লাগছে। ভারতের বদলে চিনের সঙ্গেই তারা দহরম মহরম বাড়াচ্ছে। আর এক ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী দেশ নেপাল কয়েক বছর আগে বিশ্বের একমাত্র 'হিন্দুরাষ্ট্র'র তকমা ঝেড়ে ফেলে এখন গণতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। নেপালও আজকাল চিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছে। নেপালের বহু স্কুলের আজকাল চিনের ম্যান্ডোরিন ভাষা শেখানো হচ্ছে বলে খবর। চিন কর্তৃতাধীন বন্দর গড়ার পাশাপাশি ওসান বেল্ট ওয়ান রেড কর্মসূচিতে পাকিস্তানকে যুক্ত করার উদ্যোগ চিন আগেই নিয়েছিল সম্প্রতি নেপালকেও একই সূত্রে গাঁথার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। মায়ানমারে নৌবন্দর গড়ে তুলতে চিন উঠেপড়ে লেগেছে। শ্রীলঙ্কায় আগেই নোঙর গেঁছে রেখেছিল চিন। তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর বলতে গেলে চিনা মালিকানায় চলে গেছে। তার ওপর সম্প্রতি সাধারণ নির্বাচনে রাজপক্ষদের শ্রীলঙ্কার ক্ষমতায় ফেরা ভারতের অস্বস্তি বাড়ার পক্ষে যথেষ্ট। কারণ, রাজপক্ষ ভাইরা ঘোষিতভাবেই চিন সমর্থক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ভাই রাজপক্ষ শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে নিজের দাদাকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়েছেন। ফলে রাজাপক্ষ ভাইরা ঘোষিতভাবেই চিন সমর্থর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ভাই রাজাপক্ষ দাদাকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়েছেন। ফলে রাজাপক্ষ দাদা ভাইয়ের আমলে ওই দেশে চিন যে নিজের মর্জিমতো লাটি ঘোণাবে, তা বলাই বাহুল্য। আর এক বন্ধুদেশ ছিল মালয়েশিয়া। ইদানিং কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার ও বারতের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের সমালোচনা করেছে মালয়েশিয়া। ভারত ওই দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে পাম তেল আমদানি করে। ভারত পাম তেল আমদানিতে রাশ টানার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু তাতেও দমেনি মালয়েশিয়া। বলেছে, আর্থিক ক্ষতি হলেও ন্যায়ের পক্ষ থেকে সরতে রাজি নয় তারা। অর্থাৎ ওই দেশটিও আর ভারতের সঙ্গে আগের সম্পর্ক অটুট রাখতে চাইছে না। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চিন যে মালয়েশিয়ায় টোপ ফেলবে না তার কী গ্যারান্টি আছেহ তাহলে সামগ্রিক চিত্রটি কীরকম দেখা যাচ্ছে? ভারতের চারপাশটা ক্রমশ চিনের প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। আবার চিনও পাকিস্তানকে এড়িয়ে আফগানিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকায় ভারত ইরানের চাবাহার বন্দরে অর্থ ঢালছে। আরব সাগরের তীরের চাবাহার বন্দর হয়ে ভারত স্থলপথে আফগানিস্তানে যোগাযোগ করার লক্ষ্যেই এই বন্দরে বিপুল পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করছে। কিন্তু সম্প্রতি ইরানের সেনা কম্যান্ডার কাশেম সোলেমনিকে হত্যার জেরে ইরান মার্কিন সম্পর্ক এখন চরমে পৌঁছেছে। আপাতত ইরান ও আমেরিকা দুই দেশই ভারতের বন্ধু। দুই বন্ধুর ঝগড়ায় ভারতের একন শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র আশার আলো বলতে গেলে বাংলাদেশ। আমাদের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশীদের অন্যতম। বন্ধুদেশও। সেই বাংলাদেশও চিনের দিকে ঝুঁকে পড়লে ভারতের পক্ষে দম ফেলা কঠিন হবে। বাংলাদেশ সরকার বষিয়টি ভালোভাবেই বোঝা। তাই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের এক বন্ধনীতে ফেলায় ভারতের ওপর ক্ষুব্ধ ওই দেশ। বাংলাদেশেণ দাবি, সেদেশে সংখ্যালঘুদের (হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি) ওপর ধর্মীয় কারণে নির্যাতনের ঘটনা ঘটে না। অথচ ভারত ওই আইনে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশকেও একই পর্যায়বুক্ত করে দিয়েছে। এতে বাংলাদেশের ঘরোয়া রাজনীতিতে শাসক দল আওয়ামি লিগ চাপের মুখে পড়েছে। এর আগে অনআরসি'র নামে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের সেদেশে ফেরত পাঠানোর কথা বলে চাপে পড়েছিলেন আমাদের কর্তারা। বাংলাদেশে সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, ঠেলে পাঠাতে হবে না। অনুপ্রবেশকারীদের তালিকা দিন। আমরা অবশ্যই ফেরত নেব। ইদানিং ঘরের মাঠেই ব্যাপক চাপে এনআরসি'র ব্যাপারে আপাতত পিছু হঠেছেন মোদি শাহরা।

এবার সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ'র বক্তব্যের প্রশ্নে বাংলাদেশ পরোক্ষে তাদের গোঁসার কথা বুঝিয়ে দিয়ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতরের মন্ত্রীদের (বিদেশমন্ত্রী, বাণিজ্যিমন্ত্রী প্রমুখ) ভারত সফরের কর্মসূচি অনেক আগে থেকে চূড়ান্ত করা ছিল। ওই কর্মসূচিগুলির রূপায়ণে দু'পক্ষেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা ছিল। কিন্তু এদেশের সংসদে সংশোধিত নাগরিকত্ব বিলটি পাশ হয়ে আইনে পরিণত হওয়ার পরই বাংলাদেশর ওই মন্ত্রীদের ভারত সফর আচমকা বাতিল করে দেওয়া হয়। ভারত বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেও বাংলাদেশের মন গলাতে পারেনি। যদিও শেখ হাসিনার সরকার সরকারিভাবে একবারও জানায়নি তাদের মন্ত্রীদের সফর বাতিলের সঙ্গে ভারতের সিএএ-র সম্পর্ক রয়েছে। এমনকী মাত্রা কয়েকদিন আগেও 'জরুরি কাজে' মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার কথা বলে এক মন্ত্রীর এদেশে আসার আমন্ত্রণ বাংলাদেশ এড়িয়ে গেছে।

কিন্তু মজার এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি ঘটল গত ১২ ও ১৩ জানুয়ারি। ১২ তারিখে বেলুড় মঠের বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী সিএএ বিশয়ে বলতে গিয়ে বার বার কেবল পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের নির্যাতিত হওয়ার কথা উল্লেখ করলেন। বাংলাদেশের বা আফগানিস্তানের কথা ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করলেন না। দেখা গেল, ওই ঘটনার পরদিনই বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ভারত সফরে চলে এলেন। ভারতের আকাশবাণীর সঙ্গে বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার আদানপ্রদানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল। মোদিজির আমন্ত্রণে ১৪ তারিখে নৈশভোজে অংশ নিলেন বাংলাদেশের ওই মন্ত্রী। দুটো ঘটনা কি নেহাতই কাকতালীয়? নাকি একটির সঙ্গে অন্যটি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিযুক্ত?

তবে বিষয়টি যাই হোক না কেন, পরিবর্তিত এই পরিস্থিতি নতুন একটা প্রশ্নের অবতারণা করে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কেবল পাকিস্তানে নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের কথাই বলেছেড়। বিষয়টি যদি এমনও হয়, তিনি পূর্ব ও পশ্চিম দুই পাকিস্তানের কথা বলেছেন, তাহলে তো তা ১৯৭১ সালেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ বাংলাদেশ সৃষ্টির আগে পর্যন্ত নির্যাতিত হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টানদের নাগরিকত্বের জন্য সিএএ কার্যকর করা হবে। কিন্তু নতুন সংশোধিত আইনে যে রয়েছে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এদেশে আসো ওইসব ধর্মের মানুষেদের জন্য ওই সুযোগ মিলবে। মাঝের সেই ৪৩ বছরের মধ্যে ভারতে আসা লোকজনদের কী হবে? এরপর বাংলাদেশ যদি আরও চাপ দেয় তাহলে কি সিএএ'র আওতা থেকে ওই দেশটির নাম বাদ দেওয়া হবে?

এরকম হলে তো ১৯৭১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত বা তার পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে চলে আসা ওই ছয় ধর্মের লোকজন নতুন সমস্যায় পড়তে পারেন। এনপিআর বা এনআরসি-তে বাংলাদেশ থেকে আসার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে না। অথচ ওই ভোটারদের সমর্থন নিজের দলের দিকে টানার লক্ষ্যই তো ব্যাহত হবে। পশ্চিমবঙ্গের ভোটেও বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয় উঠতে পারে। অবশ্য ভবিষ্যৎই বলবে কী হবে, আর কী হবে না। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# বাংল গানের অহঙ্কার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

মানস চক্রবর্তী

আধুনিক বাংলা গান ও সিনেমা সঙ্গীতের অসাধারণ গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম হয় তিলোত্তমা কলকাতা মহানগরীর বুকে ৫ ডিসেম্বর, ১৯২৫ সালে, এক বর্ধিষ্ণু ও সাংস্কৃতিপ্রেমী পরিবারে। তাঁর পিতা ডা. গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদারের পৈত্রিক বাস্তুভিটা ছিল পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলায়, কিন্তু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপনার সুবাদে তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আসেন।

ছাত্রজীবন থেকেই গৌরীপ্রসন্ন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। বাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশে ছোট্ট গৌরীপ্রসন্ন পড়াশনার সাথে নেহাতই খেলার ছলে লিখতে শুরু করেন ছড়া-কবিতা। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি বালিগঞ্জ জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনের পাঠ শেষ করে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। তারপর এই প্রেসিডেন্স কলেজ থেকে বাংলা এবং ইংরাজী সাহিত্যে সসম্মানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করার পর কাব্য ও সাহিত্যচর্চাকেই জীবন ও জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন। পুরোপুরিভাবে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন বার্গদেবীর আধারণায়। লেখাই হয়ে ওঠে তাঁর নেশা ও পেশা। তিনি একাধিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। একইসঙ্গে তিনি ছিলেন গীতিকার, কবি উপন্যাসিক এবং চিত্রনাট্যকার। তাঁর লেখা ইংরাজী কবিতা বিদেশেও সমাদৃত। তিনি 'সানাই' এবং 'শঙ্খমন্ত্র' নামক দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন। এই দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক হৃদয় জয় করে নেয় এবং সাহিত্য সমালোচকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেয় অপন্যাস দুটির ঘটনার বিন্যাস এবং শব্দচয়নের মুন্সিয়ানার জন্য। তিনি মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' এবং কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এই কালজয়ী কাব্যগ্রন্থদুটির বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। তিনি সাহিত্যিক মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং সাহিত্যপ্রেমী মানুষজনেদের কাছে বিশেষভাবে সম্মানিত এবং পরিচিত হয়ে ওঠেন। বাংলা সিনেমার চিত্রনাট্য রচনাতেও তাঁর বাসলীল পদচারণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'হারানো সুর', 'বাবা তারকনাথ', 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা', 'দেয়ানেয়া', 'সূর্যতোরণ' প্রভৃতি 'সুপার-ডুপারহিট ' দর্শকধন্য বাংলা ছায়াছবিগুলির চিত্রনাট্য তিনিই রচনা করেছিলেন।



তিনি বেশ কিছু বাংলা লোকগীতির ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন এবং স্বদেশে ও বিদেশে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন। 'সিদ্ধার্থ' নামক একটি ইংরেজী ছায়াছবির জন্যও তিনি গান রচনা করেছিলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সাবলীলভাবে পদচারণা করলেও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বিশেষভাবে কীর্তিমান হয়ে ওঠেন বাংলা গীতিকবিতা রচনার জন্য গীতকবিতা রচনার এক নতুন দিককে তিনি উন্মোচিত করেছিলেন, তাঁর ভাবনা শব্দচয়ন দৃশ্যকল্প এবং বিন্যাসের মাধ্যমে। অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের কণ্ঠে একমাত্র রেকর্ডের গানটির গীতিকার হলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। গানটি হল 'আমার নতুন গানের নিমন্ত্রণে.........।' তিনি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গান লিখেছেন-হেমন্ত মুখ্যপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, শ্যামল মিত্র এবং নীতা সেন প্রমুখ সঙ্গীত পরিচালকদের জন্য। সমস্ত ধরনের গান রচনাতেই তিনি ছিলেন বিশেষভাবে পারদর্শী। তাঁর লেখা গানের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। গীতিকার হিসেবে তিনি বহুবার বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সম্মানিত এবং পরস্কৃত হল। কোনও কোনও শ্রেষ্ঠা পুরস্থার তিনি একাধিকাবার লাভ করেছিলেন। তাঁর লেখা 'শোনো একটি জুমিবরের থেকে'..... গানটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে জনসাধারণকে যেভাবে উদ্বেলিত করেছিলেন, তার নজির বিরল। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থান থেকে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি সংগীত ও সংস্কৃতিমূলক নানা তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। গীতা দত্ত, আরতী মুখোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, বনশ্রী সেনগুপ্ত প্রমুখ স্বনামধন্য গায়িকাদের জীবনের প্রথম প্লে-ব্যাক তাঁর লেখা গানের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত বডি বিল্ডিং অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

# বিশ্বভারতীর পড়ুয়াদের উপর হামলার ঘটনায় ধৃত আরও এক অভিযুক্ত

শান্তিনিকেতন, ১৯ জানুয়ারি(হি.স.): বিশ্বভারতীতে বাম পড়ুয়াকে মারধোরের ঘটনায় ধৃত ১ অভিযুক্ত। ঝাড়খণ্ড থেকে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে সুলভ কর্মকারকে । সে বিশ্বভারতীর ইতিহাস বিভাগের স্নাতক স্তরের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তার বিরুদ্ধে বাম সমর্থককে মারধরের অভিযোগ রয়েছে ।

বিশ্বভারতীতে বাম পড়ুয়াকে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার করা হল সুলভ কর্মকার নামে এক ছাত্রকে। তাকে আজ ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বিশ্বভারতীর ইতিহাস বিভাগের স্নাতক স্তরের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সুলভ কর্মকার ।ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল সুলভ ।এই ঘটনায় পুলিশ আগেই অচিন্ত্য বাগদি এবং সাবির আলিকে গ্রেফতার করেছিল। তারা এখন পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন, একটি টিম তৈরি করা হয়েছিল ঝাড়খণ্ড থেকে অপর এক অভিযুক্ত কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

১৫ জানুয়ারি, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাভবন হস্টেলে যায় কযেকজন বাম সমর্থক ছাত্র।বহিরাগত ছাত্ররা কেন হোস্টেলে এসেছে বলে প্রতিবাদ করে হোস্টেল আবাসিক ছাত্র সুলভ কর্মকার। অভিযোগ, প্রতিবাদ করায় উল্টে বাম ছাত্ররা চড়াও হয়।এই খবর পেয়ে বিশ্বভারতীর অপর দুই ছাত্র অচিন্ত্য বাগদি ও সাবির আলি বাম ছাত্র দের উপর হামলা করে। ঘটনায় জখম হন বাম ছাত্র সংগঠনের সমর্থক স্বপ্ননীল মুখোপাধ্যায় ও ফাল্গুনি পাল। কোনওরকমে তাঁদের উদ্ধার করে বিশ্বভারতীর পিয়ারসন মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ, হামলাকারীরা হাসপাতালে পৌঁছায়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সামনেই স্বপ্ননীল ও ফাল্গুনিদের উপর চড়াও হয় তারা ।বহিতাগতরা কেন আসছে বিশ্বভারতীতে তার প্রতিবাদ করাতেই বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা সুলভ কর্মকার নামে হোস্টেল এক ছাত্রকে মারধর করে ।পাল্টা সুলভের বিরুদ্ধেও পড়ুয়া মারধরের অভিযোগ দায়ের হয় ।

পরে বিশ্বভারতীর নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষীরা হাসপাতালের গেটে তালা লাগিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

## লেবাননে পুলিশ-বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে আহত ২২০ জন, আটক বহু

বেইরুট, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : লেবাননে চলমান বিক্ষোভে রাজধানী বেইরুটে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে এক সংঘর্ষে উভয়পক্ষে অন্তত ২২০ জন আহত হয়। সংঘর্ষে জড়িত থাকায় পুলিশ বেশ ক'জন বিক্ষোভকারীকে আটক করে।

খবরে বলা হয়, বিক্ষোভকারীরা বেইরুটের শহীদ চত্বরে সমবেত হওয়ার সময় পুলিশ তাদের বাধা দিলে সংঘর্ষ শুরু হয়। এসময় বিক্ষোভকারীরা পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছোঁড়ে। জবাবে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে জল কামান ব্যবহার করে ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। রাতভর এ সংঘর্ষে উভয়পক্ষে অন্তত ২২০ জন আহত হয়। এরমধ্যে ৮০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় জানায় রেডক্রস। সংঘর্ষে জড়িত থাকায় পুলিশ বেশ ক'জন বিক্ষোভকারীকে আটক করে।

গত বছর ১৭ অক্টোবর হোয়াটসঅ্যাপসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন কর আরোপের ঘোষণা দিয়েছিল লেবানন সরকার। এর পরপরই প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে দেশের জনতা। ক্রমেই এ বিক্ষোভ সরকার বিরোধী আন্দোলনে রূপ নিলে ২৯ অক্টোবর পদত্যাগের ঘোষণা দেন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরি।

হারিরি পদত্যাগের পরেও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের দাবিতে লেবাননে বিক্ষোভ চলছে। এদিকে বিশ্বব্যাংক হুশিয়ারি করে বলেছে, লেবাননের রাজনৈতিক সমস্যার শিগগির সমাধান না হলে দেশটিতে দারিদ্র্যের হার এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকে উঠে আসবে।

# বীরভূমে কলে জল নিতে বাধা তৃণমূল নেতার, অভিযোগ বিজেপির

নানুর, ১৯ জানুয়ারি(হি.স.): সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হতে দেখা গিয়েছে। যে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে এক তৃণমূল নেতা পানীয় জলের কলে জল নিতে আসা ভদ্রমহিলাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন, পাশাপাশি ওই তৃণমূল নেতা বলছেন, 'সব কল বন্ধ করে দেব উ ' পাশে এক ভদ্রলোক কথা বললে তাকে তিনি বলছেন, 'এ কি বলছিস। সরকার আমি। তাহলে চল এখান থেকে হাটদে।' আর এই ভাইরাল হওয়া ভিডিওকেই হাতিয়ার করে বিজেপি ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, 'বিজেপি সর্মথকদের জল নিতে বাঁধা দিচ্ছে তৃণমূল।'

ঘটনাটি ঘটেছে নানুর থানার থুপসারা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুরগ্রামে। বিজেপির বীরভূম জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল এই ভিডিওর পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগ করছেন, বিজেপি সমর্থকদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। হুমকি দিচ্ছেন স্থানীয় তৃনমূল নেতা দেবু মেটে। গ্রামে বিজেপি করলে কল থেকে জল নেওয়া যাবে না।' পাশাপাশি বিজেপির আরও অভিযোগ, ওই তৃণমূল নেতা নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে হুঁশিয়ারি দিয়ে পোষ্ট করেছেন, যে বিজেপি করবে তার মুখ ভেঙ্গে দেওয়া হবে।

ঘটনার পর বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেন। যদি না হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কিন্তু ছেড়ে দেবে না, সাধারণ মানুষ এর জবাবদিহি করবে। আর জবাবদিহি করতে গিয়ে যদি কোন অশান্তি হয় তাহলে প্রশাসন যেন মুখ না খুলে।"

যদিও নানুর ব্লক বিজেপির পক্ষ থেকে নানুর থানায় এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। প্রসঙ্গত গত বছর পুজোর নবমীর দিন এই কুরগ্রামের বিজেপি কর্মীর বাড়িতে বোমাবাজি করা হয়। সেই বোমাবাজির ছাপ এখনো বাড়ির দেওয়ালে রয়েছে। আগেও এই গ্রামে জলের কল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠছিলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

যদিও এই ভাইরাল হওয়া ভিডিওর ঘটনায় নানুরের তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কেরিম খান জানান, "আমাদের এক কর্মী মদ্যপ অবস্থায় গ্রামে চিৎকার করেছে শুনেছি। বাকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"হিন্দুস্থান সমাচার/ হেমাভ/ কাকলি

৫০০ বছর ধরে বাউল গানের আসর বসে অজয় নদের তীরে কেন্দুলি গ্রামে দুবরাজপুর, ১৯ জানুয়ারি(হি.স.): বাউল ফকিরদের নিয়ে বীরভূমের জয়দেব মেলা হাজার বছর ধরে জেলার ঐতিহ্যকে তুলে ধরে রেখেছে ভারতের মানচিত্রে। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে অজয় নদের তীরে কেন্দুলি গ্রামে কয়েকশো বাউল শিল্পীরা এসে জমায়েত হোন, সচরাচর পরিচিত জয়দেব মেলাকে কেন্দ্র করে। যার কারনে এই জয়দেব মেলা অনেকের কাছে বাউল মেলা নামেও পরিচিত। কিন্তু জানেন কি! এই সমস্ত বাউল ফকিররাই পরবর্তী তিন দিন বীরভূমের দুবরাজপুরের পাহাড়েশ্বরের পাশে থাকা দরবেশ পাড়ায় এসে জমায়েত হোন। এখানেও তিন দিন ধরে চলে বাউল গানের আসর। এই আসর নতুন কোনো ঘটনা না হলেও অনেকের কাছেই অজানা। রীতি মেনে বিগত ৫০০ বছর ধরে এই বাউল আসর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এখানে।

বীরভূমের দুবরাজপুরের পাহাড়েশ্বর বা মামাভাগ্নে পাহাড়ের পাশেই রয়েছে দরবেশ পাড়া। এই দরবেশ পাড়াতেই রয়েছে সাধক পুরুষ অটল বিহারী দরবেশের সমাধি। রীতি মেনে অর্থাৎ সাধক পুরুষ অটল বিহারী দরবেশের সমাধিস্থলে প্রতিবছর মাঘ মাসের ৩ থেকে ৫ তারিখ পর্যন্ত এই তিনদিন বসে বাউল গানের আসর। আর এই বাউল গানের আসরে অংশগ্রহণ করেন অজস্র বাউল শিল্পীরা। এই বাউল শিল্পীদের অংশগ্রহণে এই শহরে বাউলের আসরের সাথে জয়দেব মেলার রয়েছে সাদৃশ্য।

দরবেশে আসা বাউল শিল্পীরা বেশিরভাগই আসেন জয়দেব মেলা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই, জয়দেব মেলা প্রাঙ্গণ থেকেই, দরবেশ আগড়ায় বাউল আসরের এটাই রীতি। যে রীতি প্রাচীন জয়দেব মেলার সাথে দরবেশ বাবার আগড়ায় বাউল আসরের মেলবন্ধন তৈরি করে রেখেছে প্রাচীনকাল থেকেই। জয়দেব মেলা থেকে এই দরবেশ বাবার আগড়ায় আসার জন্য সাধুসন্ত, আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশদের নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য জয়দেব মেলা প্রাঙ্গণে যাওয়া হয় প্রতিটি আখড়ায় আখড়ায়। আর সেই নিমন্ত্রণ পেয়েই সাধুসন্ত, আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশরা বীরভূমের পাহাড়েশ্বরের পাশে থাকা দরবেশে চলে আসেন। জয়দেব মেলা সমাপ্তির পর জয়দেব মেলা প্রাঙ্গণ থেকে পায়ে হেঁটে বাউল গানকে সঙ্গী করে এই সমস্ত মানুষেরা জমায়েত করেন দরবেশ বাবার আগড়ায়।

বিগত ৫০০ বছরের এই রীতি অনুসারে মাঘ মাসের ৩, ৪ ও ৫ তারিখ দরবেশ বাবার আগড়ায় চলে বাউল গানের আসর। অনুষ্ঠানের সমাপ্তির দিন অর্থাৎ ৫ই মাঘ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে হয় সাধু সেবা, হয় ধুলোট। সাধুসন্ত, আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশদের নিয়ে হয় শহর পরিক্রমা।

দরবেশ বাবার আগড়ায় এই বাউল আসরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই আসরে শুধু বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্তের বাউল শিল্পীরাই আসেন তাই নয়, এমন কি ভিন রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বোকারো, ভিন জেলা বাঁকুড়া, মানভূম, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি নানান স্থান থেকে তারা আসেন। আর বাউল প্রেমিরাও ছুটে আসেন বিভিন্ন অঞ্চল, তাদের ভিড়ও থাকে চোখে পড়ার মত।

## দুর্গাপুর মহকুমা অ্যাথলিট চ্যাম্পিয়ান অ আ ক খ কালচারাল

দুর্গাপুর, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): আবারও দুর্গাপুর মহকুমা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হল অ আ ক খ কালচারাল ক্লাব।

উল্লেখ্য, শনিবার থেকে শুরু হয়েছে দুর্গাপুর মহকুমা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা। দুর্গাপুর ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিযোগীতার উদ্বোধন করেন দুর্গাপুর মহকুমাশাসক অনির্বান কোলে।

## মেয়রের মন্তব্যে প্রকাশ্যে কড়া প্রতিবাদ রাজ্যপালের, মমতাকে বললেন ব্যবস্থা নিতে

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.) : কেন্দ্রীয় সরকার 'সন্ত্রাসবাদী'-র মত কাজ করছে বলে কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম মন্তব্য করেছেন বলে অবিযোগ। এর কড়া প্রতিবাদ করলেন।

রবিবার রাজ্যপাল কলকাতার একটি হিন্দি দৈনিকে এ ব্যাপারে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিলিপি যুক্ত করে ট্যুইট করেন। তাতে লেখেন, ফিরহাদের এই মন্তব্য কেউ মেনে নিতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যপাল এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতেও আবেদন করেন ।উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যপাল তাঁর স্ত্রী-কে নিয়ে সব অনুষ্ঠানে যান বলে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি রাজ্যপালের সমালোচনা করেছেন। গতকাল রাজ্যপাল তার কড়া সমালোচনা করে বলেন, এটা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের "পারভার্ট" ধারনা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আত্মসমীক্ষা করা উচিত। এরপর এক দিন না কাটতেই মমতা-ঘনিষ্ঠ আর এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ।এ দিন শেখর গুপ্ত এবং ডিকে সিং নামে দুই বরিষ্ঠ সাংবাদিক রাজ্যপাল ধনকরের সাক্ষাৎকার নেন।

# করিমগঞ্জের সরকারি মেদা বিলের বহু পরিমাণের ভূমি কৌশলে দখল নেওয়ার চক্রান্ত, প্রতিবাদে উত্তাল নলুয়াগ্রাম

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তর করিমগঞ্জের সরকার অধিকৃত মেদা বিলের বিশাল পরিমাণের ভূমি 'কৌশলে নামজারি করে দখল নেওয়ার চক্রান্ত'কে কেন্দ্র করে প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠেছে উত্তর করিমগঞ্জের নলুয়াগ্রাম। প্রায় দু-হাজার জনতার প্রতিবাদী কর্মসূচির সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে যোগ দিয়ে সরকারি মেদা বিলকে ভূ-মাফিয়াদের হাত থেকে উদ্ধার করতে আন্দোলনে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ এবং করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আশিস নাথ।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মেদা বিলকে রক্ষণা-বেক্ষণের নামে বিশেষ কমিটি গঠনের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রদান করেছেন এলাকাবাসী। বলা হচ্ছে, সরকারি এই বিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হলে রুজি-রুটির অনিশ্চয়তায় পড়বেন বৃহত্তর এলাকার গরিব জনগণ। এদিকে আইনি প্রক্রিয়ায় ভূ-মাফিয়াচক্রকে জেলে ভরার হুমকি দিলেন আইনজীবী সেলিম আহমেদ।

গরিবের মুখের গ্রাস কাউকে কেড়ে নিতে দেবেন না, হুমকি দিয়ে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের আশ্বাসবাণী মাফিয়াদের হাত থেকে মেদা বিলকে রক্ষা করতে কোনও কৈফিয়তের ধার ধারবেন না তিনি। আজকের প্রতিবাদী জনগণের সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান আশিস নাথ বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর স্পেশাল ভিজিলেন্স সেলকে দিয়ে তদন্ত করাতে বিষয়টি দিশপুরের গোচরে আনবেন।

রবিবার উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকার নলুয়াগ্রামে অবস্থিত বিশাল জলাশয় তথা মেদা বিলকে কুক্ষিগত করতে একটি এক ভূ-মাফিয়াচক্র জালিয়াতির মাধ্যামে চক্রান্ত করছে বলে অভিযোগ তুলে বিলের মাঠেই এক বড় প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষ্ণনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের (জিপি) আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য নিসার আহমেদের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় মেদা বিলের পার্শবর্তী এলাকার জনগণের ভিড় উপচে পড়েছিল।

প্রতিবাদী সভায় অভিযোগ উঠে, এই বিলকে কুক্ষিগত করে মাফিয়াচক্র এলাকার গরিব মেহনতি মানুষের পেটে লাথি মারতে চাইছে। কারণ এই বিলের উপরই নির্ভরশীল বৃহত্তর এলাকার জনগণের রুজি-রুটি, পশু পালন, সবজির চাষ সব কিছু। তাই বিলটি ব্যক্তিগত মালিকানায় চলে গেলে বৃহত্তর এলাকার অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়ার পাশাপাশি এলাকার পরিবেশ স্বাভাবিক ভারসাম্য হারাবে বলে অভিযোগ উঠেছে আজকের প্রতিবাদী সভায়।

প্রতিবাদী সভায় মেদা বিলকে কুক্ষিগত করার যে চক্রান্ত হয়েছে তা স্ববিস্তারে তুলে ধরে বক্তব্য পেশ করেছেন মৃণালকান্তি ধর, কৃষ্ণনগর জিপি সভানেত্রীর প্রতিনিধি আব্দুল জলিল, আব্দুল বাসিত, সজলু আহমেদ তাপাদার, আব্দুল সত্তার, আশিক আলি, বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা রেহান উদ্দিন, আইনজীবী সেলিম আহমদ প্রমুখ। প্রতিবাদী সভার খবর পেয়ে ঘটনাসলে ক্রমান্বয়ে উপসিত হন সানীয় জেলা পরিষদ সদস্য শঙ্কর মালাকার, করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আশিস নাথ, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়সও।

তাঁরা প্রতিবাদী জনতার সুরে সুর মিলিয়ে দাবি করেন, কোনওভাবেই সরকারি বিলটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হতে দেবেন না। জনপ্রতিনিধিদেরকে পাশে পেয়ে মেদা বিলের পার্শবর্তী গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে বলেন, সুপ্রাকান্দি, ব্রাহ্মণশাসন ও কৃষ্ণনগর, এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তী বিশাল জলাশয়টি মেদা বিল নামে পরিচিত। এই বিলে ৩৩০ বিঘা ভূমি রয়েছে।

যা সম্পূর্ণভাবে সরকারি খাস ভূমি। প্রতি বছর এই বিল থেকে সরকার কয়েক লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় করে থাকে। তাছাড়া পশ্চাদপদ এই তিন জিপি এলাকার কম করেও ১৮ থেকে ২০টি গ্রামের গরিব জনগণের রুজি-রুটি এই বিলের উপর নির্ভরশীল। মাছ চাষ থেকে শুরু করে শুকনোর মরশুমে গৃহপালিত গরু, মহিষ, ছাগল ও শীতকালীন সবজি চাষ ইত্যাদি করেই জীবিকা নির্বাহ করেন কয়েক হাজার মানুষ। মেদা বিলের প্রথম খণ্ডের রফিনগর পরগণার দাগ নম্বর ২৪৮ খতিয়ানে এই বিলটি ২০১১-১২ সালে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে লিজ নেন এলাকার নিসার আহমদ। চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই লিজের মেয়াদ রয়েছে।

মোট ২৮ লক্ষ টাকার বিনিময়ে রাজ্য ফিশারি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের কাছ থেকে লিজ নিয়েছিলেন নিসারদ। কিন্তু একটি শক্তিশালী ভূ-মাফিয়াচক্র বিলটি কুক্ষিগত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতায় ভূ-মাফিয়াচক্রটি সুবিশাল এই সরকারি সম্পত্তিকে কৌশলে কবজা জমাতে চক্রান্ত করছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীরা তুলেছেন। গ্রামবাসীরা দাবি করেন, বিলটি ব্যক্তিগত মালিকানায় চলে গেলে হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বেন। সেই সঙ্গে পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্যও নষ্ট হবে।

সরকারি এই সম্পদটি রক্ষা করতে এলাকার সর্বস্তরের জনগণ শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও ভূ-মাফিয়া চক্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন, আজকের প্রতিবাদী সভায় হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। এতে যদি কোনও ধরনের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি দেখা দেয়, তা-হলে এর জন্য রাজ্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবে বলে সাফ জানিয়ে দেন তাঁরা।

এদিনের প্রতিবাদী সভায় নিসার আহমেদ মেদা বিলের অতীত প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বিলের ৩৩০ বিঘা ভূমির মিরাসদারী ছিলেন সুনীল কুমার দে পুরকায়স্থ ও আকবালুর রহমান চৌধুরী-সহ অন্যান্য মোট ১৭ জন। ১৯৬৮ সালের ১০ মার্চ সরকার মিরাসদারী ভেঙে জলাশয়ের ভূমিটি খাস ভূমি ঘোষণা করে রাজ্য ফিশারি বিভাগের আওতায় নিয়ে নেয়। পরবর্তীতে সরকারি মতে এই বিলটি হাত বদল হয়। দেওয়া হয় রাজ্য ফিশারি ডেভেলপ্টমেন্ট কর্পোরেশনকে। বর্তমানে এই ভূমি কর্পোরেশনের অধীনে রয়েছে। কর্পোরেশন নিয়মিত লিজ দেওয়ার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় করছে। এমতাবসায় বিগত ২০১৪ সালে রহস্যজনকভাবে একটি ভূ-মাফিয়াচক্র কর্পোরেশনকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে জেলার বহু আলোচিত সুতারকান্দির ভূমি জালিয়াতির ধাঁচে নিলামবাজারের তৎকালীন সহকারী ভূবাসন আধিকারিক তথা সার্কল অফিসার ধ্রুবজ্যোতি দেব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কানুনগো সুভাষ নাথকে ম্যানেজ করে বিলের বিলাল ভূমি নিজেদের নামে নামজারি করে দখল নেওয়ার চক্রান্ত করে। তবে নিসার আজকের প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেন, প্রয়োজনে এই জালিয়াতির বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে যাবেন। আর এতে প্রাক্তন সার্কল অফিসার ধ্রুবজ্যোতি দেব, কানুনগো সুভাষ নাথ সহ একাধিক সরকারি আমলা জালে পড়বেন, মন্তব্য করেন তিনি।

আইনজীবী সেলিম আহমেদ সুতারকান্দির ভূমি কেলেঙ্কারিতে জড়িতদের যে পরিণতি হয়েছে এই বিলের ক্ষেত্রেও তেমনটা করেই ছাড়বেন বলে হুঙ্কার ছুঁড়েন।

প্রতিবাদী সভায় উপসিত জনতার স্বাক্ষর সংবলিত একটি স্মারকপত্র জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে বিষয়টিতে সরকারি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন গ্রামের মানুষ।

এদিকে আজকের প্রতিবাদী সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি আশিস নাথ বলেন, বিষয়টি নিয়ে করিমগঞ্জ জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে এলাকাবাসীর বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত থাকার সুবাদে রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি জানাবেন। এছাড়া বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ ভিজিল্যান্স সেলকে দিয়ে তদন্ত করাতে তিনি সরাসরি বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেবেন বলে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করেন। এমন-কি এলাকাবাসী থেকে কোনও প্রতিনিধি দল চাইলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে নিয়ে যাবেন বলেও সকলকে আশ্বাস দিয়েছেন। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, গরিবের মুখের গ্রাস কাউকে কেড়ে নিতে দেবেন না। জনগণের স্বার্থে এই বিল রক্ষায় শেষ ব্যক্তি হিসেবে তিনিও লড়ে যাবেন, গ্রামবাসীদের প্রতিশ্রুতি দেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

## সঞ্জীবন লাভের আশায় কেঞ্জাকুড়ায় মুড়ি মেলায় ব্যাপক ভীড়

বাঁকুড়া, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): সঞ্জীবনী লাভের আশায় কেঞ্জাকুড়ায় সঞ্জীবনী মেলায় হাজির হাজার হাজার মানুষ নদীর চরে বসে মুড়ি মেলায় মাতলেন।

মুড়িকে কেন্দ্র করে যে, মেলা বসতে পারে তা কল্পনারও অতীত। অথচ বছরের পর বছর ধরে এই মুড়ি মেলা হচ্ছে বাঁকুড়া জেলার কেঞ্জাকুড়া সঞ্জীবনী মায়ের আশ্রমের কাছে দ্বারকেশ্বর নদীর চরে। মুড়ি হল বাঁকুড়ার ঐতিহ্যবাহী খাবারের একটি । রবিবার সকাল থেকে বসেছে মুড়ির মেলা ।স্থানীয় ভাবে প্রচলন রয়েছে - 'আমরা বাঁকুড়াবাসী/মুড়ি খাই রাশি রাশি। দেখে পায় হাসি। এই মুড়ি নিয়ে অসংখ্য কাব্য সাহিত্য রচনা করে ফেলেছেন বাঁকুড়া পন্ডিত মানুষেরা। মুড়ির ওই বিদ্রুপ শুনলে বাঁকুড়ার মানুষ এখন হীনমণ্যতায় ভোগেন না, বরং ঘাড় উঁচু করে গর্বিত হন। এই মুড়ি মেলাকে কেন্দ্র করে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। প্রতিবছর ৪ মাঘ বসে এই মেলা। এবারও রবিবার এই মেলা বসেছে জমজমাট করে। সকাল থেকে গোঁসাইডিহি, মনোহরপুর, ঘাসতোড়া, রায়নগর, বদড়া, শালডিহা, পিঠাবাইদ, ভালাইডিহা প্রভৃতি গ্রাম থেকে মানুষ মুড়ি বেঁধে নিয়ে আসেন দ্বারকেশ্বরের চরে। বালি সরিয়ে ছোট ছোট গর্ত করলে সেখানে জমে মিষ্টি এবং সুস্বাদু জল, স্থানীয় ভাষায় একে চূয়াঁ বলা হয় ।সেই চূয়াঁ থেকে জল সংগ্রহ করে মুড়িতে মেখে চলে খাওয়া-দাওয়া। বাড়ি থেকে বানিয়ে আনা হয় মুড়ি খাওয়ার নানা উপকরণ। চপ, পকোড়া, বেগুনি, আলু পোড়া, বেগুন- টমেটো পোড়ানো, সরষের তেল, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ কুচি ইত্যাদি। বালির উপর চাটাই পেতে তার উপর প্লাস্টিকের কভার বিছিয়ে কাগজ পাতা হয়। তারপর ঢালা হয় মাটির খোলায় ভাজা বাড়ির তৈরী মুড়ি। পরিবারের সকলে মিলে, কোথাও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে চলে মুড়ি খাওয়া। কার মুড়ি মাখা কেমন স্বাদ হয়েছে সে নিয়ে চলে বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশীদের মধ্যে মুড়ির আদান-প্রদান। চলে মুড়ি খাওয়ার প্রতিযোগিতাও। এভাবেই সারাদিন কাটিয়ে সঞ্জীবনী মায়ের আশ্রমে নরনারায়ণ সেবার খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করে সন্ধ্যার আগেই সকলে বাড়ি ফেরেন।

এই মেলার প্রচলন কখন হয়েছিল তা আজও অজ্ঞাত ।কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা বংশপরম্পরায় মুড়ি মেলায় এসে হাজির হন, এভাবেই কিংবদন্তী হয়ে উঠেছে মুড়ি মেলা। তবে সঞ্জীবনী আশ্রমকে কেন্দ্র করে একটি পরিচালন কমিটি গড়ে উঠেছে বছর ৩০ আগে।

কমিটির সম্পাদক সমীর কর্মকার বলেন, প্রতি বছর ১ মাঘ থেকে ৩ মাঘ পর্যন্ত আশ্রম প্রাঙ্গণে ২৪ প্রহর অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন হয়। ৪ মাঘ ধুলোটের দিন হয় কুঞ্জভঙ্গ। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এই কুঞ্জ ভঙ্গ অনুষ্ঠান দেখতে আসেন। সমীর কর্মকার বলেন, আগে হাঁটা ছাড়া যোগাযোগের আর কোনও উপায় ছিল না। তাই সকালে বেরিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যেত। বোধ হয় সে কারণেই সঙ্গে করে মুড়ি বেঁধে আনতেন প্রত্যেকেই দুপুরের খাবারের জন্য। এই করে মেলার উৎপত্তি বলেই সকলের ধারণা।

কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা নাগেশ্বর চন্দ বলেন, এই মেলায় এসে অনেক পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন অনেকেই। যেসব মেয়েরা অপর গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারেন না তারা বছর পরে সেই সব বন্ধুদের দেখা পান। অনেকে এই মেলায় এসে সই পাতান। এভাবেই চলে আসছে দারকেশ্বর নদের বালিয়াড়ির উপর বসা মুড়ি মেলা।

## ফেরি পরিষেবার আধুনিকীকরণ, অসম অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণকে ৬৩০ কোটি টাকা ঋণ বিশ্বব্যাংকের

গুয়াহাটি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যের ব্রহ্মপুত্র এবং অন্য নদীগুলিতে যাত্রীবাহী ফেরি পরিষেবাকে আধুনিকীকরণ করতে বিশ্ব ব্যাংক অসম অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ বিভাগকে ৬৩০ কোটি টাকার ঋণ দিয়েছে। রবিবার এই খবর দিয়ে বিভাগীয় জনৈক আধিকারিক জানান, 'বিশ্ব ব্যাংকের এই ঋণ পাওয়ায় অসম অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ বিভাগের অধীনে রাজ্যে ফেরি পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নত হবে।'

এর মাধ্যমে যাত্রাবাহী ফেরির সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে আধুনিক পরিষেবাও উপলব্ধ হবে বলে জানান আধিকারিক। তাঁর দাবি, ঋণের টাকায় সুসজ্জিত এবং মিতব্যয়ী ফেরি জল পরিবহণ পরিষেবা জনসাধারণের কাছে আরও বেশি ফলদায়ক হবে। মূলত যাত্রীদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে ফেরি পরিষেবাকে আধুনিকীকরণ করতে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, জানান আধিকারিকটি।

উল্লেখ্য, অসম অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ বিভাগের ফেরি পরিষেবাকে আধুনিকীকরণ করার জন্য গৃহীত প্রকল্পের মোট বাজেট ৭৭০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬৩০ কোটি টাকা দিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে অর্থ এবং অর্থনৈতিক পরিক্রমা মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিবের উপস্থিতিতে অসম অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ বিভাগ ও বিশ্ব ব্যাংকের ভারতে নিয়োজিত অধিকর্তা ঋণ-চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।

## ১৪৪ ধারা জারি করে পরিচালন সমিতির নির্বাচন

বাঁকুড়া ১৯ জানুয়ারি (হি. স): হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তিনদিন আগেই ঘটে গেছে রাজনৈতিক সংঘর্ষ। তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের জেরে চার জন জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, পুড়িয়ে দেওয়া হয় বিজেপির কার্যালয়।

এই সংঘর্ষের জেরে বড়জোড়ার চান্দাই গ্রাম সহ সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়, এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে জেলা প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে ।এই পরিস্থিতিতে আজ রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে হাই মাদ্রাসার ভোট ।মোট ৬টি আসনে তৃণমূলের সঙ্গে সরাসরি লড়াই হচ্ছে ।এক সময় সিপিএম এখানে প্রভাব বিস্তার করলেও এখন তা নেই ।৬১৩ জন ভোটার এদিন ৬ জন পরিচালন সমিতির সদস্য নির্বাচিত করবেন ।উত্তেজনা থাকলেও ভোটপর্ব শান্তিপূর্ণ।

## ২ নং জাতীয় সড়কে বিকল ট্রেলারের পিছনে ম্যাটাডোরের ধাক্কায় মৃত ২, আহত ১ জন

দুর্গাপুর, ১৯ জানুয়ারি(হি.স.): রাস্তার ওপর বিকল ট্রেলারের পিছনে ম্যাটাডোরের ধাক্কা। ঘটনায় মৃত্যু হল দুজনের। আহত হয়েছে ১ জন। রবিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে ২ নং জাতীয় সড়কের ওপর কাঁকসার বিরুডিহা এলাকায়। মৃতদের একজনের নাম চন্দ্রশেখর সিং(৩৫), বিকল ট্রেলারের খালাসী। ঘটনায় জানা গেছে, এদিন ভোরে বর্ধমান থেকে দুর্গাপুর গামী লেনে একটি ট্রেলার খারাপ হয়ে যায়। মেরামতের কাজ করছিল খালসী। ওই সময় পিছন থেকে পেঁয়াজ বোঝাই একটি ম্যাটাডোর সজোরে ধাক্কা দেয়। খবর পেয়ে পুলিশের টহলদারি গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্থ ৩ জনকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত বলে ঘোষনা করে। ১ জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## সৌমিত্র'র জীবনের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও আগে, ১৯৩৫ সালের ১৯ জানুয়ারি। দেশভাগ দেখেছেন আবার এক মিলেনিয়াম থেকে আর এক মিলেনিয়ামে যাত্রার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। মঞ্চ এবং পর্দা- দুটি মাধ্যমেই তাঁর নিয়মিত কাজে বয়স কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। শুধু বর্তমান প্রজন্ম নয়, আগামী আরও কয়েকটি প্রজন্মের অভিনেতাদের কাছে তিনি অনুপ্রেরণা।আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পেশাগত জীবন অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও বহু দেশী-বিদেশী পুরস্কার ও সম্মানে পরিপূর্ণ। তাঁর জন্মদিনে অভিনেতার পেশাগত জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ ৫টি ঘটনা একবার ফিরে দেখা-ঘোষক সৌমিত্রঅভিনেতা নয়, অল ইন্ডিয়া রেডিও-র ঘোষক হিসেবেই কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পেশাগত জীবন শুরু বলা যায়। তাঁর জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরের প্রশংসা পেতেন অল্প বয়স থেকেই। তার উপর কলেজ জীবন থেকেই মঞ্চাভিনয়ে হাতেখড়ি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের, যা তাঁর বাচিক দক্ষতা আরও বাড়িয়ে তোলে। অভিনয়ে তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু অভিনেতা হিসেবেই যে জীবনে তিনি এগোতে চান, সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শিশির ভাদুড়ির একটি নাটক দেখার পরে। কিন্তু যদি তাঁর পেশাগত জীবন ধরা যায়, তবে মঞ্চ বা পর্দা কোনওটিই নয়, রেডিওই ছিল তাঁর প্রথম পেশাগত মাধ্যম।সৌমিত্রকে নাকচ করেছিলেন সত্যজিত১৯৫৬ সালে যখন সত্যজিত রায় ''অপরাজিত''-র জন্য নতুন মুখের সন্ধান করছেন, তখনই প্রথম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয় এই বিশ্ববরেণ্য পরিচালকের। তখন বছর ২০ বয়স অভিনেতার, সদ্য কলেজ পাশ করেছেন। সৌমিত্রকে দেখে অপু হিসেবে পছন্দও হয়ে গিয়েছিল সত্যজিত রায়ের কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত সৌমিত্রর কাস্টিং নাকচ করেন তিনি। ''অপরাজিত''-র অপু চরিত্রে তিনি আরও কম বয়সী কাউকে চেয়েছিলেন। তার ২ বছর পরে সত্যজিত রায় যখন ''জলসাঘর''-এর শুটিংয়ে ব্যস্ত, তখন ওই শুটিংয়ে একদিন পরিচালকের সঙ্গে দেখা করতে যান সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। শুটিংয়ের ব্রেকে সত্যজিত ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেন- ''এ হল সৌমিত্র। আমার পরের ছবি অপুর সংসার-এ অপু চরিত্রে অভিনয় করছে।'' বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন অভিনেতা কারণ তিনি সেই প্রথম জানতে পারেন যে মনে মনে কাস্টিংটা ঠিক করে রেখেছিলেন সত্যজিত রায়।১৯৬১এই বছরটি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় জীবনে একটা মাইলস্টোন বছর। ওই বছরেই মুক্তি পায় তপন সিনহা পরিচালিত ছবি ''ঝিন্দের বন্দী''। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিতে সৌমিত্রকে প্রথম দর্শক পেয়েছিলেন একটি খল-চরিত্রে। যে অভিনেতা অপু হিসেবে দর্শকের মনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন, ''ক্ষুধিত পাষাণ'', ''দেবী'' অথবা ''সমাপ্তি''-তে যে সুদর্শন নায়ক ঝড় তুলেছেন মহিলা দর্শকের মনে, সেই অভিনেতাকে তপন সিনহা দিলেন একটি নিষ্ঠুর ভিলেনের চরিত্র। তখনও বাংলার দর্শকের সাহিত্য পড়ার অভ্যাস ছিল প্রবল। উপন্যাসে ময়ূরবাহনকে একজন অত্যন্ত সুদর্শন ও লম্পট যুবক হিসেবে বর্ণনা করেছেন শরদিন্দু। এমন একটি চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে যে কেউ ভাবতে পারেন, সেটাই ছিল আশ্চর্যের। অভিনেতার পেশাগত জীবনে তাই এই বছরটি খুবই তাত পর্যপূর্ণ।প্রথম ভারতীয় অভিনেতার ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান১৯৭০ সালে যখন ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, অভিনেতা সেটি প্রত্যাখ্যান করেন। এর কারণটি তিনি বিশদে বলেছিলেন আউটলুক পত্রিকাকে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ে বলেন, ওই সময়ে সরকার ভারতীয় চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য তেমন কিছুই করছিল না। তাই আলাদা করে একজন ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে ওই পুরস্কার আমি নিতে চাইনি। এর অনেক বছর পরে, ২০০৪ সালে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে পদ্মভূষণ-এ সম্মানিত কর হয়। কিন্তু যা অনেকেরই হয়তো অজানা তা হল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দুবার ফ্রান্সের দুটি সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হন।ক) ''অর্ডার দি আর্ট এ দে লেটার'' হল শিল্পীদের জন্য ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগত থেকে তিনিই প্রথম এই সম্মানে ভূষিত হন।খ) ''লিজিয়ঁ অফ অনার'' হল ফ্রান্সের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান, এদেশের ভারতরত্ন-র সমতুল্য। প্রথম ভারতীয় অভিনেতা হিসেবে২০১৮ সালে এই সম্মানে ভূষিত হন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বহু চরিত্রকে চিরস্মরণীয় করে গিয়েছেন পর্দায়। তিনি মানেই ''অপু'' আবার এখনও তিনি মানেই ''ফেলুদা'' বাংলার দর্শকের কাছে। কিন্তু সত্যজিত রায়ের ছবির বাইরে এমন দুএকটি ছবি এবং চরিত্র রয়েছে যার সংলাপ অথবা দৃশ্য, বাংলা চলচ্চিত্র জগতে কিংবদন্তি-স্বরূপ হয়ে রয়েছে। তার প্রথমটি অবশ্যই ''কোনি'' ছবির সেই বিখ্যাত সংলাপ- ''ফাইট কোনি ফাইট''। সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে এগিয়ে যাওয়ার উদাহরণ দিতে বাংলার পপুলার কালচারে এখনও এই সংলাপটি ঘুরে ফিরে আসে।আরও একটি সংলাপ দর্শকের মুখে মুখে ফেরে, যে সংলাপটি তাঁর নয়, কিন্তু ওই সংলাপটি বলা হয়েছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত চরিত্রের উদ্দেশে।

ছবিতে সেই সংলাপটি যতবার এসেছে, ততবারই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নীরব থেকেছেন আর তাঁর সেই নীরবতা যে কতটা মর্মভেদী, ওই চরিত্রটি যে কতটা অসহায়, যাঁরা ছবিটি দেখেছেন, তাঁরা কোনওদিনই ভুলতে পারবেন না। ছবির নাম ''আতঙ্ক'' এবং সংলাপ- ''মাস্টারমশায়, আপনি কিন্তু কিছু দেখেননি।'' তিনিই বড় অভিনেতা যাঁর অভিনয়ের জন্য সংলাপের প্রয়োজন হয় না! ঘটনাচক্রে ওই দুটি ছবিই মুক্তি পায় ১৯৮৬ সালে।ইদানীং প্যারালাল বা রিয়্যালিস্টিক ছবির কথা বারবার বলা হয়! কিন্তু আজ থেকে বহু বছর আগে এ ধরনের ছবি করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

## অজয় নন আরেক বলিউড নায়ককে ভালবাসতেন কাজল

এএনএম নিউজ ডেস্ক: ভারতের মুম্বাই শহরে জন্ম নেওয়া কাজল পরিচালক সমু মুখার্জী আর অভিনেত্রী তনুজার কন্যা এবং আভিনেতা অজয় দেবগণের স্ত্রী। কাজল ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক প্রাপ্ত আভিনেত্রীদের মধ্যে একজন। তিনি তার কর্মজীবনে বারোটি ফিল্মফেয়ার পুরষ্কার মনোনয়নের মধ্যে ছয়টি পুরষ্কার জয় লাভ করেছেন। কাজলের চলচ্চিত্র জীবনে অভিষেক হয় ১৯৯২ সালে তার মায়ের সাথে বেখুদি চলচ্চিত্রে।কাজল আর অজয় দেবগনের সম্বন্ধে বলিউডে কোনোদিন কিছু শোনা যায়নি। বরং তাদের জুটি আদর্শ বলে মনে করা হয়। বলিউডে অনেক জুটির জোট ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু তাদের জুটি এখন সেই হিমালয় পাহাড়ের মতই অটুট রয়েছে। কিন্তু কিছুদিন আগে কাজলের ঘনিষ্ঠ করণ জোহার যা বললেন তা শুনলে চমকে যাবেন।অজয় দেবগনের সঙ্গে সুখী দাম্পত্যে রয়েছেন কাজল। তাদের মধ্যে বোঝাপড়া বেশ ভালো। কিন্তু নায়িকার জীবনে অজয় আসার আগে নাকি অন্য এক নায়কের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল। বলিউডেরই এক নায়ক রীতিমতো ক্রাশ ছিলেন কাজলের। কিন্তু কাজল সে কথা প্রকাশ্যে কোনদিন বলেননি।এতদিন পরে সে কথা প্রকাশ্যে আনলেন কাজলের ঘনিষ্ঠ করণ জোহার। সম্প্রতি কপিল শর্মা শোয়ের অতিথি হিসেবে গিয়েছিলেন কাজল এবং করণ জোহার। সেখানে তিনি ফাঁস করেন ১৯৯১-এ মুক্তি ঋষি কাপুর অভিনীত ''হেনা''-র প্রিমিয়ার পার্টিতে অক্ষয় কুমারের সাথে কাজলের আলাপ হয়।করণের কথায়, ''হেনা''র প্রিমিয়ার পার্টিতে সারাক্ষণ অক্ষয়কে খুঁজে গিয়েছিলেন কাজল। অক্ষয় সে সময় ওর ক্রাস ছিল। আক্ষয়ের মাধ্যমেই কাজলের সঙ্গে আলাপ হয় আমার।আমিও কাজলের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিলাম। কারন সেই পার্টিতে অক্ষয়কে আর খুঁজে পায়নি কাজল। বরং বন্ধু হিসাবে আমি আর কাজল একে অপরকে খুঁজে পেয়েছিলাম''।যদিও অক্ষয়কে নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি কাজল। করণের কথা শুনে তিনি শুধু হেসেছেন।বলিউড মহলের একটা বড় আংশের মতে, তিনি যে অজয়ের প্রতি কমিটেড তাই যেন বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন কাজল। কাজলের মত খুব কম নায়িকা আছেন বলিউডে।কাজল চলচ্চিত্রে অভিনয় ছাড়া কাজের ফাকে সামাজিক কাজকর্মও করেন। তিনি বিধবা নারী এবং শিশু নীয়ে কাজের জন্যে খুব সুপরিচিত। এই কাজের জন্যে তিনি ২০০৮ সালে ''কর্মবীর'' পুরষ্কার লাভ করেন। এছাড়া জি টিভির রিয়েলিটি শো ''রক এন রোল'' অনুষ্ঠানের বিচারক এবং দেবগন এন্টারটেইনমেন্ট অ্যান্ড সফটওয়্যার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন তিনি।বলিউডের অন্যতম রিয়েল লাইফ জুটি কাজল ও অজয় দেবগণ। পথচলার ২০ বছর পার করেছেন তারা। বলা যায় ২০ বছরেও এতটুকু ফিকে হয়নি তাদের সম্পর্কের রসায়ন। নিজেদের ইমেজেও কোনও রকম আঁচ লাগতে দেননি তারা। বহু বছর পর ফের জুটি বেঁধে ফিরছেন বড় পর্দাতেও।দীর্ঘ একটি ফেসবুক পোস্টে কাজল লিখেছেন, ২৫ বছর আগে তাদের দেখা হয়েছিল ''হলচাল''-এর সেটে। তারপর কীভাবে অজয়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। কীভাবে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সবটাই খোলসা করেছেন তিনি। কাজল জানান, অজয়ের বাড়ি ছিল জুহুতে, আর কাজল থাকলেন দক্ষিণ বম্বেতে। ফলে দুজনের সম্পর্ক বেশিরভাগটাই গড়ে উঠেছিল গাড়িতে। কখনও কেউ কাউকে প্রপোজ করেননি। নিজেরা বুঝেই গিয়েছিলেন যে এবার সম্পর্কটায় পরিণতি দেওয়ার সময় এসেছে। বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন নয়ের দশকের হিট নায়ক-নায়িকা।দিও কাজলের বাবার সম্মতি ছিলোনা এতে। মেয়ের সঙ্গে ৪ দিন কথাও বলেননি তিনি। কিন্তু মেয়েও নাছোড়বান্দা।

অবশেষে বিয়ে হল। সংবাদমাধ্যমের চোখে ধুলো দিয়েছিলেন অন্য জায়গার ঠিকানা দিয়ে। প্রথমে পাঞ্জাবী, পরে মারাঠি মতে বিয়ে হয় অজয়-কাজলের। এত লম্বা বিয়ে চলছে দেখে অজয় পুরোহিতকে বারবার বলেছিলেন তাড়াতাড়ি সাত পাক শেষ করতে। এমনকি এর জন্য পণ্ডিতকে ঘুষও দিতে চান অজয়!

## ''একসঙ্গে না থাকলেও ভালবাসা যায়'', প্রাক্তনকে নিয়ে জানালেন কল্কি

বছর কয়েক আগে কল্কি কোয়েচলিন ও অনুরাগ কাশ্যপের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হয়। একটা সময় পর্যন্ত দুজনের মধ্যে দূরত্ব ছিল ঠিকই কিন্তু পরে দুজনে আবার ভাল বন্ধু হয়েছেন। দুজনেই নতুন সম্পর্কে গিয়েছেন। বর্তমানে মা হতে চলেছেন কল্কি। এই সময় করিনা কাপুর খানের চ্যাট শো-তে এসে কল্কি জানালেন প্রাক্তনকে নিয়ে তাঁর মনের অনেক কথা।১০৪.৮ ইশক এফএম-এর সেলিব্রিটি চ্যাট শো ''হোয়াট উইমেন ওয়ান্ট''-এ মহিলা তারকাদের সঙ্গে আড্ডা দেন করিনা কাপুর খান। কথায় কথায় উঠে আসে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও পেশাগত জীবনের বহু কথা। সম্প্রতি তেমনই একটি সেশনে এসেছিলেন কল্কি কোয়েচলিন আর সেখানেই উঠল অনুরাগ কাশ্যপের প্রসঙ্গ।কল্কি করিনাকে জানান, অনুরাগ ও তিনি দুজনে এখনও ভাল বন্ধু কিন্তু সম্পর্ক ভাঙার পরে আবারও সেই সৌহার্দ্য ফিরে পেতে সময় লেগেছিল। কল্কি বলেন, ''অনেকটা সময় লেগেছে ঠিকই কিন্তু আসলে আমরা দুজন দুজনের কাজের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। কাউকে খুব ভালবাসলেও সব সময় তার সঙ্গে থাকা হয়ে ওঠে না। কিন্তু একসঙ্গে না থাকতে পারলেও ভালবাসা যায়।''করিনার কাছে নিজেকে অনেকটাই উন্মুক্ত করেছেন কল্কি। প্রাক্তন স্বামী অনুরাগের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখার চেষ্টাও করেছেন অভিনেত্রী। কল্কি বলেন, ''তাছাড়া আমার মনে হয় সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ।তখন আমরা দুজনে যেন দুটো আলাদা টাইম জোনে বাস করছিলাম।

আমাদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল এবং সময় ঠিক আমাদের সঙ্গ দেয়নি। জীবনের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়।''কল্কির এই বিশ্লেষণে মুগ্ধ করিনা কাপুর খানও। একান্ত এই আড্ডায় কল্কি আরও অনেক কথা বলেছেন, তাঁর ছোটবেলা নিয়ে, মাতৃত্ব নিয়ে। সম্পূর্ণ আড্ডাটি রয়েছে ইউটিউবে ইশক এফ এম-এর চ্যানেলে। করিনা কাপুর খানের এই চ্যাট শো-টি সরাসরি সম্প্রচার হয় সোম থেকে শুক্র রাত ৮টা ও সকাল ১০টায়। তাছাড়া বিশেষ এপিসোডগুলি আপলোড করা হয় ইউটিউবেও।

## এবার দীপিকা কে ছেড়ে আলিয়ার দিকে হাত বাড়ালেন সঞ্জয়

এবার দীপিকা নয় এবার আলিয়া খবরটি ইতিমধ্যে আমরা জেনে ফেলেছি সঞ্জয়লীলা বানশালির নতুন সিনেমায় অভিনয় করছেন আলিয়া ভাট।ছবির নাম ''গাঙ্গুবাই কাঠিওয়াড়ি'' খবরটি বলি পাড়ায় পুরানো খবর। এই ছবিটি হুসেন জাইদির বিখ্যাত উপন্যাস ''মাফিয়া কুইন অফ মুম্বাই'' অবলম্বনে।এই কাহিনী মুখ্য চরিত্র গাঙ্গুবাই।তিনি গুজরাটের কাঠিয়ালের বসবাস করতেন।ছোটবেলাতেই তাঁকে জোর করে দেহ ব্যাবসাতে নামানো হয়। ছেলেবেলা থেকে গাঙ্গুবাই এর অভিনেত্রী হওয়ার ইচ্ছা ছিল। তবে মাত্র ১৬ বছর বয়সেই তিনি তাঁর বাবার এক কর্মচারীর প্রেমে পরেন আর তাকে বিয়ে করে মুম্বাই চলে আসেন। কিন্তু সেই ব্যাক্তি তাকে মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়।তিনি রাজত্ব করেন কামতাপুর এলাকায়। সেই সময়ে গাঙ্গুবাই বহু যৌনকর্মী ও অনাথ শিশুদের জন্য কাজ করেছিলেন।কিন্তু কোন মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি দেহ ব্যাবসা করাতেন না।তবে গাঙ্গুবাই এর চরিত্রে আলিয়াকে কেমন দেখাবে তা নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ ছিল না। অবশেষে সব জল্পনা কাটিয়ে সামনে এল আলিয়ার গাঙ্গুবাঈ এর লুক।তার সাথে মুক্তি পেল গাঙ্গুবাঈ এর নতুন দুটি পোস্টার।প্রথম ছবিটিতে গাঙ্গুবাঈ এর অল্প বয়স ধরা পড়েছে। লাল স্কার্ট, নীল ব্লাউজ, মাথায় দুটি বেনী,এক হাতে সবুজ কাচে চুরি,কপালে লাল টিপ। পোস্টারটিতে আলিয়াকে বেশ খোলামেলা দেখাচ্ছে। দ্বিতীয় পোস্টারটিতে গাঙ্গুবাঈ এর সম্পূর্ণ আলাদা রূপে ধরা পড়েছে। কালো কাজলে ভর্তি চোখ আর কপালে লালা টিপ।বেশ কঠিন মেজাজে ধরা দিয়েছে অভিনেত্রী।তবে জানা যাচ্ছে গাঙ্গুবাঈ চরিত্রে নির্দেশক প্রথমে বেছে নিয়েছিলেন রানী মুখার্জিকে। রানী না করায় আলিয়া ভাটকে বেছে নেওয়া হয়।

## *বাঙালির সব কালের ফ্যান্টাসি ফেলুদার আজ জন্মদিন*

আজ জন্মদিন আমাদের অপুর। ১৯৩৫ সালের ১৯ শে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন কালজয়ী অভিনেতা সমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর আদি বাড়ি বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কাছে কয়া গ্রামে। কিন্তু তাঁর পিতামহের আমল থেকেই তাঁরা নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে থাকতে শুরু করেন। তিনি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কৃষ্ণনগরের সেন্স জন্স বিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেন। তারপর হাওড়ার জিলা স্কুলে ভর্তি হন। তারপর সিটি কলেজ থেকে সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করেন।তাঁর সর্বপ্রথম কাজ সত্যজিত রায়ের ''অপুর সংসার''। এর আগে তিনি রেডিও তে আর মঞ্চে ছোট চরিত্রে অভিনয় করতেন। সত্যজিত রায়ের মোট ১৪ টি ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন।তিনি ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করে সব থেকেও বেশি খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি সত্যজিত রায়ের সোনার কেল্লা ও জয় বাবা ফেলুনাথে ফেলুদার ভূমিকার অভিনয় করেন। তিনি ৩০০ বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন।আজ তিনি পা রাখলেন ৮৫ তে। এখন ও পর্যন্ত তিনি অভিনয় করে যাচ্ছেন। বয়স বাড়লেও কমেনি তাঁর কাজের তাগিদ।মঞ্চে বা ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে এখুন মনে হয় কোনো তরুণ অভিনেতা দাঁড়িয়ে। আজ তাঁর জন্মদিনের পূর্ণ তিথিতে তাঁর আগামী ছবি শিবপ্রসাদ ও নন্দিতা রায় পরিচালিত বেলাশুরু ফার্স লুক মুক্তি পেল আজ। আজ এই বিশেষ দিনে নজরবন্দীর পক্ষ থেকে এই মহান অভিনেতা প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে পদ্মভূষণ,পদ্মবিভূষণ জাতীয় পুরস্কারের মত সম্মান।

## শিশু চলচ্চিত্র উৎসব, উদ্বোধনী ছবি ''হামিদ''

কলকাতায় শুরু হতে চলেছে নবম শিশু চলচ্চিত্র উতসব। ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে চলচ্চিত্র উতসব চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। শিশু কিশোর অ্যাকাডেমির তত্ত্বাবধানে পরিবেশিত হবে এই চলচ্চিত্র উতসব। এবছর ১০০টিরও বেশি ছবি দেখানো হবে। তার মধ্যে যেমন থাকবে ভারতীয় ছবি, তেমনই থাকবে বিদেশি ছবি। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, জার্মানি, মিশরের মতো অনেক দেশ থেকে ছোটদের জন্য বাছাই করা ছবি দেখানো হবে উতসবে।১৯ জানুয়ারি বিকেল ৫টায় নন্দনে শিশু চলচ্চিত্র উতসবের উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনী ছবি ''হামিদ''। ছবিটি পরিচালনা করেছেন আজাজ খান। ৬টা ১৫ মিনিটে এই ছবিটি দেখানো হবে। তার আগে এই ছবির খুদে অভিনেতা থালা আরশাদ রেশি চলচ্চিত্র উতসব উদ্বোধন করবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী ও গায়ক ইন্দ্রনীল সেন, পরিচালক সন্দীপ রায়, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বিবেক কুমার ও শিশু কিশোর অ্যাকাডেমির চেয়ারপার্সন অর্পিতা ঘোষ।

এছাড়া উপস্থিত থাকবেন হাঙ্গেরির পরিচালক লয়লা জোরদি।নন্দন ১, নন্দন ২ ও নন্দন ৩, রবীন্দ্র সদন, শিশির মঞ্চ, চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবন, অহীন্দ্র মঞ্চ, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন, রবীন্দ্র তীর্থ ও স্টার থিয়েটারে দেখানো হবে ছবি। বেঙ্গলি প্যানারোমা বিভাগে দেখানো হবে ''গোয়েন্দা জুনিয়র'', ''মিতিন মাসি'', ''সাগরদ্বীপে যকের ধন'', ''দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন'' ও ''মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি''। অ্যাডভেঞ্চার বিভাগে দেখানো হবে কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ''চাঁদের পাহাড়''। রেট্রোস্পেকটিভ বিভাগে দেখানো হবে স্টিভেন স্পিলবার্গের ''ইন্ডিয়ানা জোন্স: রাইড অফ দ্য লস্ট আর্ক'', ''ইটি'', ''দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ টিনটিন''; তপস সিনহার ''সফেদ হাতি'', ''সবুজ দ্বীপের রাজা''; নাগের কুকনুরের ''ইকবাল'', ''ধনক''। এছাড়া অনুষ্ঠানে একটি বই প্রকাশিত হবে। নাম ''ছোটদের ছায়াছবি পথের পাঁচালি''। ছোটদের বাংলা ছবির ইতিহাস নিয়ে লেখা হয়েছে বইটি। ২৩ জানুয়ারি ছোটদের জন্য একটি ক্যুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে।

## ওজন কমানো নিয়ে কিছু প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা

আজকাল আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আস্তে আস্তে স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠছে। আর সেই সঙ্গে চলছে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার নানান চেষ্টা। কারণ অতিরিক্ত ওজন বা ওবেসিটি যে হার্ট সমস্যা, ব্লাড সুগার, হাইপারটেনশনসহ নানা সমস্যার মূল কারণ তা আজ কারো অজানা নয়। একারণেই আজ অনেকেই ব্যায়াম, ডায়েট কন্টোলসহ নানা নিয়ম পালন করছে। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় এসব কিছুই কাজে আসছে না।

এর কারণ ওজন কমানো নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা। এ সব ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করতে পারলে ওজন কমানোটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। ব্যায়াম করলেই ওজন কমে, ডায়েটের দরকার নেই: অনেকে ভাবেন শুধু ব্যায়াম করলেই ওজন কমানো সম্ভব। জিমে গিয়ে ঘাম ঝরালে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের কোন দরকার নেই। খুবই ভুল ধারণা। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। আপনি হয়তো জিমে এক ঘণ্টা ব্যায়াম (নির্ভর করবে কী ধরনের ব্যায়াম করছেন তার ওপর) করে ১০০ থেকে ৩০০ ক্যালরি বার্ন করলেন। কিন্তু এক গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্ক বা একটা বার্গার খেলে আপনার শরীরে জমা হবে ১৫০০ থেকে ২০০০ ক্যালরি। অঙ্কটা কী এবার বুঝতে পারছেন? কাজেই শুধু জিমে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরালে কোনো লাভ হবে না। সেই সঙ্গে মেনে চলতে হবে হেলদি ডায়েট। ওয়েট ট্রেনিং করলে ছেলেদের মত পেশীবহুল শরীর হয়: এটা একটা মস্ত বড় ভুল ধারণা। অনেক মেয়েই জিমে গিয়ে ওয়েট ট্রেনিং এর জন্য ''না'' করে দেন এই ভেবে যে, ওয়েট ট্রেনিং করলে চেহারা ও বডি ছেলেদের মত মাসকুলার হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিকমত ওয়েট ট্রেনিং করলে কখোনোই বডি মাসকুলার হবে না। কারণ মেয়েদের মধ্যে পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরনের অভাব।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত সাইকেল র‍্যালিতে অংশ গ্রহণ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

# আজ থেকে গুয়াহাটিতে জাতীয় শিশুনাট্য সমারোহ, দিল্লি-মুম্বাই-সহ নয় রাজ্যের নাট্যদল করবে অংশগ্রহণ

গুয়াহাটি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামীকাল সোমবার ২০ জানুয়ারি থেকে গুয়াহাটির রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হবে অষ্টমবর্ষ জাতীয় শিশুনাট্য সমারোহ। চলবে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। নাট্য সমারোহে দিল্লি, মুম্বাই, কেরালা, ভূপাল-সহ কয়েকটি রাজ্যের পাশপাশি অসমের গুয়াহাটি, দরং, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি কয়েকটি জেলার মোট নয়টি শিশুনাট্য দল তাদের নাটক মঞ্চস্থ করবে।

এই খবর জানিয়েছেন গুয়াহাটি শিশুনাট্য বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি দিলীপকুমার বরা, সম্পাদক মানিক রায় এবং নাট্য সমারোহ উদযাপন সমিতির সভাপতি ডা. হিতেশ বরুয়া। বিস্তৃত তথ্য দিয়ে তাঁরা জানান, আগামীকাল ২০ জানুয়ারি সন্ধে ৫.৪৫ মিনিটে সাংস্কৃতিক মন্ত্রী নবকুমার দলে নাট্য সমারোহের উদ্বোধন করবেন। প্রথম রাতে মুম্বাইয়ে স্টোরি সার্কাস গোষ্ঠীর উল্কা ময়ূর রচিত ও পরিচালিত হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষার নাটক 'টিক-টক টেলস' পরিবেশন করা হবে। সঙ্গে শিশুনাট্য বিদ্যালয়ের মানিক রায় পরিচালিত 'বেলি ওলোয়ার সাধু' নাটকও মঞ্চস্থ হবে আগামীকাল রাতে।

এভাবে ২১ জানুয়ারি দিল্লির অর্কিড থিয়েটারের হিন্দি ভাষায় শহিদুল হক পরিচালিত নাটক 'দ্য অল্ড ম্যান' এবং দরঙের চর্চা নাট্যগোষ্ঠীর অসীমকুমার নাথ পরিচালিত 'বিড়াল তপস্বী' নাটক দুটি মঞ্চস্থ হবে। ২২ জানুয়ারি কেরালার রঙ্গপ্রভাত গোষ্ঠীর অভিষেক পিএস পরিচালিত মালয়ালম ভাষার 'ইংলিশ মিডিয়াম' এবং গুয়াহাটির মাইম অ্যাকাডেমির মইনুল হক পরিচালিত সংলাপবিহীন শিশু-নাটক 'ভয়েস অব সাইলেন্স' শীর্ষক দুটি নাটক প্রদর্শিত হবে। শিশুনাট্য সমারোহের শেষ দিন ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ভূপালের সুইস অন স্কারি আর্ট অর্গানাইজেশনের হিন্দি ভাষার নাটক তথা অভিষেক গার্গ পরিচালিত 'কঞ্চরাজ', গুয়াহাটির জিরসিং থিয়েটারের রবিজিতা গগৈ পরিচালিত 'টিকনি রজার সাধু' এবং গোয়ালপাড়ার বাদুংডুপ্পা নাট্যগোষ্ঠীর রাভা ভাষার নাটক 'গুণোৎসব' মঞ্চস্থ হবে। শিশুনাট্য সমারোহের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রকাশিত মৃণ্ময় ভূঞা সম্পাদিত 'অংকুর' শীর্ষক মুখপত্রের উন্মোচন করা হবে। তাঁরা জানান, প্রতিদিন সকাল ১০.৪৫ মিনিট থেকে আমন্ত্রিত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নাটক উপভোগের ব্যবস্থা থাকবে।

# মুম্বই ম্যারাথনে দৌড়তে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল বৃদ্ধের

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : রবিবাসরীয় সকালে মর্মান্তিক খবর উ ম্যারাথনে দৌড়তে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল বছর ৬৪ —এর এক বৃদ্ধের। ঘটেছে মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বইয়ে। বছর বয়সী ওই বৃদ্ধের নাম গজানন মালজালকার। তিনি ছাড়া আরও সাতজন আজ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। উদ্যোক্তাদের তরফে এই ঘটনায় গভীরভাবে দুঃখপ্রকাশ করার পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সাহায্য করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এদিকে এই বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রবিবার ছিল মুম্বই ম্যারাথন ২০২০ —এ প্রতিযোগিতা উ এই ম্যারাথনের সিনিয়র সিটিজেন বিভাগে নাম দিয়েছিলেন গজানন। এদিন অন্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে দৌড়ও শুরু করেন। কিন্তু, নির্ধারিত চার কিলোমিটার রাস্তা পেরোনোর পরেই আচমকা অচৈতন্য হয়ে রাস্তার ওপর পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বম্বে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভরতি করেন উদ্যোক্তারা। কিন্তু, সেখানকার কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গজানন ছাড়াও এই ম্যারাথন চলাকালীন আরও সাতজন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হিমাংশু ঠাক্কর(৪০) নামে এক ব্যক্তির অস্ত্রোপচার করা হয়। বাকিদের চিকিৎসা চলছে।

এই ঘটনায় গভীরভাবে দুঃখপ্রকাশ করে উদ্যোক্তাদের তরফে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এদিকে এই বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## হাওড়া-আমতা শাখায় মঙ্গলবার থেকে পাঁচ দিন ট্রেন চলাচল ব্যাহত ও বাতিল

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স): হাওড়া-আমতা শাখায় বাল্টিকুড়ি থেকে মৌড়িগ্রামের মধ্যে রেললাইন সম্প্রসারণের জন্য মঙ্গলবার থেকে বেশ কিছু পাঁচ দিন ট্রেন চলাচল ব্যাহত হবে। বাতিল করা হচ্ছে একগুচ্ছ ট্রেন।

মঙ্গলবার বাতিল ট্রেনগুলোর মধ্যে আছে ৩৮৯০৯ হাওড়া-আমতা লোকাল, ৩৮৯১১ সাঁতরাগাছি-আমতা লোকাল, ৩৮৯১৩ হাওড়া-আমতা লোকাল, ৩৮৪৪৯ হাওড়া-পাঁশকুড়া লোকাল, ৩৮৯১২ আমতা-হাওড়া লোকাল, ৩৮৯১৪ আমতা-হাওড়া লোকাল, ৩৮৯১৬ আমতা-সাঁতরাগাছি লোকাল, ৩৮৪৩৪ পাঁশকুড়া-সাঁতরাগাছি লোকাল প্রভৃতি।

বুধবার বাতিল ট্রেনগুলোর মধ্যে আছে ৩৮৯০৩ হাওড়া-আমতা লোকাল, ৩৮৯০৭ হাওড়া-আমতা লোকাল, ৩৮৯০৯ হাওড়া-আমতা লোকাল, ৩৮৯১১ সাঁতরাগাছি-আমতা লোকাল, ৩৮৯১৩ হাওড়া-আমতা লোকাল, ৩৮৪৪৯ হাওড়া-পাঁশকুড়া লোকাল, ৩৮৯০৮ আমতা-হাওড়া লোকাল, ৩৮৯১০ আমতা-হাওড়া লোকাল, ৩৮৯১২ আমতা-হাওড়া লোকাল, ৩৮৯১৪ হাওড়া-আমতা লোকাল, ৩৮৯১৬ আমতা-সাঁতরাগাছি লোকাল, ৩৮৪৩৪ পাঁশকুড়া-সাঁতরাগাছি লোকাল প্রভৃতি।বৃহস্পতিবার বাতিল ট্রেনগুলোর মধ্যে আছে ৩৮৯০৩ হাওড়া-আমতা লোকাল, ৩৮৯০৭ হাওড়া-আমতা লোকাল, ৩৮৯০৯ হাওড়া-আমতা লোকাল, ৩৮৯০৩ হাওড়া-আমতা লোকাল, ৩৮৯১১ সাঁতরাগাছি-আমতা লোকাল, ৩৮৯১৩ হাওড়া-আমতা লোকাল, ৩৮৪৪৯হাওড়া-পাঁশকুড়া লোকাল, ৩৮৯০৮ আমতা-হাওড়া লোকাল, ৩৮৯১০ আমতা-হাওড়া লোকাল, ৩৮৯১২ আমতা-হাওড়া লোকাল, ৩৮৯১৪ আমতা-হাওড়া লোকাল, ৩৮৯১৬ আমতা-সাঁতরাগাছি লোকাল, ৩৮৪৩৪ পাঁশকুড়া-সাঁতরাগাছি লোকাল প্রভৃতি।ওই অংশ দিয়ে ২১শে আগরতলা থেকে ছাড়া যে ১২৫০৪ আগরতলা-বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট হামসফর এক্সপ্রেস যাওয়ার কথা, তা বাল্টিকুড়ি-মৌড়িগ্রামের বদলে হাওড়া ষ্টেশন দিয়ে যাবে।রেলের এক বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

# শিলচরে নয় মাসের শিশুকে পালস পোলিও ড্রপ খাইয়ে কার্যসূচির সূচনা করেছেন কাছাড়ের জেলাশাসক

শিলচর (অসম), ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : শিলচরের সতীন্দ্রমোহন দেব সিভিল হাসপাতলে কাছাড়ের জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা আজ রবিবার ৯ মাস বয়সি শ্রেয়ানসকে দু ফোঁটা পালস পোলিও ড্রপ খাইয়ে পালস পোলিও টিকাকরণ কার্যসূচির উদ্বোধন করেছেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে জেলা যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সুদীপজ্যোতি দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব রায়, ডা. পি কে রায়, ডা. আশুতোষ বর্মণ, ডা. অজিত ভট্টাচার্য, সুমন চৌধুরীর পাশাপাশি স্বাস্থ্য দফতরের বিভিন্ন আধিকারিক ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কাছাড় জেলায় ০ থেকে ৫ বছর বয়সি আনুমানিক ২,৭৮,৬২১টি শিশুকে পালস পোলিও ড্রপের আওতায় আনা হয়েছে। পোলিও ড্রপের জন্য কাছাড় জেলায় ১, ২৯২টি বুথ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

এই বুথগুলির জন্য ৫,১১৪ জন কর্মীকে টিকার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী ২৫৭ জন বুথ স্তরের তত্ত্বাবধায়ক এই কাজের সঙ্গে জড়িত। বুথ স্তরের কার্যসূচি শেষ হয়ে গেলে বাদ-পড়া শিশুদের শনাক্ত করতে এবং তাদের টিকা প্রদানের জন্য সোম ও মঙ্গলবার ঘরে ঘরে গিয়ে পোলিও ড্রপ খাওয়ানো হবে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে।

এই কর্মযজ্ঞকে সফল করে তুলতে জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা অভিভাবকদের এগিয়ে এসে তাদের শিশুদের টিকা খাওয়ানোর জন্য অনুরোধ জানান। শিশুদের ভবিষ্যত পোলিও থেকে নিরাপদ রাখতে তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এগিয়ে আসার আবেদন জানান।

# গুজরাটে এসইউভি সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ নিহত পাঁচ

আহমেদাবাদ, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : বেপরোয়া পণ্যবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে এসইউভি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ। নিহত পাঁচ। রবিবার সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি গুজরাটের সুরেন্দ্রনগর জেলার আহমেদাবাদ-লিম্বডি হাইওয়েতে ঘটেছে। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আহতরা চিকিৎসাধীন হাসপাতালে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে এসইউভি গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এদিন এসইউভি গাড়িটি সোমনাথ থেকে আহমেদাবাদের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় লিম্বডি দেবপাড়া গ্রামের কাছে গাড়িচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে গাড়িটি ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে বিপরীত লেনে আসা ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে এসইউভি গাড়িটি পুরোপুরি দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া পুলিশকে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পাঁচজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকেরা। আহত বাকি পাঁচজনের চিকিৎসা চলছে। নিহতদের চিহ্নিত করা হয়েছে। নিহতরা হলেন, রাজশ্রী সুব্রহ্মমনিয়াম, গণেশ সুব্রহ্মমনিয়াম, ভবানী নাগেন্দ্র, অখিল প্রসাদ, কে সুব্রহ্মমনিয়াম।

# ১৩ দিনের লড়াই শেষে এসএসকেএম-এ মৃত্যু স্কুল ছাত্রীর

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স):প্রেম প্রত্যাখান করায় ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী অঙ্কিতা দেবনাথকে।আহত অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতাল ভর্তি করা হয় ওই ছাত্রিকে। তবে,শেষ রক্ষা হলনা। ১৩ দিনের লড়াই শেষে মৃত্যু হল অঙ্কিতার। সোনারপুরের চম্পাহাটি এলাকার বাসিন্দা অঙ্কিতা। গত ৭ জানুয়ারি স্কুল যাওয়ার পথে ওই ছাত্রী দেখে মার্কশিট বাড়িতে ভুলে ফেলে এসেছে। মার্কশিট নিতে বাড়ি ফেরে অঙ্কিতা। বাড়ির থেকে খানিক দূরে এবং স্কুলের কাছে অঙ্কিতার উপর ধারাল অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় নবম শ্রেণীর এক ছাত্র। এলো পাথাড়ি কোপানো হয় অঙ্কিতাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে, চম্পট দেয় হামলাকারীরা। গত ১২ জানুয়ারি অভিযুক্ত সন্দেহে কয়েকজনকে আটক করে সোনারপুর থানার পুলিশ। রবিবার অঙ্কিতার মৃত্যুর পর আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়েই হামলা করা হয়েছিল অঙ্কিতার ওপর, আনুমান পুলিশের।পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা অভিযুক্তের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দাবি জানিয়েছেন।

# পার্লারের আড়ালে অনৈতিক কাজ ,১৬ মহিলা সহ ধৃত ১৮ জন

দুর্গাপুর, ১৯ জানুয়ারী(হি.স.): পার্লার, স্পায়ের আড়ালে অনৈতিক কাজকর্ম। দীর্ঘদিন ধরে ওঠা অভিযোগের পর অভিযান চালালো কমিশনারেট পুলিশ। রাতভর অভিযান চালিয়ে ১৬ জন মহিলা সহ ১৮ জনকে গ্রেফতার করে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। রবিবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেয়। প্রশ্ন উঠেছে, ওইসব পার্লার, স্পা গুলির বৈধতা নিয়ে।

শিল্পশহরের বুকে দেড়শোরও বেশী পার্লার, স্পা রয়েছে। বাইরে বড় বড় হোর্ডিংয়ে ম্যাসাজ, ডিজাইনের হেয়ার কাটিং লেখা থাকলেও ভেতরের কাজকর্ম ছিল সন্দেহজনক। বেশীরভাগ পার্লার গুলিতেই অনৈতিক কাজকর্ম হয়ে থাকে বলে অভিযোগ। নিয়মিত বাইরে থেকে মেয়েদের নিয়ে এসে এখানে অনৈতিক কাজকর্ম চালানো হয় বলেও অভিযোগ। আর সেই সুবাদে বহিরাগত লোকজনেরও আনাগোনা বেড়ে উঠেছিল। শহরের প্রনকেন্দ্রে এধরনের কাজকর্মে পুলিশ প্রশাসনের ভুমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। শনিবার রাতে কমিশনারেট পুলিশের তিনটি থানা নিয়ে একটি বিশেষ দল অভিযান চালায়। এদিন দুর্গাপুরের অম্বুজা হাউসিং কলোনি এলাকায় ৩ টি পার্লার ,স্পায়ে হানা দেয় পুলিশ। ওই সব পার্লার থেকে ১৬ জন মহিলা সহ ২ জন পুরুষকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের রবিবার আদালতে তোলা হলে বিচারক ৩ জনকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। বাকিদের হোমে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এই প্রসঙ্গে ডিসি অভিষেক গুপ্তা জানান,' তিনজনকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। শহরের আরও কয়েকটি জায়গায় এধরনের কাজকর্মের অভিযোগ এসেছে। সেখানেও অভিযান চালানো হবে। তদন্ত চলছে

# শিলচরে এনআরএল-এর 'সক্ষম' সাইকেল দিবস

শিলচর (অসম), ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : নুমলিগড় তেল শোধনাগার (এনআরএল)-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'সক্ষম সাইকেল দিবস ২০২০'। রবিবারের এই কার্যক্রমে কয়েক শো সাইকেল চালক অংশ নিয়েছেন। দেশের প্রায় ২০০টি স্থানে অনুরূপ কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জ্বালানি সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা গড়তে 'আও সাইকেল চলাও' (এসো সাইকেল চালাই) শীর্ষক স্লোগানের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। সাইকেল আরোহীরা ৫ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করেছেন। শিলচরের পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে সাইক্লিস্টরা বেরিয়ে শহরের কাছাড় কলেজ, মধুরামুখ, রংপুর মাঠ হয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে আসেন।

আজকের 'আও সাইকেল চলাও' কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে র‍্যালির ফ্ল্যাগ অফ করেছেন জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা। কার্যক্রমে অন্যদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়, বিজেপি-র জেলা সাধারণ সম্পাদক কণাদ পুরকায়স্থ, জেলা ক্রীড়া সংস্থা (ডিএসএ)-র সভাপতি বাবুল হোড়, বিজেপি-র শহর মণ্ডল সভাপতি দীপায়ন চক্রবর্তী, এনআরএল-এর সিনিয়র সিজিএম (মার্কেটিং অ্যান্ড বিডি) বি আক্কা, এনআরএল-এর ডিজিএম (কর্পোরেট কমিউনিকেশন) মধুছন্দা অধিকারী।

কাছাড়ের জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা স্বাস্থ্যের পাশাপাশি পরিবেশের উপর সাইকেল চালানোর সুবিধার উপর জোর দিয়ে পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন। তিনি যুবকদের আরও বেশি সুবিধা উপলব্ধি করার লক্ষ্যে টেকসইয়ের ভিত্তিতে সক্ষম-এর অধীনে এ ধরনের অভিনব উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

এ উপলক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে এনআরএল-এর সিনিয়র সিজিএম বি আক্কা এই কার্যসূচি এবং নুমলিগড় তেল শোধনাগারের উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করেন। তাছাড়া পেট্রোলজাত সামগ্রী সংরক্ষণ সম্পর্কিত মাস জোড়া সচেতনতা অভিযানের অঙ্গ স্বরূপ আগামী ২ ফেব্রুয়ারি শিলচরে এক পদযাত্রা এনআরএল-এর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত করা হবে বলে জানান তিনি।

# মেহেন্দির রঙে সিএএ-র প্রতিবাদ জানাচ্ছে পার্ক সার্কাস

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.) : ১৩ দিনে পরলো পার্ক সার্কাস ময়দানে সংখ্যালঘু মহিলাদের বিক্ষোভ উ ৬ জানুয়ারি থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি-র প্রতিবাদে পার্ক সার্কাস ময়দানে অবস্থানে বিক্ষোভে সামিল বহু সংখ্যালঘু মহিলারাউ এবার প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে মেহেন্দিকে বেঁচে নিলেন বিক্ষোভকারিরাউ

ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে পার্কসার্কাসে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল আট থেকে আশির কয়েকশো সংখ্যালঘু মহিলা। প্রতিবাদীদের সংখ্যা গিয়ে দাড়িয়েছে ২০০ জনেরও বেশি উ সিএএ এনআরসি-র প্রতিবাদে হিসাবে হাতে মেহেন্দিতে নো এনআরসি, নো সিএএ, আজাদি লিখেছেন বিক্ষোভকারিরা উ বয়সেরও কোনও বাঁধা না মেনে প্রতিবাদে সামিল বহু মহিলা উ কেউ কেউ পরিবারের জন্য রান্না, করে সন্তানদের স্কুলে পাঠিয়ে ঘরের কাজ সেরে রোজই যোগ দেন পার্ক সার্কাসের অবস্থান বিক্ষোভে উ প্রতিবাদকারীদের কারুর হাতে জাতীয় পতাকা আবার কারুর হাতে ব্যানার কারুর হাতে পোস্টার উ মুখে রয়েছে স্লোগান। কেউ এসেছেন সদ্য হাঁটতে শেখা সন্তানের হাত ধরে কেউবা কোলে শিশু নিয়ে। সবার মুখে একটাই স্লোগান সিএএ, এনআরসি মানছি না, মানব না। পাশাপশি স্লোগান তুলেছে শিশুরাও উ প্রতিবাদ স্বরূপ মেহেন্দি পরেছে শিশুরাও। স্লোগানে স্লোগানে উতপ্ত পার্ক সার্কাসের গোটা চত্বরউ

# ফের বিতর্কের শিকার দীপিকা

কলকাতা,১৯ জানুয়ারি (হি.স):বিতর্ক যেন পিছু ছাড়াছেনা দীপিকা পাড়ুকোনের। "ছপাক" ছবির প্রচারে অ্যাসিড আক্রান্তের মেক-আপে টিকটক চ্যালেঞ্জ নেওয়ার আহ্বান জানান দীপিকা। অনেকেই সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ভিডিও আপলোড করে উ আর তারপর থেকেই বিতর্ক চালু হয় দীপিকাকে নিয়ে। নেটিজেনদের কটাক্ষের শিকার হন অভিনেত্রী।

জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রসংগঠনের সভানেত্রী আক্রান্ত ঐশী ঘোষের সঙ্গে দেখা করার পর থেকেই বিতর্কের শিকার হয়েছিলেন দীপিকা। এবার ছপাক ছবির প্রচারে অ্যাসিড আক্রান্তের মেক-আপ চ্যালেঞ্জে বিতর্কের শিকার হলেন তিনি।নেটিজেনদের অনেকেই প্রশ্ন ছুঁড়েছেন, অ্যাসিড আক্রমণের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা হচ্ছে নাকি?

প্রসঙ্গত, "ছপাক"-র গল্প অ্যাসিড দ্বারা আক্রান্ত লক্ষ্মী আগরওয়ালকে নিয়ে। যিনি মাত্র ১৬ বছর বয়সে অ্যাসিড দ্বারা আক্রান্ত হন। তার জীবনী নিয়েই মেঘনা গুলজারের ছবি 'ছপাক'উ লক্ষ্মী আগরওয়ালের চরিত্রে অভিনয় করেন দীপিকা । অ্যাসিডে আক্রান্ত হওয়ার পর যার মুখ, চোখ, কান আর আগের মতো নেই। আয়নার দিকে তাকালে নিজের কাছেই যেন এক আছেনা মানুষ নিজে। যত্রতত্র অ্যাসিড বিক্রি হওয়ার মতো বিষয় সামনে এনেছে এই ছবি। বারবার বহু মানুষে অ্যাসিড আক্রান্ত হওয়ার পরও অ্যাসিড বিক্রি নিয়ে নির্দিষ্ট আইন নেই ভারতে। এই সব ঘটনা উঠে এসেছে 'ছপাক'-এ। মাত্র ১৬ বছর বয়সে অ্যাসিড হামলা হয়েছিল লক্ষ্মীর উপর। বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় অ্যাসিড আক্রমণ হয়। ঝলসে যায় লক্ষ্মীর মুখ। এইসব ঘটনাই ফুটে উঠেছে ছবিতে।

# আমেরিকার ১৮০টি শহরে মহিলাদের পদযাত্রা

ওয়াশিংটন, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি ও নিউইয়র্ক সহ ১৮০টি শহরে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, সমমানের বেতন, অভিবাসন ও প্রজননের অধিকারের দাবিতে মিছিল বের করে মহিলারা। এই ধরনের মিছিল এই নিয়ে চতুর্থ বার হল। যদিও বিগত বছরের তুলনায় এবছর অনেক কম মহিলা পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন।

মহিলাদের প্রথম পদযাত্রা সময় যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প সদ্য রাষ্ট্রপতি হয়ে ছিলেন। সেবার বিপুল পরিমাণে পদযাত্রায় যোগ দিয়েছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মহিলারা। এমনকি ওয়াশিংটন ডিসি তে প্রায় এক মিলিয়ন মহিলা সহ পদযাত্রা হয়েছিল। সেবার বিপুল সংখ্যক মহিলা নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে পৌঁছলে ডোনা হিল তাঁদের সংবর্ধনা নিয়ে সেই মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

এবছরের পদযাত্রায় মহিলাদের সঙ্গে লসএঞ্জেলস ডাউনটাউনে প্রচুর পুরুষ এবং শিশুরাও সামিল হন। প্লাজা থেকে সেটি হল পর্যন্ত গিয়েছিল পদযাত্রা। ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নেভসামের স্ত্রী জেনিফার সেবল এবং মেয়র এরিক গ্যারাসেটি লস অ্যাঞ্জেলেসে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বন্দুক নিষিদ্ধ করার দাবিও তোলা হয় মিছিল থেকেউ একইসাথে মহিলাদের উপর যৌন হয়রানির হলে সেক্ষেত্রে মহিলদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা লেখা প্ল্যাকার্ডও ছিল তাঁদের হাতেউ

# নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলেন সাবিত্রীবাঈ

লখনউ, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : বহরাইচের প্রাক্তন সাংসদ সাবিত্রীবাঈ ফুলে কাশীরাম বহুজন সমাজপার্টি গঠন করেছেন। রবিবার চারবাগে অবস্থিত রবীন্দ্রালয় সভাঘরে তিনি নতুন দলের ঘোষণা করেছেন।

নতুন দল সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাবিত্রীবাঈ ফুলে জানিয়েছেন, এটি নিছক রাজনৈতিক দল নয়। এটি দলিত ও শোষিতদের অধিকার প্রদানের একটি সঙ্কল্প হিসেবে কাজ করবে।নতুন রাজনৈতিক দলে যারা সমাজ নিয়ে কাজ করতে চান তাদেরকেই যুক্ত করা হবে। নিজের দলকে শক্তিশালী করার জন্য প্রচারাভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের পরবর্তী বিধানসভায় অংশগ্রহণ করবে ফুলের এই দলটি। উল্লেখ করা যেতে পারে গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিতে তাঁকে প্রার্থী না করায় তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। সেখানেও হাইকম্যাণ্ডের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় তিনি কংগ্রেস ছেড়ে এবার নতুন দল গঠন করলেন।

## ফের চোট পেলেন শিখর ধাওয়ান

বেঙ্গালুরু, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): ফের চোট পেলেন শিখর ধাওয়ান উ রবিবার বেঙ্গালুরুতে সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হল তাঁকে। ধাওয়ানের বাঁ কাঁধে চোট লেগেছে। যা পরিস্থিতি তাতে ধাওয়ান আদৌ ব্যাট হাতে নামবেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

বেঙ্গালুরুতে আজ শিখর ধাওয়ানের নামা নিয়েও সংশয় ছিল। শেষপর্যন্ত মাঠে নামলেও অস্ট্রেলিয়ার পুরো ইনিংস মাঠে থাকলেন না টিম ইন্ডিয়ার 'গব্বর'। ফিল্ডিংয়ের সময় ফের চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হল তাঁকে। এদিন অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস চলাকালীন অ্যারন ফিঞ্চের একটি জোরাল শট রুখতে নিজের বাঁদিকে ডাইভ করেন শিখর। তাঁর শরীরের পুরো ওজন বাঁ কাঁধের উপর গিয়ে পড়ে। তাতেই চোট পান শিখর।

বোর্ডের তরফে একটি টুইট করে জানানো হয়েছে, ধাওয়নের কাঁধের এক্স-রে করা হচ্ছে। এই ম্যাচে তিনি আর খেলতে পারবেন কিনা, তা বোঝা যাবে এক্স-রে রিপোর্ট আসার পরই।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট হাতে গব্বরের নামা নিয়ে রীতিমতো সংশয় আছে। ধাওয়ান যদি শেষপর্যন্ত না খেলতে পারেন, তাহলে তা যে ভারতের জন্য বড় ধাক্কা হতে চলেছে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তেমন হলে রোহিত শর্মার সঙ্গে ফের লোকেশ রাহুলকেই ওপেন করতে পাঠানো হতে পারে।

## কাজিরঙায় গর্তে আবদ্ধ গণ্ডারকে উদ্ধার করলেন বনকর্মীরা

কাজিরঙা (অসম), ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে জল-কাদায় ভরতি গভীর গর্তে আবদ্ধ গণ্ডারকে উদ্ধার করেছেন বনকর্মীরা। হাতি নিয়ে অভিজ্ঞ বনকর্মীদের তত্ত্বাবধানে বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করে উদ্ধার করা হয়েছে পুরুষ প্রজাতির গণ্ডারটিকে।

রবিবার কাজিরঙার জনৈক বন আধিকারিক জানান, আজ ভোরের দিকে বংশ বৃদ্ধির তাড়নায় জাতীয় উদ্যানের বুড়াপাহাড় বনাঞ্চলের মাইতে ফরেস্ট ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় এক জোড়া পুরুষ ও মহিলা প্রজাতির গণ্ডার ছুটে বেড়াচ্ছিল। দৌড়োতে দৌড়োতে সংশ্লিষ্ট এলাকার ডিফলু নদীর পারে কাদায় ভরতি গর্তে পুরুষ গণ্ডারটি পড়ে গিয়ে আটকে যায়। কর্তব্যরত বনকর্মীরা ঘটনাটি দেখে রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসারকে জানান।

খবর পেয়ে দুটি হাতি-সহ অভিজ্ঞ বনকর্মীর এক দল নিয়ে ঘটনাস্থলে যান রেঞ্জার। তাঁরা গিয়ে গর্ত থেকে গণ্ডারটিকে উদ্ধার করতে অভিযানে নেমে পড়েন। গণ্ডারটিকে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে দুই হাতির সহায়তায় বিপদপন্ন গণ্ডারটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা।

# জলপাইগুড়িতে নদী থেকে উদ্ধার গৃহবধূর দেহ

হলদিবাড়ি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : জলপাইগুড়িতে নদী থেকে উদ্ধার মহিলার দেহ উ রবিবার নদী থেকে গৃহবধূর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দক্ষিণ ধরধরা পাড়া এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম মায়া মালপাহাড়ি (২৮)। গত বুধবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। রবিবার দুপুরে বাড়ি সংলগ্ন সুই নদী থেকে তাঁর দেহটি উদ্ধার হয়। মানিকগঞ্জ আউট পোস্টের পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# সংগঠনকে মজবুত করতে রাজ্যের এবিভিপি-কে দু'ভাগ, দায়িত্বে ফের সুদীপ্ত

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)কে মজবুত করতে আরএসএস এর মত এই শিক্ষার্থী সংগঠনকেও দু''ভাগে ভাগ করা হলউ

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্য কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তির ব্যাপারে অভিযোগ উঠেছে এবিভিপি-র বিরুদ্ধে ।রাজ্যের বিরোধী কিছু ছাত্র সংগঠন এর প্রেক্ষিতে এবিভিপি-কে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে। তার মোকাবিলাতেই সংঘের কায়দায় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে তৈরি হল এবিভিপি-র আলাদা রাজ্য কমিটি।

দক্ষিণবঙ্গের এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন শিবপুরের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির (আইআইইএসটি) বরিষ্ঠ অধ্যাপক সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক হলেন সুরঞ্জন সরকার। আর উত্তরবঙ্গে সংগঠনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আশিস মণ্ডল। সম্পাদক হলেন বিরাজ বিশ্বাস।

এ দিন গিরিশ পার্কে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রথীন্দ্র মঞ্চে সংগঠনের ৩৭তম রাজ্য সম্মেলন হয়। তাতে উপস্থিত ছিলেন এবিভিপি-র রাষ্ট্রীয় সম্পাদক (পূর্ব) সুনীল আম্বেদকর। এ দিনের আলোচনায় বক্তারা বলেন, এ রাজ্যে ভবিষ্যতে বিজেপি আসবে। তার আগে কঠিন লড়াই করতে হবে। চক্রান্ত করে বিশ্বভারতী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের সংগঠনের নাম জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে নেতারা অভিযোগ করেন।

# অবিশ্বাস্য কোহলি

বেঙ্গালুরু, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): অবিশ্বাস্য ক্যাচ নিয়ে ফের সংবাদ শিরোনামে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি উরবিবার বেঙ্গালুরুতে সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সময়শর্ট এক্সট্রা কভারে দাঁড়িয়ে থাকা কোহলি অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার প্রমাণ দিয়ে নিলেন মার্নাশ লাবুশানের ক্যাচ উ শূন্যে শরীর ভাসিয়ে ওই ক্যাচ তালুবন্দি করেন ভারত অধিনায়ক।

এদিনঅস্ট্রেলিয়া ইনিংসের ৩২তম ওভারের ভারতের বাঁহাতি স্পিনার রবীন্দ্র জাডেজার বলে ড্রাইভ করতে গিয়েছিলেন লাবুশানে। শর্ট এক্সট্রা কভারে ফিল্ডিং করছিলেন কোহলি। ডানদিকে শরীর ছুড়ে বল তালুবন্দি করেন কোহলি। লাবুশানেও যেন কিছুটা বিস্মিত হলেন। তারপর হাঁটা দিলেন ড্রেসিংরুমের দিকে। লাবুশানেকে ফিরিয়ে উচ্ছ্বসিত বিরাট মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করার ইঙ্গিত করলেন। তারপর টুপি খুলে দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন।

## বার্ষিক সম্মেলন

আটের পাতার পর

দ্বারা। কিন্তু ৩০শে মার্চ ২০২০ দিনটি কথা মনে হলে সত্যি বড় দুঃখ হয়। জানিনা কি অপরাধ ছিল আপনাদের। তবে মহামান্য সপ্রীমকোর্টের রায়ের উপর আমি কেউ না। তবে আপনাদের মঙ্গলকামনায় আছি আমি ও একজন।

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# বদরপুরের নবীনচন্দ্র কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী, সমাপন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত শিক্ষা ও মুখ্যমন্ত্রী

বদরপুর (অসম), ১৯ জানুয়ারি (হি. স.) : হাঁটি হাঁটি পা পা করে পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেছে করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরে অবস্থিত নবীনচন্দ্র কলেজ। এ উপলক্ষ্যে মহাসমারোহে উদযাপিত হচ্ছে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব। ইতিমধ্যে সুবর্ণজয়ন্তীর সমাপন অনুষ্ঠানের দিনও ঘনিয়ে এসেছে। সে অনুযায়ী আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিত হবে সমাপন অনুষ্ঠান।

সুবর্ণজয়ন্তীর সমাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের যথাযথ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে নিয়মিত বৈঠক করছেন সংশ্লিষ্ট উদযাপন কমিটির কর্মকর্তারা। তাঁদের কাছে জানা গেছে, সমাপন অনুষ্ঠানের প্রথম দিন ৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের আসার কথা ছিল। কিন্তু গতকাল মন্ত্রিসভা রদবদলের পর সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের হাত থেকে শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব চলে গেছে। এবা শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব ফের পেয়েছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাই নয়া শিক্ষামন্ত্রীকে আবার নতুন করে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এছাড়া সমাপন কার্যক্রমের যে কোনও একদিন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়ালও নাকি উপস্থিত থাকবেন বলে সম্মতি প্রদান করেছেন, জানান কর্মকর্তারা।

বদরপুরের নবীনচন্দ্র কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি অরুণ কুমার সেন, সাধারণ সম্পাদক ড় মর্তুজা হুসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল আবেদিন তাপাদাররা জানান, গত বছরের আগস্ট মাসে শুরু হয়েছিল সুবর্ণজয়ন্তীর কার্যক্রম। এর সমাপন অনুষ্ঠান হবে চলতি বছরের আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই ছয়দিন সমাপন অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, কুইজ, বিতর্ক, স্বাস্থ্য সচেতনতা, রক্তদান-সহ আরও কিছু কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন থাকবে সমাপনী অনুষ্ঠানমালায়। তাঁরা আরও জানান, কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, সীমিত ওভারের ক্রিকেট, হাই-জাম্প, লং-জাম্প, ক্যারাম, দাবা-সহ অন্যান্য খেলাধুলা। ৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে থাকবে দিনভর কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের নানা অনুষ্ঠান। এছাড়া পরেরদিন ৬ ফেব্রুয়ারি বদরপুরের নির্বাচিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার সান্ধ্য-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি শিলচরের সঙ্গীতশিল্পীদের পরিবেশন শেষে অন্তিম দিন ৮ ফেব্রুয়ারির সান্ধ্য অনুষ্ঠানে লোকগান পরিবেশিত হবে। শেষ দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের লোকগীতি জগতের তরুণ প্রজন্মের হার্টথ্রব আশিক তাঁর গান পরিবেশন করবেন। তাছাড়া শেষ দিন ৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টা থেকে আয়োজিত হবে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। সহযোগিতায় থাকবে ''বরাক ভ্যালি ভলান্টিয়ারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম''-এর করিমগঞ্জ জেলা কমিটি। অনুষ্ঠানমালায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের মিলন অনুষ্ঠান, সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

কমিটির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কয়েকজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। যাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কলেজের মূল ভূমিদাতা, হায়ার সেকেন্ডারি ও স্নাতক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য স্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রী, এ-অঞ্চলের কয়েকজন স্বনামধন্য প্রবীণ ডাক্তার, বরাকের দৈনিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক, বদরপুরের কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং বদরপুর প্রেস ক্লাব।

উল্লেখ্য, গত বছরের আগস্ট মাস থেকে কলেজের চলমান সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক তথা বদরপুর সদাশয় মানুষের সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রয়াসে প্রতিটি অনুষ্ঠান সুন্দর ও সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি আশা করছে, আগামী ছয় দিনব্যাপী সমাপন অনুষ্ঠানও সবার সহযোগিতায় সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে। সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত কয়েক মাস যেভাবে সকলে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা কামনা করেছেন, সেভাবে আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় সমাপন অনুষ্ঠানের নানা কার্যক্রমে সকলকে উপস্থিত থেকে এগুলোকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উদযাপন কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি অরুণ কুমার সেন, সাধারণ সম্পাদক ড় মর্তুজা হুসেন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল আবেদিন তাপাদার।

## মেগা স্বাস্থ্য শিবির

আটের পাতার পর

শান্তিপাড়া পুকুর পাড়ে সারাদিনব্যাপী বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করবেন। শান্তিপাড়া ঐক্যতান যুব সংস্থা ও কলকাতা আমরা হাসপাতালের যৌথ প্রয়াসে এই শিবির।

উক্ত শিবিরে অংশগ্রহণেডজন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ সকল অংশের জনগণের কাছে বিনীত আবেদন রাখছেন।

## বিহারে মানবশৃঙ্খল

আটের পাতার পর

লাগানো হবে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ক্রমাগত একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করবে বিহার সরকার। বিপুল পরিমাণে অংশগ্রহণের জন্য রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

অন্যদিকে ভোজপুরে আরায় রমনা ময়দানে আয়োজিত মানবশৃঙ্খলে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্রকিশোর সিনহা। এদিন তিনি বলেন, জল ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ গোটা বিশ্বে ইতিবাচক উদাহরণ হয়ে থাকবে।

প্রসঙ্গত এদিনের মানবশৃঙ্খলে সমাজের সকলস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। স্কুল, কলেজ পড়ুয়া থেকে কারখানার শ্রমিক। বাড়ির মহিলা থেকে কৃষকেরা সকলেই এই মানব শৃঙ্খলে অংশগ্রহণ করেন। এর আগে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে মাদকাশক্তি ও পণ প্রথার বিরুদ্ধে মানবশৃঙ্খল গড়ে তোলা হয়েছিল।

## মির্জা ফখরুল

আটের পাতার পর

সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুক, হাবিবুর রহমান হাবিব, যুগ্ম-মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, খায়রুল কবির খোকন, প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এনি, প্রকাশনা সম্পাদক হাবিবুল ইসলাম হাবিব, ঢাকা উত্তরের মেয়র প্রার্থী তাবিথ আউয়াল, দক্ষিণের মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেন প্রমুখ।ম

## ভলিবল প্রতিযোগিতা

আটের পাতার পর

কেন্দ্রকরে কৈলাসহরের আর কে আই স্কুল মাঠে উৎসব মুখর পরিবেশ গড়ে উঠে। খেলা শেষে ৪৬নং বিজিবি-এর সিইও কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম সংবাদ প্রতিনিধিদের সামনে বলেন, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অনেক আগে থেকেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ককে আরোও শক্তিশালী ও মজবুত করতে এই ধরনের প্রীতি ম্যাচ অনেক সহায়ক ভূমিকা নেবে। এবং দুদেশের সীমান্ত রক্ষীদের মধ্যে যত ভালো সম্পর্ক থাকবে ততোই দুদেশের সীমান্তে নেশা সামগ্রী পাচার বন্ধ থাকবে এবং সীমান্ত এলাকা শান্তিপূর্ণ থাকবে। এছাড়াও সংবাদ প্রতিনিধিদের সামনে বিএসএফ-এর বরিষ্ঠ অফিসার কেএস সুক্লা বলেন, আগামী দিনেও বিএসএফ ও বিজিবি-এর মধ্যে সম্পর্ক আরোও অটুট রাখার লক্ষ্যেই এই ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দিনেও এই প্রক্রিয়া জারি থাকবে বলেও জানান তিনি।

খেলা শেষে দুদেশের সীমান্তরক্ষীরা খাওয়া দাওয়া করে একে অপরকে উপহার সামগ্রী এবং মিষ্টি আদান প্রদান করে সাড়ে বারাটো নাগাদ পঁচিশ জনের বিজেপি প্রতিনিধি দল পুনরায় বাংলাদেশে চলে যায়।

# মিথিলা ও মৈথিলির উন্নয়নে অংশগ্রহণ করুন : ভোগেন্দ্র ঝা

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : কলকাতায় বসবাসরত মৈথিল সম্প্রদায়ের মানুষকে মিথিলা ও মৈথিলির উন্নয়নে আন্তরিকভাবে অবদান রাখার আহ্বান জানালেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী ভোগেন্দ্র ঝা উ কলকাতার মৈথিলি ভাষী সংগঠন মিথিলা সেবা ট্রাস্টের দুই দিনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে রবিবার বাগুইয়াটির জর্দা বাগানের বন্ধু মহল ক্লাব চত্বরে বিদ্যাপতি স্মৃতি উতবে তিনি বলেন, কলকাতায় মৈথিলি সম্পর্কিত অনেক সংগঠন রয়েছে তবে তাদের নিজেদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই উ যা চিন্তার বিষয় উ এদিন তিনি কলকাতায় মৈথিলিদের মধ্যে ঐক্য সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানান এবং এর জন্য কলকাতায় একটি কমিউনিটি হল গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা সংবাদ সংস্থা 'হিন্দুস্থান সমাচার' এর পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরো প্রমুখ সন্তোষ মধুপ উ সম্মেলনে তিনি বলেন, মৈথিলি সমাজকে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত এবং জাগ্রত বলে মনে করা হয়। আমাদের সামাজিক সচেতনতার ফলস্বরূপ আমরা যেখানেই যাই না কেন আমাদের সাংস্কৃতিক আলোর শিখা জ্বালাতে দ্বিধা করি না। তিনি আরও বলেন, মিথিলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মর্যাদা অক্ষুণ রাখা আমাদের দায়িত্ব।

মিথিলা সেবা ট্রাস্টের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক লক্ষ্মণ ঝা সাগর, অশোক ঝা ''ভোল'', প্রহ্লাদ সিং, রূপেশ তেয়থম, পার্থ সরকার, শিবচরণ শুক্লাসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। এদিনের অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে সমাজকর্মী জীবেন্দ্র মিশ্রকে বাবু সাহেব পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মিথিলা সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রমাকান্ত ঝা। এর আগে শনিবার, বার্ষিক উতবটি শুরু হয়েছিল সম্মিলিত হনুমান চালিশা পাঠের মাধেমে। এর পরে, ২৪ ঘন্টা অখন্ড নাম সংকীর্তন শুরু করেন মিথিলা সংকীর্তন মণ্ডলী। সংকীর্তন শেষে মিথিলা সেবা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে দরিদ্রদের কম্বল বিতরণ করা হয়। এরপর আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উ সেখানে সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে আনন্দ দিয়েছেন মৈথিলির প্রখ্যাত গায়ক, মাধব রায়, জ্যোতি প্রিয়া, হেমকান্ত ঝা, পিয়াসা, সরোজ চৌধুরী, নারায়ণ ঝা সহ সহকারীরা উ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মৈথিলি মঞ্চের সুপরিচিত সঞ্চালক রামসেবক ঠাকুর।

# আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি কাছাড় জেলা প্রশাসনের, জারি কিছু নির্দেশ

শিলচর (অসম), ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসকে স্মরণীয় করতে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করেছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। সে অনুযায়ী আগামী ২৬ জানুয়ারি ৭১-তম প্রজাতন্ত্র দিবসকে জেলায় সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে কাছাড় প্রশাসন বিভিন্ন কার্যসূচি হাতে নিয়েছে।জেলা প্রশাসন সূত্রের খবরে প্রকাশ, প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে শিলচর মহকুমায় 'স্বচ্ছ সুন্দর শিলচর' ক্যাটাগরির ওপর শ্রেষ্ঠ হিসেবে পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রজাতন্ত্র দিবসের বিবিধ অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সাফল্য করে তুলতে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি বিভাগকে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া আগামী ২৩ জানুয়ারির মধ্যে এই 'স্বচ্ছ সুন্দর শিলচর' ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক বিভাগকে নিজ নিজ কার্যালয় / ওয়ার্ড / সড়ক ইত্যাদির যাবতীয় বিবরণ বিভাগীয় দফতরে জমা দিতে বলা হয়েছে। তাছাড়া ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণকারীদের আগামী ২৩ জানুয়ারির মধ্যেই বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করতে বলেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'স্বচ্ছ সুন্দর শিলচর' ক্যাটাগরিতে জেলার সকল সরকারি কার্যালয়ের মধ্যে বাছাই করে তাদের স্বচ্ছ ও সবুজ কার্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেওয়া হবে। এই ক্যাটাগরিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং উচ্চ), স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠ জিএনএম, শ্রেষ্ঠ এএনএম, শ্রেষ্ঠ পিডব্লিউডি, শ্রেষ্ঠ পুরসভা এবং ইন্ডিভিজুয়াল অর্থাৎ স্বতন্ত্র ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ কৃষক, শ্রেষ্ঠ উদ্যোগী, শ্রেষ্ঠ মৎস্যচাষি, শ্রেষ্ঠ গুয়েভার / রিয়ারআর, শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক ও গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শ্রেষ্ঠ পুলিশ স্টেশন থাকবে।এদিকে অতিরিক্ত জেলাশাসক এক নির্দেশিকা জারি করে বলেছেন, আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে কাছাড়ের প্রত্যেক সরকারি কার্যালয়গুলোতে অন্য কেউ নন, কার্যালয়-প্রধানকে নিজে তাঁর কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলেছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক। এছাড়া ২৫ এবং ২৬ জানুয়ারি ২৪ ঘণ্টা একজন করে চতুর্থ শ্রেণির কর্মীকে কার্যালয়ে রাখতে হবে যাতে অবাঞ্ছিত কোনও না ঘটে। তাছাড়া আসন্ন ৭১-তম প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রত্যেক সরকারি কার্যালয়ে আলোকসজ্জা করতেও বলা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের জন্য কোনও আধিকারিক বা কর্মচারীর হেডকোয়ার্টার লিভ কোনওভাবেই গ্রাহ্য করা হবে না।

একই নির্দেশে সকল সরকারি কার্যালয়ের কাগজপত্রে ২০২০ সালের ২ অক্টোবর পর্যন্ত জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে লোগো ব্যবহার করতে রাজ্য সরকারের নির্দেশনা কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। কাছাড়ের সকল সরকারি কার্যালয়ে এই নির্দেশকে কার্যকরী করে তুলতে কাছাড়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক তাঁর নির্দেশে বলেছেন।

# সাঁই বাবার জন্মস্থান নিয়ে বিবাদ, বনধ শিরডিতে

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : রবিবার বনধের জেরে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যহত হল মহারাষ্ট্রের শিরডিতে। রাজ্যের সরকারের একটি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বনধ ডেকেছিল শিরডির গ্রামসভা। কিন্তু সাঁই বাবার মন্দির এদিন অন্য পাঁচটা দিনের মতোই খোলা ছিল। অন্যান্য দিনের মতোই বহু মানুষের সমাগম হয়েছিল। বনধের জেরে স্থানীয় দোকানপাট, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। পরিবহণ পরিষেবাও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে বিতর্কের সূত্রপাত্র মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের একটি ঘোষণাকে ঘিরে। যেখানে পারভানী জেলার পাথরিতে সাই জন্মস্থান হিসেবে চিহ্নিত করে পাথরির উন্নয়নের জন্য একশো কোটি টাকা বরাদ্দ করার ঘোষণা করেছিলেন। আর এর থেকে শুরু হয় বিতর্কের সূত্রপাত। শিরডি গ্রামসভার তরফে জানানো পাল্টা দাবি করা হয় যে সাঁই বাবার সঠিক জন্মস্থান জানা যায় না। ফলে পাথরি এমন দাবি করতে পারে না। রাজ্য সরকারের এই ঘোষণার প্রতিবাদে এদিনের বনধ। স্থানীয় বিজেপি নেতা সচীন তাম্বে পাটিল দাবি করেছেন যে বনধ সর্বাত্মক হয়েছে। বাণিজ্যিক কেন্দ্র, দোকানপাট, স্থানীয় পরিবহণ পরিষেবা বন্ধ ছিল। শিরডি পার্শবর্তী ২৫ গ্রামেও বনধ সফল হয়েছে।

## বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

শরণার্থীদের দুই দশকের অধিক সময় ধরে চলমান সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু, পূর্বতন সরকার সুযোগ থাকলেও সমাধানের উদ্যোগ নেয়নি। তাঁর দাবি, বর্তমান সরকার ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। ওই প্রস্তাবের ভিত্তিতে ব্রু শরণার্থীদের স্থায়ী সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হয়েছে।

তাঁর কটাক্ষ, এখন কয়েকজন ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারে প্রচারে নেমেছেন। ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনে কৃতিত্ব জাহিরে নেমে পড়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরায় বোঝা বাড়বে তাই তাঁরা নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরোধিতা করছেন। অথচ, ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন ত্রিপুরায় হোক তা তাঁরা চাইছিলেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ওই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়েছে।নবেন্দু বিদ্রুপ করে বলেন, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে একাংশ মানুষ নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরোধিতা করছেন। আসলে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিতে চাইছেন। রাজনৈতিক লাভালাভের প্রশ্নেই একাংশ স্বার্থান্বেষী মহল ওই অবস্থান নিয়েছেন, তোপ দাগেন তিনি।

# নিশ্চিত পরাজয় জেনে বিএনপি আবোল-তাবোল বলছে: ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ১৯।। বিএনপি লোক দেখানোর জন্য ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে এবং তাদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে আবোল-তাবোল বলছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

রোববার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক অনুষ্ঠানে বলেন, নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ, অযোগ্য। তারা কখনও নির্বাচন পরিচালনার যোগ্যতা রাখে না। তারা এমন একটা দিনে নির্বাচন দিয়েছিল যেদিন একটি বড় সম্প্রদায়ের বড় পূজা ছিল।এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে কাদের বলেন, তাদের এইসব আচরণ, কথাবার্তায় একটা বিষয় দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে - তারা যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে এটা লোক দেখানো, তারা নির্বাচনে জেতার টার্গেটের চেয়ে বড় লক্ষ্য হচ্ছে নির্বানটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা।ইভিএম নিয়ে তারা বিষোদাগার করছে, ইভিএমের বিরুদ্ধে যতোটা না তার চেয়ে বেশি হচ্ছে নির্বাচনকে বিতর্কিত করার জন্য। তারা ইভিএমকে বিতর্কিত করে তাদের নির্বাচনে পরাজয়ের যে আভাস সেটাকে এড়ানোর জন্য এ বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করছে।ওবায়দুল কাদের বলেন, আসলে তারা (বিএনপি) নির্বাচনটাকে বিতর্কিত করতে চায়, প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়, তাদের নির্বাচনে জেতার কোনো লক্ষণ নেই। পরাজয় নিশ্চিত জেনে তারা আজকে আবোল-তাবোল বলছে। কখনও নির্বাচন কমিশনকে, কখনও ইভিএম নিয়ে, কখনও সরকারের ভূমিকা নিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য রেখে যাচ্ছে। এগুলো আসলে নির্বাচনটাকে বিতর্কিত করার টার্গেট এবং সেটাই তারা করে যাচ্ছে।প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ফার্স ট্র্যাক প্রজেক্টের সভার বিষয়ে জানতে চাইলে সড়কমন্ত্রী বলেন, ফার্স ট্র্যাকে পদ্মাসেতু এবং মেট্রোরেল আছে; আমাদের দুটি প্রজেক্ট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অগ্রগতি ভালো। বঙ্গবন্ধু টানেল, মাতারবাড়ী, রূপপুর, পায়রা বন্দর নিয়েও আলোচনা হয়েছে।বড় প্রকল্পে সময়ও বাড়ে টাকাও বাড়ে- এ বিষয়ে কাদের বলেন, আমাদের আর টাকা বাড়ছে না।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনে চীনের আগ্রহের বিষয়ে রোহিঙ্গাদের ফেরা নিয়ে আশা কমে যাচ্ছে কিনা- প্রশ্নে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, আমাদের স্বার্থ ক্ষুণ করার মতো বিষয় এখনও দেখছি না। আমাদের স্বার্থ ক্ষুণ করার মতো কিছু হলে আমরা অবশ্যই অবজেকশন রাইজ করবো।থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে কাদের বলেন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং এমআরটি লাইন-৬ এর ৩ ও ৪ নম্বর প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছে ইতাল-থাই। এর অগ্রগতি নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে। তাদের আরো দ্রুত করতে বলেছি।ইতাল-থাইয়ের ফান্ড নিয়ে এক প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, তাদের নীতি গ্রহণ লেভেলের প্রতিনিধি মঙ্গলবার ঢাকা আসছেন। ফান্ডের বিষয়ে কোনো সমস্যা থাকলে তারা সমাধান করবে।

# গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত শাবানা আজমির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): এখন অনেকটাই ভাল আছেন গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত শাবানা আজমি। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিকে শনিবারের ওই দুর্ঘটনায় এই ট্রাক চালকের অভিযোগের ভিত্তিতে শাবানা আজমির গাড়ির চালক অমলেশ যোগেন্দ্র কামাতের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ উ

শনিবার মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পরে অভিনেতা শাবানা আজমির গাড়িউ গতকাল কাহলাপুরের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাঁর গাড়ি উ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অভিনেত্রী শাবানা আজমি এবং গাড়ির চালকউ অভিনেত্রীর মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হয়উ অভিনেত্রীকে উদ্ধার করে প্রথমে পানভেল-এর এমজিএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ পরে, তাঁকে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন অম্বানি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী।ওই গাড়িতেই ছিলেন শাবানা আজমির স্বামী জাভেদ আখতারউ তিনি সুরক্ষিত আছেনউ

রবিবার কোকিলাবেন অম্বানি হাসপাতালের তরফে চিকিৎসক সন্তোষ শেট্টি জানিয়েছেন, এখন অনেকটাই ভাল আছেন শাবানা আজমি। চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন তিনি। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে উ

শাবানা আজমিকে হাসপাতালে দেখতে যান বলিউডের একাধিক সেলিব্রিটিরা। হাসপাতালে যান অনিল কাপুর , তব্বু। দেখতে যান শিল্পপতি অনিল অম্বানি ও তাঁর স্ত্রী টিনা। দেখতে যান অভিনেতা-পরিচালক সতীশ কৌশিকও। শাবানার ছেলে ফারহানের বান্ধবী শিবানী ডান্ডেকরও।

পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের উপর থেকে যাচ্ছিল অভিনেত্রী শাবানা আজমির গাড়িউ পুণে থেকে মুম্বইয়ে ফিরছিলেন তাঁরাউ বিকেল ৩.৩০ মিনিট নাগাদ কাহলাপুরের কাছে অভিনেতার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েউ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক অভিনেত্রীর গাড়িতে ধাক্কা মারেউ গাড়িটির সামনের ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেউ এই ঘটনায় ট্রাক চালকের অভিযোগের ভিত্তিতে শাবানা আজমির গাড়ির চালক অমলেশ যোগেন্দ্র কামাতের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগ আনা হয়েছে।

# ব্যক্তিগত জীবন বিপন্ন, বাধ্য হয়ে রাজপরিবার ত্যাগ করলেন দ্বিতীয় এলিজাবেথের নাতি

লন্ডন, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): এ যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিহয়। লন্ডনে রাজপরিবারে ডায়না পর ছেলে হ্যারি ও স্ত্রী মেগান ত্যাগ করলেন রাজ উপাধি। ছাড়লেন পরিবারকেও। রাজকোষ থেকে টাকা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন বেশ কিছুদিন আগেই। ইংল্যান্ডের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের নাতি ও নাতবউ অব্যাহতি নিলেন ব্রিটেনের রাজকীয় দায়িত্ব থেকে।

আগেই অবশ্য জানানো হয়েছিল রাজপরিবার ত্যাগ করলে ত্যাগ করতে হবে উপাধিও সেই মতই রাজি হয়েছিলেন হ্যারি ও তার স্ত্রী মেগান। এক বিবৃতিতে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ জানিয়েছেন, 'অনেকদিন ধরেই আলোচনার পর আমার পৌত্র ও তার পরিবারের জন্য গঠনমূলক ও সহযোগিতামূলক পথ বের করতে পারায় আমি খুশি। গত দু''বছর ধরে তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে এবং কঠোর ভাবে তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে তা আমি বুঝতে পেরেছি ওদের জীবনের স্বাধীনতা কামনা করি'।

এর আগে রাজ পরিবার থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন হ্যারির মা ডায়নাও। চেয়েছিলেন প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদও। পাপারাতিদের কর্মকাণ্ডের ফলে তাদের জীবনে গোপনীয়তা প্রায় ছিল না বললেই চলে। এ ক্ষেত্রেও বেশ কিছুদিন ধরে তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও চলাফেরা ছাপা অক্ষরে বেরোচ্ছিল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। যার ফলে খানিকটা বিরক্তি থেকে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন হ্যারি ও তার স্ত্রী। সেই মতই মুক্তি চেয়েছিলেন এই নজরদারি থেকে। মামলা করেছিলেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে।

## কল্যাণ মন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে অতিথিগণ তাদের হাতে সম্বর্ধনা ও শংসাপত্র তুলে দেন।

# খেলা

## স্টিভ স্মিথের ১৩১, শামির চার উইকেট সিরিজ জিততে ভারতের চাই ২৮৭

একসময় মনে হচ্ছিল সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি পৌঁছে যাবে অস্ট্রেলিয়া। স্টিভ স্মিথ ও মার্নাস লাবুশানের জুটি তিনশোর ওপারে পৌঁছনোর ভিত গড়ে দিয়েছিলেন।কিন্তু তা হয়নি ভারতীয় বোলারদের জন্য। মহম্মদ শামি ৬৩ রান দিয়ে নিলেন চার উইকেট। ডেথ ওভারে নিয়মিত দিলেন ইয়র্কার। কোনও উইকেট না পেলেও ১০ ওভারে জশপ্রীত বুমরা দিলেন মাত্র ৩৮।রাজকোটে ফিরেছিলেন সেঞ্চুরির দোরগোড়া থেকে। মাত্র দুই রানের জন্য পৌঁছতে পারেননি তিন অঙ্কে। সেই আক্ষেপ বেঙ্গালুরুতে মিটিয়ে নিলেন স্টিভ স্মিথ। যা এল ১১৭ বলে, ১১টি চারের সাহায্যে। শেষ পর্যন্ত ১৩১ রানে থামলেন তিনি। মহম্মদ শামির বলে ডিপ মিডউইকেটে স্মিথের ক্যাচ দুরন্ত ভাবে ধরলেন শ্রেয়াস আইয়ার। তাঁর ১৩২ বলের ইনিংসে রয়েছে ১৪টি চার ও একটি ছয়।রাজকোটে ৩০ থেকে ৪০ ওভারের মধে উইকেট হারানোকে পরাজয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন স্মিথ। রবিবারও ওই সময়েই অজি ইনিংসেজোড়া ধাক্কা দিয়েছিলেন রবীন্দ্র জাডেজা। একইসঙ্গে ম্যাচে ফিরিয়েছিলেন ভারতকে। ৩২তমওভারে তিন বলের ফারাকে বাঁ-হাতি স্পিনার আউট করেছিলেন জমে যাওয়া মার্নাস লাবুশানে ও পিঞ্চহিটার হিসেবে নামানো মিচেল স্টার্ককে। তবে লাবুশানের আউটের জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য বিরাট কোহালির। সামনে ঝাঁপিয়ে অসামান্য দক্ষতায় ক্যাচ ধরেছিলেন তিনি। তৃতীয় উইকেটে ১২৭ রান যোগ করে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিলেন স্টিভ স্মিথ ও মার্নাস লাবুশানে। বিরাটের ক্যাচ ভেঙেছিল সেই জুটি। তিন বল পরেই আউট মিচেল স্টার্ক। ঝড় তুলতে নামানো হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু মারতে গিয়ে জাডেজার বলে ডিপ মিড উইকেটে ক্যাচ দিয়েছিলেন তিনি।১০ ওভারে ৪৪ রানে দুই উইকেট, জাডেজা নিজের দায়িত্ব পালন করেছিলেন দারুণ ভাবে।টস জিতে ব্যাট করতে নামার পর অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসেপ্রথম আঘাত হেনেছিলেন মহম্মদ শামি। ম্যাচের চতুর্থ ওভারেফিরিয়েছিলেন বাঁ-হাতি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারকে। শামির বলে খোঁচা দিয়েছিলেন ওয়ার্নার। যা সহজেই ধরেছিলেন উইকেটকিপার লোকেশ রাহুল। ১৯ রানে পড়েছিল অস্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেট।দ্বিতীয় উইকেট পড়েছিল ৪৬ রানে। তিন নম্বরে নামা স্টিভ স্মিথের সঙ্গে ভুল-বোঝাবুঝিতে রান আউট হয়েছিলেন অ্যারন ফিঞ্চ। ড্রেসিংরুমে ফেরার সময় ফিঞ্চকে দেখা গেল রীতিমতো ক্ষিপ্ত। দুই উইকেট পড়ার পরস্টিভ স্মিথওমার্নাস লাবুশানে তৃতীয় উইকেটের জুটিতে টানছিলেন দলকে। রাজকোটে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচেও দু'জনে বড় জুটি গড়েছিলেন। এদিনও সেই জুটি হতাশ করে চলছিলেনভারতীয় বোলারদের। লাবুশানে শেষ পর্যন্ত ৬৪ বলে ৫৪ রানে ফিরেছিলেন। আর স্টার্ক ফিরেছিলেন কোনও রান না করেই।স্মিথের হাফ-সেঞ্চু রি এসেছিল ৬৩ বলে, আটটি চারের সাহায্যে। আর লাবুশানের পঞ্চাশ এসেছিল ৬০ বলে, পাঁচটি চারের সাহায্যে। এটাই একদিনের আন্তর্জাতিকে লাবুশানের প্রথম হাফ-সেঞ্চু রি। স্মিথ আবার কেরিয়ারের নবম ওয়ানডে সেঞ্চু রিতে পৌঁছলেন সহজাত মেজাজে। ভারতের বিরুদ্ধে এই ফরম্যাটে এটি তাঁর তৃতীয় শতরান।তবে তার আগেই কুলদীপ যাদবের বলে শ্রেয়াস আইয়ারকে ক্যাচ দিয়েফিরে গিয়েছিলেনঅ্যালেক্স ক্যারি (৩৫)।বেশি ক্ষণ থাকেননি অ্যাশটন টার্নারও (৪)। নবদীপ সাইনির বলে তাঁর ক্যাচ ধরেন উইকেটকিপার লোকেশ রাহুল। স্মিথ ফেরার পর শামির সেই ওভারেই গেলেন প্যাট কামিন্স। ইয়র্কারে বোল্ড হলেন তিনি, রাজকোট ম্যাচের মতই। তার পর অ্যাডাম জাম্পাকেও বোল্ড করলেন শামি।পেন্ডুলামের মতো দুলছিলভারত-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। মঙ্গলবার বিশ্বজয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম ওয়ানডে-তে ভারতকে মাটি ধরি যে ছি লঅস্ট্রে লিয়া। শুক্রবাররাজকোটে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দারুণ ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ভারত। সিরিজ নিষ্পত্তির জন্য রবিবার চিন্নাস্বামীর তৃতীয় ওয়ানডের দিকে তাকিয়ে সবাই।টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অজি অধিনায়কঅ্যারন ফিঞ্চ। দলে একটিই পরিবর্তন। কেন রিচার্ডসনের বদলে এসেছেন জোশ হ্যাজলেউড। প্রথমে ব্যাট করে রানের পাহাড় চাপিয়ে ভারতের উপরে চাপ বাড়ানোই লক্ষ্য ফিঞ্চের। অন্যদিকে, ভারতীয় দল অপরিবর্তিত রয়েছে। রোহিত শর্মাকে নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থাকলেও তিনি খেলছেন। খেলছেন আর এক ওপেনার শিখর ধওয়নও। সুস্থ হলেও প্রথম এগারোয় জায়গা হল না উইকেটকিপার ঋষভ পন্থের।এই চিন্নাস্বামীতেই ওয়াকার ইউনিসকে মাঠের বাইরে পাঠিয়েছিলেন অজয় জাদেজা। সে অবশ্য অনেক দিন আগের কথা। ১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জাদেজার সেই মারমুখী ব্যাটিং অনেকেরই মনে আছে। তার পরে অবশ্য গঙ্গা দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছে অনেক জল। চিন্নাস্বামী এখন বিরাট কোহালির ঘরের মাঠ। সেই মাঠেই এই সিরিজের ফয়সলা হবে।সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচের আগে রোহিত শর্মাকে নিয়ে চিন্তা ছিল। রাজকোটে লাগা কাঁধের চোট সারিয়ে কি তিনি নামতে পারবেন কি না সন্দেহ ছিল। হিটম্যান অবশ্য খেলছেন। গত বছর আইসিসি-র বিচারে ওয়ানডে-র সেরা হয়েছিলেন। নতুন বছরের শুরুতে সময়টা ভাল যাচ্ছে না তাঁর। প্রথম দুটো ওয়ানডেতে গর্জে ওঠেনি তাঁর ব্যাট। তৃতীয় ওয়ানডেতে সবার চোখ রোহিতের ব্যাটের দিকে। রাজকোটে জয়ের পর ভারতীয় দল ফুটছে। এই সিরিজ শেষ হলেই কোহালিরা উড়ে যাবেন নিউজিল্যান্ড। সেখানে আবার কঠিন পরীক্ষা।

## ''কমলা ঝড়'' থামিয়ে প্রো-লিগের অভিষেকে বড় জয় ভারতের

ভুবনেশ্বর: হকি প্রো-লিগের অভিষেকে বড়সড় জয় পেল মনপ্রীত সিং নেতৃত্বাধীন ভারতীয় হকি দল। র‍্যাংকিংয়ে তৃতীয়স্থানে থাকা শক্তিশালী নেদারল্যান্ডকে ৫-২ গোলে হারাল ''মেন ইন ব্লু''। ভারতের হয়ে ২টি গোল রুপিন্দার পাল সিং''য়ের। একটি করে গোল গুরজান্ত সিং, মনদীপ সিং ও ললিত উপাধ্যায়ের।ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে শনিবার ম্যাচ শুরুর ২৬ সেকেন্ডে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন গুরজান্ত সিং। প্রতিপক্ষের আক্রমণ বানচাল করে বামপ্রান্তিক আক্রমণ থেকে দলের হয়ে প্রথম গোল করেন ভারতীয় স্ট্রাইকার। ১২ মিনিটে দলের হয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রুপিন্দার পাল সিং। পেনাল্টি কর্নার থেকে এক্ষেত্রে নামের প্রতি সুবিচার করেন ড্র্যাগ-ফ্লিকার রুপিন্দার। পালটা পেনাল্টি কর্নারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রথম কোয়ার্টারেই ব্যবধান কমায় অরেঞ্জ ব্রিগেড। ম্যাচের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ভারতের জন্য বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। উলটে ভারতীয় রক্ষণে আক্রমণের চাপ বজায় রেখে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আনে নেদারল্যান্ড। বামপ্রান্তিক আক্রমণের ফায়দা তুলে নেদারল্যান্ডকে ম্যাচে সমতায় ফেরাতে সাহায্য করেন হার্টজবার্গার। প্রথমার্ধ শেষ হয় ২-২ অবস্থাতে।দ্বিতীয়ার্ধে ফের ডানা মেলে ভারতীয় দল। ''মেন ইন ব্লু''র আক্রমণের সামনে শেষ হয়ে যায় কমলা ব্রিগেডের সমস্ত জারিজুরি। ৩৪ মিনিটে দুরন্ত শটে ভারতকে ফের এগিয়ে দেন মনদীপ সিং।

দু'মিনিট যেতে না যেতেই আবার গোল। বাঁ-প্রান্ত ধরে কাট করে বল নিয়ে সার্কেলে ঢুকে যান ডিফেন্ডার হরমনপ্রীত সিং। এরপর বিপক্ষের এক ডিফেন্ডারকে ড্রিবল করে বল ঠেলে দেন গোল লক্ষ্য করে। সেযাত্রায় রক্ষা পেলেও ফিরতি বলে ললিত উপাধ্যায়ের নেওয়া শট প্রবেশ করে জালে। ফের দু'গোলের ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারতীয় দল।তৃতীয় কোয়ার্টারে এরপর তিন-তিনটি পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নিলেও তা থেকে ব্যবধানে কমাতে ব্যর্থ হয় ডাচরা। একটি পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ নষ্ট করে ভারতও। তবে চতুর্থ তথা ফাইনাল কোয়ার্টারের শুরুতে ফের একটি পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নিলে তা থেকে নিজের দ্বিতীয় ও দলের পঞ্চম গোলটি তুলে নিতে ভুল করেননি রুপিন্দার পাল। ৫-২ গোলে ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়ে ভারতীয় দল। রবিবার কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ফিরতি ম্যাচে ফের ডাচদের মুখোমুখি হবে ভারতীয় দল।

## নিউজিল্যান্ড সফরের দল ঘোষণার আগে দুর্দান্ত শতরান পৃথ্বীর

নিউজিল্যান্ড একাদশের বিরুদ্ধে ১০০ বলে ১৫০ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে নিউজিল্যান্ড সফরের জন্যে দল নির্বাচনের আগে নির্বাচকদের বার্তা দিয়ে রাখলেন পৃথ্বী শ। দীর্ঘ দিন নির্বাসিত থাকার পর খেলার মাঠে ফিরেই চোটগ্রস্ত হন পৃথ্বী। সেই চোট সারিয়ে মাঠে ফিরে এবার দুর্দান্ত ছন্দে দেখা যাচ্ছে মুম্বইয়ের এই তরুণ ওপেনারকে।১০০ বলের ইনিংসটিতে ২০ বছরের পৃথ্বী ২২টি চর ও দুটি ছক্কা মারেন। তাঁর শততম রানটি আসে মাত্র ৬৪ বলে। এদিকে পৃথ্বী ছাড়াও ভালো খেলেন হার্দিকের জায়গায় ভারতের এ দলে সুযোগ পাওয়া বিজয় শঙ্কর। তিনি ৪১ বলে ৫৮ রান করেন।রবিবার নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য ভারতীয় দলের ঘোষণা হবে। সফরে ৫টি টি-টোয়েন্টি, ৩টি ওডিআই ও ২টি টেস্ট ম্যাচ খেলবে ভারত। প্রসঙ্গত, আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত দ্বিতীয় বিদেশ সফর এটি।এদিকে পৃথ্বী ছাড়াও রবিবারের দল ঘোষণা নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে থাকবেন হার্দিক পান্ডিয়া। চোটের কারণে দীর্ঘদিন দলের বাইরে রয়েছেন হার্দিক। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সুযোগ পান কিনা দেখার। টেস্ট দলে কেএল রাহুলকে ফেরানো নিয়েও আলোচনা হতে পারে। যদিও টেস্টে গত কয়েকটি ম্যাচে তাঁর পারফরম্যান্স খুব একটা ভালো নয়, তবে সাদা বলে তাঁর ফর্ম ও ধারাবাহিকতা নির্বাচকদের প্রভাবিত করতে পারে। এদিকে দলে থিতু হয়ে যাওয়া ময়ঙ্ক আগরওয়াল ও রোহিত শর্মা যে প্রথম একাদশে থাকবেন তা নিয়ে সন্দেহ কম। তাও ওপেনিংয়ের জন্যে এখন ভালো প্রতিদ্বন্দ্বীতা দেখা যাচ্ছে।ছয় সপ্তাহের নিউজিল্যান্ড সফরের শুরুটা হচ্ছে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি মহারণ দিয়ে। এবছর অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে কিউয়িদের ডেরায় এই ৫টি-টোয়েন্টির দিকে তাকিয়ে বিরাট অ্যান্ড কোম্পানি। সফরে সাদা বলে ৮ ম্যাচ খেলবে ভারত।

## বেঙ্গালুরুতে ফের চোট ধাওয়ানের অজিদের বিরুদ্ধে ব্যাট করা নিয়ে সংশয়

আগের ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন। বেঙ্গালুরুতে আজ শিখর ধাওয়ানের নামা নিয়েও সংশয় ছিল। শেষপর্যন্ত মাঠে নামলেও অস্ট্রেলিয়ার পুরো ইনিংস মাঠে থাকলেন না টিম ইন্ডিয়ার ''গব্বর''। ফিল্ডিংয়ের সময় ফের চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হল তাঁকে। ধাওয়ানের বাঁ কাঁধে চোট লেগেছে। যা পরিস্থিতি তাতে ধাওয়ান আদৌ ব্যাট হাতে নামবেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস চলাকালীন অ্যারন ফিঞ্চের একটি জোরাল শট রুখতে নিজের বাঁদিকে ডাইভ করেন শিখর। তাঁর শরীরের পুরো ওজন বাঁ কাঁধের উপর গিয়ে পড়ে। তাতেই চোট পান শিখর। বোর্ডের তরফে একটি টুইট করে জানানো হয়েছে, ধাওয়নের কাঁধের এক্স-রে করা হচ্ছে। এই ম্যাচে তিনি আর খেলতে পারবেন কিনা, তা বোঝা যাবে এক্স-রে রিপোর্ট আসার পরই। অর্থাত দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট হাতে গব্বরের নামা নিয়ে রীতিমতো সংশয় আছে। ধাওয়ান যদি শেষপর্যন্ত না খেলতে পারেন, তাহলে তা যে ভারতের জন্য বড় ধাক্কা হতে চলেছে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তেমন হলে রোহিত শর্মার সঙ্গে ফের লোকেশ রাহুলকেই ওপেন করতে পাঠানো হতে পারে।বিজেপিকে সমর্থন না করার জেরেই বোর্ডের চুক্তি থেকে বাদ ধোনি! বিস্ফোরক কংগ্রেস নেতাভারতের চিন্তা আরও বাড়াবে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর। আগের দু'ম্যাচে প্রথমে বোলিং করলেও চিন্নাস্বামীতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। অজিদের হয়ে দুর্দান্ত ইনিংস খেললেন প্রাক্তন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। ১৩২ বলে ১৩১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেললেন তিনি। প্রায় তিনবছর পরে আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ক্রিকেটে সেঞ্চু রি পেলেন স্মিথ। একই সঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ক্রিকেটে চার হাজার রানের গণ্ডিও পেরিয়ে গেলেন। তবে, স্মিথকে সেভাবে সংগত করতে পারলেন না আর কোনও অজি ব্যাটসম্যান। লাবুশানে ছাড়া অন্য কেউ পেরলেন না ৫০ রানের গণ্ডি।যার ফলে শুরুটা দুর্দান্তকরেও, শেষপর্যন্ত ২৮৬ রানেই থামতে হলে অজিদের। তবে, চিন্নাস্বামী রানের মাঠ হলেও, সিরিজের শেষ ম্যাচে এই রান তোলাটা সহজ হবে না।

## বেইতিয়ার হেডে এগিয়ে গেল মোহনবাগান

১৮ মিনিট বেইতিয়ার হেডে এগিয়ে গেল মোহনবাগান। নাওরেমের সেন্টার থেকে হেডে বেইতিয়া গোল করেন। কমলপ্রীতও রুখতে পারেননি নাওরেমকে। ফাঁকায় দাঁড়ানো বেইতিয়া হেডে গোল করেন। মোহনবাগান ১ ইস্টবেঙ্গল ০।১০ মিনিট এখনও পর্যন্ত ওপেন করতে পারেনি কোনও দলই। মোহনবাগান নিজেদের মধ্যে পাস খেলে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। ফ্রান গনজালেদের থ্রু বল থেকে বিপদ তৈরি করেছিলেন সুহের। কর্নারের বিনিময়ে বিপন্মুক্ত হয় ইস্টবেঙ্গল।মোহনবাগান এক নম্বরে। ইস্টবেঙ্গল পাঁচে। এই পরিস্থিতিতে নতুন বছরের প্রথম ডার্বি হচ্ছে।কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে। ঘরের মাঠে খেলতে এসে গোকুলম হারিয়েছে লাল-হলুদ শিবিরকে। ডার্বির আগে ছন্দে নেই আলেয়ান্দ্রো মেনেন্দেজের দল। তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরুবিবারে চলতি আইলিগের প্রথম ডার্বিতে মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। মোহনবাগান এমনিতে চলতি লিগে ইস্টবেঙ্গলের তুলনায় যথেষ্ট ভাল পজিশনে রয়েছে। ৭ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে সবুজ মেরুন ফুটবলাররা আপাতত শীর্ষে। অন্যদিকে, লিগ খেতাবের দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। ৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লাল হলুদ বাহিনী আপাতত পাঁচ নম্বরে।কিছুদিন আগেই এটিকের সঙ্গে মোহনবাগানের গাঁটছড়া বন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সেই সংযুক্তিতে সবুজ মেরুন ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়াবে। ঠিক উলটো পরিস্থিতি আবার ইস্টবেঙ্গলের। বিনিয়োগকারী সংস্থা কোয়েস তো বটেই ফুটবল দলের পারফরম্যান্সেও সমর্থকরাও বিক্ষুব্ধ।ক্লাব-বিনিয়োগকারী সংস্থার ডামাডোল প্রভাব ফেলেছে দলের পারফরমান্সে।এটিকে-মোহনবাগান সংযুক্তি! ঠিক না ভুল, জানালেন মহারাজটানা দু-ম্যাচ হেরে ইস্টবেঙ্গল ডার্বিতে খেলতে নামছে। আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থাকা মোহনবাগানের বিপক্ষে হারলে আরও তলানিতে পৌঁছে যাবে লাল-হলুদ। তাই ভাগ্যের চাকা ঘোরানোর জন্য কোচ আলেয়ান্দ্রো মেনেন্ডেজ পাখির চোখ করছেন ডার্বি-জয় কেই।ডার্বিতে মোহনবাগানের জয় শীর্ষে স্থানে থাকা মজবুত করবে কিবু ভিকুনার দলকে। অন্যদিকে, খেতাব জয়ের আশা টিকিয়ে রাখতে জয় ছাড়া অন্য উপায় নেই ইস্টবেঙ্গলের সামনে। শেষবার যখন কলকাতা লিগে দু-দল মুখোমুখি হয়েছিল তখন দু-দলই গোলশূন্য ড্র করেছিল।টিম নিউজ-মোহনবাগানে সুপার-সাব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শুভ ঘোষ। যে চার ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে খেলতে নেমেছেন শুভ, তার মধ্যে তিনটে ম্যাচেই গোল করেছেন। তবে কলকাতা লিগে আর পরিবর্ত নয়, সরাসরি প্রথম একাদশে দেখা যেতে পারে মোহনবাগানের ইয়ুথ টিম থেকে উঠে আসা ১৯ বছরের উঠতি তারকাকে।ঐতিহাসিক চুক্তি মোহনবাগান-এটিকে ব! আইএসএলের দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ সবুজ-মেরুনের ইস্টবেঙ্গল অন্যদিকে, মোটেই নিজেদের সেরা ছন্দে নেই। শেষ ম্যাচে গোকুলমের কাছে ১-৩ গোলে বিধ্বস্ত হতে হয়েছিল। আইলিগে চলতি মরশুমে একটাও ক্লিন শিট রাখতে পারেননি লাল হলুদ ফুটবলাররা।সম্ভাব্য একাদশঃ মোহনবাগান- শঙ্কর রায়, আশুতোষ মেহতা, ফ্রান মোরান্তে, ড্যানিয়েল সাইরাস, ধনচন্দ্র সিং, শেখ সাহিল, ফ্রান গঞ্জালেজ, শুভ ঘোষ, জোসেবা বেইতিয়া, ভিপি সুহের, বাবা দিওয়ারাইস্টবেঙ্গল-লালডানামাইয়া রালতে, কমলপ্রীত সিং, আশির আখতার, মার্তি ক্রেসপি, অভিষেক আম্বেকর, লালরিনডিকা রালতে, কাশিম আইদারা, হুয়ান মেরা গঞ্জালেজ, পিন্টু মাহাতো, হাইমে স্যাস্টোস, মার্কোস জিমেনেজম্যাচ কবে?রু করেছে। ডার্বি জিতলে অবশ্য নিন্দুকদের মুখ বন্ধ হবে।অন্য দিকে, কিবু ভিকুনার দল আই লিগের শুরুতে পয়েন্ট খুইয়েছিল। এখন ছন্দ ফিরে পেয়ে একনম্বরে মোহনবাগান। ডার্বির আগে মাঠের বাইরের ঘটনা নিয়ে চর্চা ফুটবলমহলে।এটিকের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ হয়েছে মোহনবাগানের। তা নিয়ে যত আলোচনা। সবুজ-মেরুন কর্তারা ফুটবলারদের জানিয়ে দিয়েছেন, যাঁরা ভাল খেলবেন, সামনের মরসুমে তাঁরা থেকে যাবেন দলে। নিজেদের তাগিদেই ভাল খেলবেন বাগান ফুটবলাররা।ঙ্গল রালতে, অভিষেক, মেহতাব, ক্রেস্পি, কমলপ্রীত, ডিকা কাসিম, পিন্টু, হুয়ান মেরা, মার্কোস, কোলাডোমোহনবাগানশঙ্কর, আশুতোষ, মোরান্তে, সাইরাস, ধনচন্দ্র, শাহিল, ফ্রান বেইতিয়া, নাওরেম, পাপা, সুহের

## ২০২১ পর্যন্ত ''খেলা'' চালিয়ে যাবেন ধোনি, বড় ঘোষণা

দেশের হয়ে ধোনির অবসর জল্পনা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে যখন আলোচনা তুঙ্গে, তখন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক, আইপিএল খেলছে জানিয়ে দিলেন চেন্নাই সুপার কিংস কর্তা এন শ্রীনিবাসন। শুধু ২০২০ আইপিএলে নয়, ২০২১ আইপিএলে ধোনি চেন্নাইয়ের হয়ে খেলবেন বলে জানিয়ে দিলেন চেন্নাই কর্তা। তাঁকে ২০২১ সালে দক্ষিণী ফ্র্যাঞ্চাইজি রিটেন করতে চলেছে বলে জানিয়ে দিলেন শ্রীনি।ইন্ডিয়া সিমেন্টসের এক অনুষ্ঠানে সিএসকে কর্তা জানিয়েছেন, ''ধোনিকে নিয়ে দেশজুড়ে অনেক কথা হচ্ছে। ঘন্টার পর ঘন্টার ধোনির অবসর নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। ধোনি কখন অবসর নেবে, সেটাই এখন সবার প্রশ্ন। আমি জানি মাহি এবছর আইপিএল খেলবে। শুধু তাই নয়, পরের বছর আইপিএল নিলামে ও অংশ নেবে এবং ওকে রিটেন করা হবে।ধোনি ২০২১ সাল পর্যন্ত আইপিএল খেলবে, এই নিয়ে আমার মনে কোনও সংশয় নেই। শ্রীনি আরও জুড়েছেন, ''শেষবার ধোনির সঙ্গে যখন আমার কথা হয়েছিল, মাহি জানুয়ারি থেকে প্রস্তুতি শুরু করবে বলেছিল। এবং ও কথা রেখেছে। মাহি নিজের কথা রাখতে জানে। কিন্তু প্রস্তুতিতে নেমে ওর ব্যাটিং কিন্তু আমাকে অবাক করছে। সাত মাস পরে প্রস্তুতি নেমে ও প্রতিটি বল ব্যাটের মাঝে খেলেছে। পেসার থেকে স্পিনার সবাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যাটিং করেছে। কোনও জড়তা নেই। ধোনি রাঁচিতে যতদিন থাকছে প্র্যাকটিস করবে।''উল্লেখ্য চলতি সপ্তাহে বোর্ডের পক্ষ থেকে ধোনিকে কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে রাখা হয়েছে। যারপর তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার অস্তমিত বলে মনে করছে ক্রিকেটমহল। মাহি যদিও কোনো কিছুকে তোয়াক্কা না করে রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড দলের সঙ্গে আইপিএল প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছেন।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক কেন্দ্রীয় চুক্তির সমস্ত স্তরে থেকেই বাদ পড়েছে প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির নাম। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের পর যে কোনো রকমের ক্রিকেট থেকে দূরে থাকা ধোনিকে বাদ দেওয়া নিয়ে রাজনৈতিক যোগের অভিযোগ করলেন কংগ্রেস নেতা শাকিল আহমেদ।সংবাদ মাধ্যম থেকে সামাজিক মাধ্যমে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছিল, বিজেপির সঙ্গে ধোনির সম্পর্ক নিয়ে বহুবিধ জল্পনা। এমনটাও দাবি করা হচ্ছিল, অবসরের পর ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনে ধোনিকে সামনে রেখেই প্রচারে নামবে কেন্দ্রের শাসক দল। কিন্তু ভোট চুকে যাওয়ার পরেও তার বিন্দুমাত্র প্রমাণ মেলেনি। সেখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে নতুন জল্পনার। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়েছে, তা হলে কি বিজেপিকে সমর্থন না করার জন্যই ছেঁটে ফেলা হল ক্রিকেট তারকাকে?প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা শাকিল রবিবার টুইটারে লিখেছেন, ''এটা কি সত্যি, যে দেশকে বিশ্বকাপে জেতানো এবং তাঁর উপস্থিতিতে একাধিক সাফল্য অর্জনকারী মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বিজেপিকে সমর্থন না করার কারণেই? এটা ভীষণ লজ্জাজনক''।সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিবপদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ছেলে জয়ের অভিষেক নিয়ে রাজনৈতিক চাপান-উতোর সৃষ্টি হয়। সব মিলিয়ে ক্রিকেট বোর্ডে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের জোরালো অভিযোগ তুলে আদতে বিজেপিকে কোণঠাসা করতে মরিয়া বিরোধী শিবির।প্রসঙ্গত, বোর্ড জানিয়েছে, নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের তালিকা ঘোষিত হয়েছে। এই সময়কালে ধোনি দেশের হয়ে কোনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশ না নেওয়ায় তিনি বাদ পড়েছে। তবে সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ধোনির চুক্তি থেকে বাদ পড়ার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

## নতুন কোচ সেতিয়েনের অধীনে রবিবার রাতে প্রথম ম্যাচ বার্সার

এএনএম নিউজ ডেস্ক: নতুন চ কিকে সেতিয়েনের অধীনে প্রথমবারের মতো মাঠে নামতে যাচ্ছে বার্সেলোনা। নিজেদের মাঠে লা লিগার ম্যাচে গ্রানাদার বিরুদ্ধে নামবে তারা।ক্যাম্প ন্যুতে রবিবার(ইংরেজি মতে সোমবার) ভারতীয় সময় রাত দেড়টায় মুখোমুখি হবে দল দুটি।গত বৃহস্পতিবার সৌদি আরবের জেদ্দায় স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমিফাইনালে আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে বার্সেলোনার ৩-২ গোলে হারের পর কোচের চাকরি হারান এরনেস্তো ভালভের্দে। নতুন কোচ হিসেবে ৬১ বছর বয়সী সেতিয়েনকে বেছে নেয় কাতালান ক্লাবটি। জয় দিয়ে কোচিং ক্যারিয়ারে বার্সেলোনা পর্ব শুরু করতে মরিয়া সেতিয়েন।শনিবার রাতে সেভিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে রিয়াল মাদ্রিদ। তাদের টপকে ফের শীর্ষে ফিরতে গ্রানাদাকে হারাতেই হবে বার্সার। উনিশ ম্যাচে কাতালান ক্লাবটির পয়েন্ট ৪০। ৩ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে আছে এক ম্যাচ বেশি খেলা রিয়াল।স্প্যানিশ সুপার কাপের ম্যাচে খেলার দিন হাঁটুতে মারাত্মক চোট পেয়েছিলেন লুইস সুয়ারেস। হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে তাকে। দীর্ঘ সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে যেতে হয়েছে তাকে। ফলে গ্রানাদার বিপক্ষে নেই উরুগুয়ান এই ফরোয়ার্ড। চোট কাটিয়ে উঠতে পারেননি উরুর চোটের কারণে অনেক দিন ধরে বাইরে থাকা উসমানে দেম্বেলে।এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞার কারণে খেলতে পারেননি ডাচ মিডফিল্ডার ফ্রাঙ্কি ডি জং। সুখবর হলো, কুঁচকির চোট কাটিয়ে উঠেছেন বার্সেলোনার ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার আর্থার মেলো।সুয়ারেস বাইরে থাকায় শুরুর একাদশে লিওনেল মেসি ও অঁতোয়ান গ্রিজমানের সঙ্গে দেখা যেতে পারে তরুণ উইঙ্গার অনসু ফাতিকে। আর মিডফিল্ডে সামলাবেন আর্টুরো ভিদাল, সের্জিও বুসকেতস ও ওভান রাকিতিচ।

## দেশ ও গণতন্ত্রকে মুক্ত করার শপথ নিয়েছি: মির্জা ফখরুল

মনির হোসেন, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯।। আওয়ামী লীগ একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চায় সেজন্য নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, আজকের এ দিনে সবাই শপথ নিয়েছি, যেকোনো ত্যাগের বিনিময় আমরা দেশ ও গণতন্ত্রকে মুক্ত করবো। আমরা খালেদা জিয়াকে মুক্ত করবো। জিয়াউর রহমানের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবো এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দর্শনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

রোববার (১৯ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে শেরে-বাংলা নগরে তার সমাধিতে ফাতেহা পাঠ ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।মির্জা ফখরুল বলেন, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তিনি অতি স্বল্প সময়ে দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তিনি এদেশের মানুষের মনে একটা স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। তার প্রতিষ্ঠিত বিএনপি এখনও সবচেয়ে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হয়ে আছে এবং জাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। স্বাধীনতা স্বার্বভৌমত্ব রক্ষা করছে, গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছে। দুর্ভাগ্য আজকে যখন আমরা তার জন্মদিন পালন করছি সেই সময় আমাদের দলের চেয়ারপারসন জিয়াউর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরী তার সহধর্মীনি খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী আটক করে রেখেছে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে বিদেশে নির্বাসিত করে রেখেছে। লাখো নেতাকর্মীর নামে মিথ্যা মামলা দিয়েছে, হত্যা-গুম করছে। তারা দেশক একটি চরম অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।বিএনপি মহাসচিব বলেন, ২০০৮ সালে এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে গণতন্ত্রের সমস্ত পরিসরগুলোকে সংকুচিত করে ফেলেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। একাদশ জাতীয় নির্বাচনে ৩০ তারিখের নির্বাচন ২৯ তারিখ করে নিয়ে গেছে। আজকে আবার সিটি করপোরেশন নির্বাচন হচ্ছে। সেখানে একটি দলই প্রাধান্য পাচ্ছে। অযোগ্য নির্বাচন কমিশন কোনোরকম ব্যবস্থা নিতে সক্ষম নয়। কারণ তাদের সে যোগ্যতা নেই।

তিনি বলেন, তারা ইভিএম এর মাধ্যমে যে নির্বাচন করতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে আর একটি অপকৌশল। বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাটাকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার একটা কৌশলমাত্র। জনগণের রায় কখনও ইভিএম এর মাধ্যমে প্রকাশিত হবে না।এক প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ, অযোগ্য। তারা কখনও নির্বাচন পরিচালনার যোগ্যতা রাখে না এতেই প্রমাণ হলো। তারা এমন একটা দিনে নির্বাচন দিয়েছিল যেদিন একটি বড় সম্প্রদায়ের বড় পূজা ছিল। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যেখানে পূজাগুলো হয় সেখানেই নির্বাচনের কেন্দ্রগুলো। সেখানেই একটা সমস্যা তৈরি হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের অযোগ্যতার কারণেই এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।ইভিএম নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ইভিএম ব্যবস্থাটাই একটি ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা। পৃথিবীতে কোথাও ইভিএমকে ত্রুটিহীন সিস্টেম বলা যায় না। আমাদের পুরোনো যে সিস্টেম ব্যালটে সিল মেরে ভোট দেওয়া, এটাই হলো এখন পর্যন্ত মোটামুটি একটা ব্যবস্থা, যেখানে চুরি ডাকাতি না হলে ফলাফল পাওয়া যায়। কিন্তু ইভিএম ব্যবস্থার মধ্যে যথেস্ট ত্রুটি রয়েছে।

এসময় তার সঙ্গে ছিলেন, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান, ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

রবিবার পোলিও দিবসে কর্ণাটকের হুবলিতে পোলিও খাওয়ান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ছবি- পিআইবি।

## ফিট ইন্ডিয়া ঃ বাইসাইকেল করে কর্মস্থলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ওএনজিসি কর্মীদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি ।।** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ফিট ইন্ডিয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওএনজিসির কর্মীরা সপ্তাহে অন্তত একদিন কম দূরত্বের কর্মস্থলে সাইকেলে করে যাতায়াত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন জ্বালানি সাশ্রয় ও পরিবেশ সুস্থ থাকবে, অন্যদিকে শারীরিক সুস্থতাও বজায় থাকবে। এরই অঙ্গ হিসেবে ওএনজিসির উদ্যোগে রবিবার 'সক্ষম সাইকেল ডে' পালন করে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ, বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস প্রমুখ। এ উপলক্ষ্যে সাইকেল রেস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস বলেন, সুস্থ সবল মন সুস্থ সবল দেহে বসবাস করে। দেহটাকে সুস্থ ও সবল করতে হলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলিকে সঠিকভাবে চলাচল করতে হবে, নিয়মিত ব্যায়াম বা শরীরচর্চা করতে হবে। তাহলেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব। সে ক্ষেত্রে সাঁতার ও সাইকেলিং উত্তম উপায়। তাতে শরীরের অধিকাংশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করে। জ্বালানি সাশ্রয় ও পরিবেশ বান্ধব পৃথিবী গড়তেও সাইকেলিং দারুণ উপায়। তাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সুখি ও সমৃদ্ধিশালী হতে পারবে বলে উল্লেখ করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস। আস্তাবল ময়দান থেকে ওএনজিসি আয়োজিত 'সক্ষম সাইকেল ডে' অনুষ্ঠানের সূচনা করে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, প্রত্যেক দিন সাইকেল চালালে শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা সম্ভব। ওএনজিসি 'সক্ষম সাইকেল ডে' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ফিট ইন্ডিয়া বাস্তবায়নে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সাইকেলিং জ্বালানি সাশ্রয় ও পরিবেশ বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এ ধরনের উদ্যোগে সকলকে শামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ বলেন, অসুস্থ শরীরে কোনদিন সুস্থ মন বাস করতে পারে না। সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী ফিট ইন্ডিয়া ঘোষণা করেছেন। সবকিছু সঠিক দিশায় থাকলে দেশের সমৃদ্ধি ঘটবে, উন্নয়ন হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ, জল এবং জ্বালানির অপচয় করলে, উন্নয়নে পিছিয়ে যাবে দেশ। সঞ্চয় এবং সংরক্ষণ সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য দেশবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার ও জনগণ একসাথে কাজ করলেই সফলতা আসবে। সে কারণেই স্বচ্ছ ভারত চালু করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই শ্লোগান এখন আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণেও একই মানসিকতা গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। এজন্য নাগরিকদের সচেতন হতে হবে। সচেতনতা তৈরির জন্য ওএনজিসি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। ফিট ইন্ডিয়াকে বাস্তব রূপ দিতে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। তাহলেই ফিট ইন্ডিয়া সুস্থ দেশ ও সবল দেশ গঠন করতে সক্ষম হবে।

## পরিবেশ সচেতনতার জন্য বিহারে মানবশৃঙ্খল

পাটনা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : পরিবেশ সচেতনতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমাজকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে বিহারে ১৬ হাজার কিলোমিটারের বেশি লম্বা মানবশৃঙ্খল তৈরি করা হয়েছে। এতে অংশগ্রহণ করেছেন সাড়ে চার কোটিরও বেশি মানুষ। আরায় এই মানবশৃঙ্খলে যোগ দেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা রবীন্দ্রকিশোর সিনহা। সফল ভাবে এই মানবশৃঙ্খল যে গড়ে তোলা হয়েছে এদিন তা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।

রবিবার পাটনার গান্ধী ময়দানে এই মানবশৃঙ্খলে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রীরা। সকাল ১১টা ৩০মিনিট নাগাদ শুরু হওয়া এই মানবশৃঙ্খলে কার্যত গোটা বিহার অংশগ্রহণ করেছিল। গান্ধী ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজয় চৌধুরী। এই উপলক্ষ্যে আগত জনসমাগমকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, সরকার মানবশৃঙ্খলের লক্ষ্য পূরণ করেছে। পরিবেশ সচেতনতা প্রসঙ্গে বিহারবাসী উৎসাহী, তা গোটা বিশ্ব আজ দেখল। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে পরিবেশ দূষণ রোধে আট কোটি গাছ

ছয়ের পাতায় দেখুন

## মেগা স্বাস্থ্য শিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।।** আগামী ২৫শে জানুয়ারি কলকাতাস্থিত আমরী হাসপাতালের সহায়তায় শান্তিপাড়া ঐক্যতান যুবসংস্থান'র উদ্যোগে সকাল ৯টা থেকে সারাদিনব্যাপী এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এই শিবিরে কলকাতার আমরী হাসপাতালের প্রখ্যাত চিকিৎসকরা উপস্থিত থেকে চিকিৎসাপরিষেবা প্রদান করবেন। যারা উপস্থিত থাকবেন ডা. উত্তম কুমার সাহা, ডা. শিশির দাস, ডা. জয়ন্ত রায়, ডা. মানিক মালহোত্রা, ডা. সৌমেন মেহর, ডা. অনুপম মজুমদার, ডা.পূর্ণেন্দু রায়, ডা. রঙ্গরাজন, এ. এম, এই ৮ জন বিশেষজ্ঞরা

ছয়ের পাতায় দেখুন

## কৈলাসহরে ভারত বাংলা সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর মধ্যে ভলিবল প্রতিযোগিতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ জানুয়ারি।।** রবিবার সকাল এগারোটায় কৈলাসহরের আর কে আই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হল ভারত বাংলাদেশের দুদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীদের মধ্যে প্রীতি ভলিবল প্রতিযোগিতা। কুড় নং ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বিএসএফ বনাম বিজিবি-এর মধ্যে প্রীতি ভলিবল ম্যাচ। সকাল দশটায় বাংলাদেশ থেকে পঁচিশ জনের এক বিজিবি-এর প্রতিনিধি দল কৈলাসহরের ভারত-বাংলাদেশে সীমান্ত দিয়ে কৈলাসহরের আর কে আই স্কুল মাঠে প্রবেশ করে। সকাল দশটায় শুরু হয় প্রীতি ভলিবল ম্যাচ ভলিবল মেলা দেখতে বিজিবি-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ৪৬ নং বিজিবি-এর সিইও কর্নেল মোহাম্মদ আরফিুল ইসলাম, লেফটেনেন্ট কর্নেল ডাঃ জাহেদুল হক, সিনিয়র আফিসার শাহাজাহান ইসলাম, আজাদুর রহমান, মোশারফ হোসেন সহ আরোও অনেকে। ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ কুড়ি নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট শঙ্কর প্রসাদ, বরিষ্ঠ অফিসার কে এস শুক্লা কৈলাসহরের মহকুমা শাসক ডা. বিশাল কুমার, কৈলাসহরের এসডিপিও চন্দন সাহা, কৈলাসহর থানার ওসি দেবাশীষ সাহা, কৈলাসহর মহকুমার ডিসিএম আশুতোষ দেববর্মা সহ আরোও অনেকে। প্রীতি ভলিবল ম্যাচে বিএসএফ জয়লাভ করে। এই প্রীতি ভলিবল ম্যাচ দেখতে আরকেআই স্কুল মাছে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। এমনকি এই ম্যাচ দেখতে কাঁচাতারের ওপারে অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর বাংলাদেশের দর্শক কাঁটাতারের ওপারে দাঁড়িয়ে খেলা দেখেন। দুদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর খেলাকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

## এনজিওএস এর সাংবাদিক সম্মেলন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।।** রাজধানী আগরতলা প্রেসক্লাবে অল ত্রিপুরা এনজিওএস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জনজাতিদের শিক্ষার উন্নয়নে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অল ত্রিপুরা এনজিওএস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিচিং দেববর্মা জানান বিগত ২৫ বছর যাবত রাজ্যের পিছিয়ে গড়া জনজাতিদের শিক্ষার উন্নয়নে অ্যাসোসিয়েশন কাজ করে আসছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমিক ফের করা ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি স্কীমে গত প্রায় ২২ বছর যাবৎ প্রত্যেক কোচিং সেন্টারকে ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর স্টাইপেন্ড ও পাঁচজন শিক্ষক এবং জন হেল্পার এর ষম্মানিক দিয়ে আসছেন। কিন্তু উপজাতি কল্যাণ দপ্তর হঠাৎ করে পঞ্চাশ জন ছাত্র ছাত্রীর পরিবর্তে ২৫ জন এবং ২১০ দিনের পরিবর্তে ১১৪ দিনে স্টাইপেন্ডের সিদ্ধান্ত নেয়। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের এই সিদ্ধান্তে জনজাতি শিক্ষার উন্নয়ন পিছিয়ে যাবে। তাই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই সাংসাদিক সম্মেলন।

# পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচী শুরু করলেন অমিত শাহ

হুবলী(কর্ণাটক), ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : রবিবার সকালে কর্ণাটকের হুবলীতে একটি শিশুকে পোলিও ড্রপ খাইয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পালস পোলিও টিকাকরণের কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংসদ বিষয়কমন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী।

ভারত পোলিও মুক্ত একটি দেশ। এই রোগ যাতে কোনও ভাবে দেশের শিশুদের আক্রান্ত করতে না পারে, সেই জন্য এই বিশেষ অভিযান গোটা দেশে চলছে। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিতে এই রোগ এখনও রয়েছে। তা যাতে কোনও ভাবে এই ভারতে প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য আগামী তিনদিন ধরে চলবে এই টিকাকরণ অভিযান। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পোলিও খাওয়ানো হবে।

প্রসঙ্গে ১৯৯৯ সালে শেষবার পোলিওতে আক্রান্ত হওয়ার খবর সামনে এসেছিল। তার পর থেকে আর কোন পোলিও আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সামনে আসেনি। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ কারজোর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বসবরাজ বেম্মাই, জেলাশাসক দীপা চৌলন।

উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে শনিবার সিএএ-র সমর্থনে এক বিশাল সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছিলেন অমিত শাহ। পরে রাজ্য বিজেপির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন তিনি।

## কালাছড়ায় পৌষ মেলা ও সংহতি উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৯ জানুয়ারি।।** উত্তর জেলার কালাছড়া ব্লকাধীন প্রত্যেক রায় বড় আখড়া প্রাঙ্গণে ৫ দিনব্যাপী শুরু হল ১৩৩তম পৌষ মেলা ও সংহতি উৎসব। পৌষ সংক্রান্তির দিন মেলা ও সংহতি উৎসবের শুভারম্ভ হয়। চলবে ৫দিনব্যাপী। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে ১৩৩তম পৌষ মেলা ও সংহতি উৎসবের শুভারম্ভ করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়। তাছাড়া বিশেষ অতিথিদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন বামবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী প্রদীপ কুমার নাথ, মহিলা কমিশনার চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী, কালাছড়া ব্লরে ভিডিও আশিস কুমার দাস প্রমূখ। উত্তর জেলার কালাছড়া ব্লকাধীন প্রত্যেক রায় বড় আখড়া প্রাঙ্গণে ৫ দিনব্যাপী অতিথিরা উনাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তুলে ধরেন। তারপর টানা হয় শ্রীকৃষ্ণের রথ। মূলত প্রত্যেকরায় বড় আখড়ার বৈষ্ণবী বিশাখী দাসি বৈষ্ণবী ১৩৩ বছর পুর্বে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রার উপলক্ষ্যে পৌষ সংক্রান্তির দিন এই মেলার সূচনা করেছিলেন। তারপর থেকে প্রত্যেকবার বড় আখড়া প্রাঙ্গণে প্রত্যেকরায় পৌষমেলা ও সংগতি উৎসব চিরাচরিতভাবে পালন হয়ে আসছে। শুরুতে মেলাটি ১/২ দিনের হয়ে থাকলেও বর্তমানে ৫ দিনব্যাপী চলে। বলতে গেলে উত্তর জেলার মধ্যে প্রত্যেক রায় পৌষ মেলা ও সংহতি উৎসবটি সর্ববৃহৎ মেলা হয়ে থাকে বলে মেলা কমিটির দাবি।

পৌষ মেলা ও সংহতি উৎসবের সুভারম্ভের দিন এক স্বাস্থ্য শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। এবার মেলাতে মোট ৫০০ টি সরকারি ও বেসরকারি স্টল বসেছে।

তাছাড়া দর্শণার্থীদের মনোরঞ্জনের জন্য ৫দিনব্যাপী চলবে ধর্মীয় গান, নাটক, নৃত্য ও নানা অনুষ্ঠান। রাজ্যের বহির্রাজ্যের ও পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশের শিল্পীরা এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের প্রচেষ্টায় "কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ" নামক নাটক পরিবেশন করেন। উপাধ্যক্ষ নিজে দুর্যোধনের চরিত্রে ভূমিকা করেন। পাশাপাশি কচিকাঁচাদের মনোরঞ্জন দিতে প্রত্যেক রায় পৌষ মেলা ও সংহতি উৎসবের কমিটির সদস্যরা মেলা প্রাঙ্গণের পাশে আনন্দ মেলারও আয়োজন করেছেন। তাছাড়া কৃষি দপ্তর, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর, মৎস্য দপ্তর সহ অন্যান্য সরকারি স্টল গুলি দর্শনার্থীতের মন কেড়েছে।

## টেপানিয়ায় জনতার দরবার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ জানুয়ারি।।** সাপ্তাহিক জনতার দরবার কর্মসূচির অংশ হিসেবে রবিবার টেপানিয়া হাই স্কুলে জনতার দরবার কর্মসূচিতে অংশ নেন কৃষি, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়। সেখানে তিনি গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা শোনেন এবং পরামর্শ গ্রহণ করেন। এলাকার মানুষ স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে তাদের নানাবিধ সমস্যার কথা খোলামনে তুলে ধরেন। সভায় উপস্থিত পঞ্চায়েত প্রধান বুথ সভাপতি এবং অন্যান্য কার্যকর্তাদের এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাধাকিশোরপুর মণ্ডল সভাপতি প্রবীর দাস, টেপানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দাস, মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ রায় বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। জনতার দরবার শুরুর আগে মন্ত্রী উদয়পুর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন ধ্বজনগর, পূর্ব ও পশ্চিম ধ্বজনগর, গকুলপুর, সাতারিয়া, টেপানিয়া, শালগড়া, উত্তর শালগড়া ও গর্জনমুড়া পঞ্চায়েতের প্রধানদের নিয়ে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয়। সেখানে তিনি সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দকে আগামী ২৩শে জানুয়ারি নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব কর্তৃক নেতাজি মূর্তি আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে সার্বাধিক সংখ্যায় গ্রামবাসী জড়ো

## ১০৩২৩ এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।।** অল ত্রিপুরা ১০,৩২৩ ভিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠন খোয়াই জেলা ভিত্তিক দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার তেলিয়ামুড়ার অশ্বিনী স্মৃতি কমিউনিটি নিটি হলে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সম্মেলনের সূচনা করেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যানী রায়। এছাড়াও ছিলেন এলাকার দুই বিশিষ্ট সমাজসেবী রঞ্জিৎ সূত্রধর, সুব্রত মজুমদার, সহ অন্যান্যরা সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় বলেন, অল ত্রিপুরা ১০,৩২৩ ভিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠনের শিক্ষকরা এরাজ্যের। তাদের দ্বারা এরাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষিত হচ্ছে। ওইসব শিক্ষকরা বিভিন্ন দাবী নিয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছে সুযোগ্য নেতৃত্বের

ছয়ের পাতায় দেখুন

## তেলিয়ামুড়ায় ৪২তম ককবরক দিবস পালিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ জানুয়ারি।।** সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটেও ৪২তম তেলিয়ামুড়া মহকুমার ভিত্তিক ককবরক দিবস পালন করা হয়। চাকমাঘাটে খোয়াই ব্যারেজ প্রাঙ্গনের মুক্তমঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে ককবরক দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ২৭ নং কল্যাণ পুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারপার্সন অপু গোপ, মুঙ্গিয়াকামী ব্লক চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা। এ উপলক্ষ্যে রবিবার ককবরক দিবস অনুষ্ঠানে তেলিয়ামুড়ার ৭টি স্কুল সহ তেলিয়ামুড়া সরকারী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নেয়। প্রায় ৭০০ ছাত্র-ছাত্রীরা একত্রিত হয়ে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত করে। পরে ককবরক দিবসে প্রসঙ্গ টেনে এলাকার বিধায়িকা কলাণী রায় দিবসটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।